মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-২১ ॥ ০৭ মে ২০২৫ ॥ ২৪ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ৮ জিলক্বদ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

প্রতিটি ভবন হতে হবে পরিবেশবান্ধব ও দুর্যোগ সহনশীল : গণপূর্ত উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, প্রতিটি ভবন হতে হবে নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব এবং দুর্যোগ সহনশীল। এতে রাজউককে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। মঙ্গলবার (৬ মে) ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে রাজউক ও জাইকার যৌথ আয়োজনে 'ভবন সংক্রান্ত দুর্যোগের (ভূমিকম্প ও অগ্নি) ঝুঁকি প্রশমনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি' বিষয়ে সেমিনারে তিনি একথা বলেন।

দলীয় নেতাকর্মী ও দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন: ডা. জাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সুস্থ ও মানসিকভাবে দৃঢ় রয়েছেন। তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করায় তিনি নেতাকর্মী ও দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এছাড়া ৭ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত লন্ডনে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গণমাধ্যমকর্মীদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

খালেদা জিয়ার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আমরা আনন্দিত: জিএম কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন, দীর্ঘ দিন দেশের বাইরে চিকিৎসাধীন থাকার পর খালেদা জিয়ার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আমরা আনন্দিত। দেশ আজ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অস্থিরতা, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও অস্থিতিশীল রাজনীতি দেশকে এক ভয়াবহ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করছে।

আগের দুই শনিবার অফিস খোলা

ঈদুল আজহায় ১০ দিন ছুটির সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে ১০ দিন ছুটি ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে কবে থেকে শুরু হয়ে কবে শেষ হবে সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। ঈদের আগে ১৭ ও ২৪ মে অর্থাৎ দুই শনিবার সরকারি অফিস খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ মে) উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক স্ট্যাটাসে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সভায় উপদেষ্টা পরিষদ সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ-২০২৫ এর খসড়া অনুমোদন করেছেন বলেও স্ট্যাটাসে উল্লেখ করেন প্রেস সচিব। এদিকে সভা সূত্রে জানা গেছে, চাঁদ দেখা সাপেক্ষ আগামী ৭ জুন বাংলাদেশে কোরবানির ঈদ হতে পারে। সে হিসেবে ঈদুল আজহার ছুটি আগামী ৫ জুন শুরু হয়ে ১৪ জুন শেষ হতে পারে। পবিত্র ঈদুল ফিতরে ২৮ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত টানা ৯ দিন ছুটি ছিল। ঈদ উপলক্ষ্যে পাঁচ দিন ছুটি ঘোষণা করেছিল সরকার। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ৩ দিনের সাপ্তাহিক ছুটি এবং একদিনের নির্বাহী আদেশে ছুটি।

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস মঙ্গলবার তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। -পিআইডি

জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণী আইন সংশোধনের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার : 'জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫'-এর খসড়ায় নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। মঙ্গলবার (৬ মে) প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে তেজগাঁওয়ে তার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই অধ্যাদেশের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে এই সীমানা নির্ধারণ নিজেদের ইচ্ছামতো করা হতো। এগুলো নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ আছে। এখন আমাদের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত যে আইন আছে, সেখানে একটা ব্যাখ্যাগত ভুলের কারণে এটা নিয়ে নির্বাচন কমিশন কাজ করতে পারছিল না। নির্বাচন কমিশন এই আইন প্রস্তাব করেছে। এখন আমরা এই সংশোধনী করে দিয়েছি। এখন সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের যে সাংবিধানিক দায়িত্ব আছে, সেটা তারা ইচ্ছা করলে এই অধ্যাদেশ গেজেট নোটিফিকেশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে *২-এর পাতায় দেখুন*

দুই পুত্রবধূকে নিয়ে নিজ বাসভবন ফিরোজায় খালেদা জিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘ চার মাস পর দেশে ফিরে গুলশানের বাসভবন 'ফিরোজা'য় উঠেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। মঙ্গলবার (৬ মে) দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে তিনি ওই বাসায় পৌঁছান। সেখানে পৌঁছালে আগে থেকে অবস্থানরত শত শত দলীয় নেতা-কর্মী তাকে স্বাগত জানান। সরেজমিনে দেখা যায়, গাড়িবহর বাসভবনে পৌঁছানোর প্রায় ১০ মিনিট পর প্রধান সড়কে গাড়ি থেকে নেমে খালেদা জিয়া বাসভবনে ঢোকেন। পুলিশ ও সেনা সদস্যরা নেতা-কর্মীদের ভিড়ের মাঝখান থেকে তাদের প্রটোকল দিয়ে বাসভবনের ভেতর নিয়ে যান। দুপুর ১টা ৩৫ মিনিটে খালেদা জিয়ার গৃহকর্মী ফাতেমাকে বাসভবনে ঢুকতে দেখা যায়। তিনিও বিএনপি প্রধানের সঙ্গে গিয়েছিলেন লন্ডনে। এর আগে বেলা সোয়া ১১টার দিকে তাকে বহনকারী গাড়িটি বিমানবন্দর ছাড়ে। বিমানবন্দর থেকে গুলশান পর্যন্ত পুরো পথে খালেদা জিয়াকে অভ্যর্থনা জানান বিএনপির নেতা-কর্মীরা। 'খালেদা জিয়ার আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম', 'খালেদা, জিয়া', 'তারেক, রহমান', 'খালেদা জিয়া ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই'সহ নানা স্লোগান দেন নেতা-কর্মীরা। তাদের কেউ হাতে ফুল, কেউ ব্যানার-প্ল্যাকার্ড, কেউ-বা খালেদা জিয়ার ছবিসংবলিত টি-শার্ট পরে ছিলেন।নেতা-কর্মীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা : খালেদা জিয়ার দেশে ফেরার খবরে সকাল থেকেই বিএনপির শত শত নেতা-কর্মী গুলশানের ৭৯ নম্বর সড়কের ১ নম্বর বাড়ি 'ফিরোজা'র সামনে সামনে জড়ো হন। সেখানে নিরাপত্তা জোরদারে সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। খালেদা জিয়ার দেশে ফেরাকে কেন্দ্র করে উৎফুল্ল দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। তারা বলছেন, খালেদা জিয়া দীর্ঘ সময় স্বৈরাচার শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে কারাগারে ছিলেন। ন্যায়বিচার পাননি। তাকে উন্নত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। কারাগার থেকে মুক্তি দিলেও গৃহবন্দী করে রাখা হয়। তাকে নেতাকর্মীদের থেকে দূরে রাখা হয়। খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে নেতাকর্মীরা বলছেন, গণতন্ত্রের আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়া আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন। তার নেতৃত্বে আমরা সব বাধা অতিক্রম করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করব। লন্ডন থেকে দোহা হয়ে ঢাকা : লন্ডনে চিকিৎসা শেষে বাংলাদেশ সময় সোমবার (৫ মে) রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে হিথ্রো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে খালেদা *২-এর পাতায় দেখুন*

খালেদা জিয়ার ফিরে আসা গণতন্ত্রের উত্তরণ সহজ করবে: মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ফিরে আসা গণতন্ত্র উত্তরণের পথ সহজ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মঙ্গলবার (৬ মে) সকালে রাজধানীর হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে প্রবেশের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি। মির্জা ফখরুল বলেন, খালেদা জিয়া দীর্ঘকাল ফ্যাসিবাদের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ফ্যাসিবাদ বিদায় নেওয়ার পর কারাবন্দিত্ব মুক্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, সেখানে প্রায় ৪ মাস চিকিৎসা শেষে আজকে দেশে ফিরে আসছেন। এটা আমাদের জন্য, জাতির জন্য একটা আনন্দের দিন। বিএনপি মহাসচিব বলেন, গণতন্ত্র উত্তরণের এই সময়ে খালেদা জিয়ার উপস্থিতি একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তার ফিরে আসা আমাদের গণতন্ত্র উত্তরণের পথ সহজ করবে। দেশকে সঠিক ও বৈষম্যহীন পথে নিয়ে যেতে সহায়তা *২-এর পাতায় দেখুন*

গাজীপুরে ট্রাকচাপায় নারী শ্রমিকের মৃত্যু, মহাসড়ক অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরে মহাসড়ক অতিক্রম করার সময় দ্রুতগতির ট্রাকের চাপায় একজন নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর হারিকেন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে সহকর্মী অন্য শ্রমিকেরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। নিহত নারীর নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি, তবে তিনি হারিকেন এলাকায় ইন্টারলুপ বিডি কারখানার কাজ করতেন বলে জানা গেছে। পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সকালে কাজে যাওয়ার সময় হারিকেন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ওই নারী মহাসড়ক অতিক্রম করছিলেন। এ সময় *২-এর পাতায় দেখুন*

পাকিস্তানের পক্ষে ৫৭ মুসলিম দেশ চিন্তায় ঘুম নেই ভারতের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কাশ্মীরের পেহেলগামে ভয়াবহ বন্দুক হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় শুরু থেকেই পাকিস্তানকে দোষারোপ করছে ভারত। তবে, অভিযোগ অস্বীকার করে বিশ্বাসযোগ্য ও স্বচ্ছ তদন্তে অংশ নেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে আসছে ইসলামাবাদ। তারপরেও কোনো প্রমাণ ছাড়াই হামলার জন্য পাকিস্তানকেই দায়ী করে আসছে ভারত। এ নিয়ে দিল্লির কিছু পদক্ষেপে উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। পাল্টাপাল্টি অভিযোগ আর হুমকি-ধমকির মধ্যে প্রতিদিনই সেনাদের মধ্যে সীমান্তে ব্যাপক গোলাগুলি হচ্ছে। ইতোমধ্যে দুই দেশ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষাও চালিয়েছে। যুদ্ধের যে আশঙ্কা তা দিনদিন বাস্তবতার দিকে এগোচ্ছে। এ অবস্থায় ভারতের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছে ৫৭টি মুসলিম দেশ নিয়ে গঠিত সংস্থা ওআইসি। সংবাদমাধ্যম টিআরটি গ্লোবাল এক প্রতিবেদনে *২-এর পাতায় দেখুন*

তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে যা জানা গেল

স্টাফ রিপোর্টার : চার মাস পর লন্ডন থেকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আজ দেশে ফিরেছেন। তার সঙ্গে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনও ফিরেছেন। দেশে ফিরেই তিনি দ্রুতই তারেক রহমানের দেশে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মঙ্গলবার (৬ মে) রাজধানীর গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ ইঙ্গিত দেন তিনি। খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত এই চিকিৎসক বলেন, জুবাইদা রহমান এসেছেন। ১৭ বছর তাকে সরকার আসতে দেয়নি। তাদের মেয়ে জাইমা রহমান কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে একটা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ, সেই দিন আর বেশিদিন নেই- দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান এই *২-এর পাতায় দেখুন*

এটিএম আজহারের আপিল শুনানি ফের আগামীকাল

স্টাফ রিপোর্টার : মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর নেতা এ টি এম আজহারুল ইসলামের আপিলের ওপর প্রথম দিনের শুনানি শেষ হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন সাত বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ আপিল বেঞ্চ পরবর্তী শুনানির জন্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার দিন রেখেছেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানি করেছেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের পক্ষে ছিলেন প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম। শুনানি শেষে আইনজীবী শিশির মনির সাংবাদিকদের বলেন, প্রায় ৯০ শতাংশ শুনানি শেষ হয়েছে। আবার বৃহস্পতিবার শুনানি করবো। এ *২-এর পাতায় দেখুন*

চার খাতে এডিবির কাছে সহযোগিতা চাইলেন অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, জলবায়ু কার্যক্রম, আঞ্চলিক সংযোগ এবং টেকসই অর্থায়ন- এই চার খাতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কাছে উন্নততর সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ইতালির মিলানে এডিবি'র ৫৮তম বার্ষিক সভায় দেওয়া ভাষণ তিনি এ আহ্বান জানান। মঙ্গলবার (৬ এপ্রিল) অর্থ মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এডিবির বার্ষিক সভায় বাংলাদেশে ডিজিটাল সমতা, জলবায়ু অর্থায়ন ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা। তিনি দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল রূপান্তর, জলবায়ু সহনশীলতা এবং আঞ্চলিক *২-এর পাতায় দেখুন*

যুক্তরাজ্যের লন্ডনে চিকিৎসা শেষে চার মাস পর মঙ্গলবার দেশে ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। দেশে ফেরার পর বিমানবন্দর থেকে খালেদা জিয়া গুলশানে নিজের বাসভবন ফিরোজার উদ্দেশে রওনা দেন। খালেদা জিয়াকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দর সড়কে ভিড় জমান বিএনপি নেতা-কর্মীরা। এসময় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরে যেসব বিষয়ে আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্তেও পিয়ান্তেদোসির ঢাকা সফরে দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা, অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতা, সহজতর ভিসা প্রক্রিয়া এবং ইতালিতে বাংলাদেশি প্রবাসীদের কল্যাণসহ বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই সফর বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অভিন্ন মূল্যবোধ এবং স্বার্থের ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিফলন। উভয় পক্ষই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি এবং জনগণের কল্যাণে পারস্পরিকভাবে লাভজনক অংশীদারিত্ব গঠনে অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। ঢাকা সফরকালে প্রধান উপদেষ্টা ড. *২-এর পাতায় দেখুন*

পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের এমডি বেতন পান ১৫ লাখ টাকা!

স্টাফ রিপোর্টার : বিদ্যুৎসেবার মান আন্তর্জাতিক না হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের পায়রা তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের শীর্ষ কর্মকর্তাদের আন্তর্জাতিক মানের বেতন কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বাংলাদেশ ও চীনের যৌথ উদ্যোগে গঠিত 'বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিসিপিসিএল)' পরিচালিত এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মাসিক বেতন ও ভাতা প্রায় ১৫ লাখ টাকা, যেখানে অন্যান্য সরকারি বা যৌথ বিদ্যুৎ প্রকল্পে এই পদের বেতন ৫ লাখ টাকার বেশি নয়। বেতন কাঠামোর বৈষম্য : ২০১৬ সালে চালু হওয়া পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় অবস্থিত পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। ২০১৯ সালে বিদ্যুৎকেন্দ্রটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়। সে সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মূল বেতন ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭ লাখ টাকা করা হয়। পরে বাসা ভাড়া ও অন্যান্য ভাতা যোগ করে মোট মাসিক বেতন দাঁড়ায় প্রায় ১৫ লাখ টাকা। একইভাবে দ্বিতীয় সারির কর্মকর্তাদের মূল বেতন ১ লাখ ৪৯ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা করা হয়। ফলে ভাতাসহ মাসিক বেতন দাঁড়ায় প্রায় ৯ লাখ টাকা। তবে, মাঝারি ও নিম্ন স্তরের কর্মকর্তাদের বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম এবং অনেক কর্মীর বেতন একদমই বাড়ানো হয়নি। এই বেতন কাঠামোর পরিবর্তনটি ২০১৯ সালে বোর্ড মিটিংয়ে অনুমোদিত হয় এবং ২০২০ সালে এটি কার্যকর হয়। পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে, এই পরিবর্তন আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। তবে, প্রশ্ন উঠেছেজ্বদি প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক মানের *২-এর পাতায় দেখুন*

মালয়েশিয়ায় ১১৪ বাংলাদেশি আটক

স্টাফ রিপোর্টার : মালয়েশিয়ার কোটা ভরুতে ১১৪ বাংলাদেশিকে আটক করেছে ইমিগ্রেশন বিভাগ। গত সোমবার কেলানতান রাজ্যের কোটা ভরুর চিচা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে অভিযান পরিচালনা করে ১১৪ অবৈধ বাংলাদেশি এবং একজন ভারতীয়কে আটক করা হয়। কেলানতান রাজ্যের ইমিগ্রেশন বিভাগ থেকে এনফোর্সমেন্ট অপারেশনটি জনসাধারণের তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কেলানতান ইমিগ্রেশন ডিরেক্টর মোহাম্মদ ইউসুফ খান মোহাম্মদ হাসান এক বিবৃতিতে বলেছেন, আটকদের বয়স ১৮ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে এবং তারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। ইমিগ্রেশন বলছে, তাদের বিরুদ্ধে অভিবাসন *২-এর পাতায় দেখুন*

কঠোর নজরদারিতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চোরাকারবারীরা সক্রিয়

স্টাফ রিপোর্টার : কঠোর নজরদারিতেও হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চোরাকারবারীরা সক্রিয়। যদিও বিগত ৬ মাসে শাহজালাল বিমানবন্দরে রেকর্ড পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জব্দ হয়েছে। ধরা পড়েছে প্রায় সাড়ে ৮ কোটি টাকা ও একর্শ কেজি স্বর্ণ। গত বছরের অক্টোবর থেকে চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত এই টাকা ও স্বর্ণ জব্দ করা হয়। বিমানবন্দর কাস্টমস সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, স্বর্ণ ও টাকা পাচারের অন্যতম রুট হিসেবে ব্যবহার হতো হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। কিন্তু দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে কঠোর নরজদারির আওতায় আনা হয়। ফলে বিপাকে পড়ে চোরাকারবারীরা। বিমানবন্দর কাস্টমস থেকে শুরু করে এ ভি য়েশন সিকিউরিটিসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা নজিরবিহীনভাবে নজরদারি জোরদার করে। বিশেষ করে মুদ্রা পাচার, সোনা পাচার রোধে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ , শুল্ক গোয়েন্দা নজরদারি অন্যান্য যে কোনো সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। কিন্তু ওই নজরদারির মধ্যেও চোরাকারবারীরা বিভি-ন্নভাবে দেশি-বিদেশি *২-এর পাতায় দেখুন*

ঢাকাসহ ছয় বিভাগে তাপমাত্রা বাড়বে

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকাসহ দেশের ছয়টি বিভাগের তাপমাত্রা বাড়বে। এছাড়া কোথাও কোথাও ঝড় বৃষ্টিও হতে পারে। গতকাল মঙ্গলবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ ড. মো. ওমর ফারুক জানিয়েছেন, বুধবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং কুষ্টিয়া, যশোর ও কুমিল্লা অঞ্চলসহ ঢাকা ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এছাড়া রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের দিনের তাপমাত্রা *২-এর পাতায় দেখুন*

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নতুন পদ্ধতি চাইল এনসিপি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম কয়েকটি যায়গায় সবার আকর্ষণ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সকল দল এ কেন্দ্রবিন্দুতে এসে বেশ ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশেষ করে বড় কয়েকটি দলের মধ্যে এ নিয়ে বেশ মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। এ মতামতগুলোতে তারা হয়ে পরছে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এমন একটি প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি এবং তার ক্ষমতা। এ নিয়ে এবার নতুন একটি পদ্ধতি নিয়ে এসেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। কয়েকদিনের *২-এর পাতায় দেখুন*

তামাক পণ্যে কর ও মূল্য বৃদ্ধির দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে তামাক পণ্যে কর ও মূল্য বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে তামাকবিরোধী তরুণ ফোরাম। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়। সংগঠনটির সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেন। তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা তরুণ প্রজন্ম ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মারাত্মক হুমকি বলে মন্তব্য করেন তারা। ফোরামের সদস্যরা বলেছেন, চার স্তরের (নিম্ন, মধ্যম, উচ্চ ও প্রিমিয়াম) সিগারেট কাঠামো কার্যকরভাবে কাজ করছে না। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যম স্তরের সিগারেটের দামের পার্থক্য খুব সামান্য হওয়ায় ভোক্তারা *২-এর পাতায় দেখুন*

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ ০৭ মে ২০২৫ ॥ ২৪ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

শ্যামল দত্তের জামিন প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের সময় রাজধানীর ভাষানটেকের একটি হত্যা মামলায় কারাবন্দি ভোরের কাগজ সম্পাদক ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্তকে কেন জামিন দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি এ এস এম আব্দুল মোবিন ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার হাইকোর্টে বেঞ্চ এ রুল দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী নাজমুস সাকিব। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. হেমায়েত উল্লাহ। পরে আইনজীবী নাজমুস সাকিব জানান, আদালত জামিন প্রশ্নে রুল জারি করেছেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর ভাষানটেক থানায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৬৪ জনকে আসামি করে মামলাটি করা হয়। এ মামলায় ২৮ নম্বর এজাহার নামীয় আসামি শ্যামল দত্ত। মামলার বিবরণ অনুযায়ী, গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বিজয় মিছিল করতে যান ফজলু। সন্ধ্যা ৭টার দিকে মিরপুর ১৪ নম্বর মোড়ে দিগন্ত ফিলিং স্টেশনের সামনে ফজলুর ওপর গুলি ছোড়া হয়। ওই গুলি কোমরের একপাশে লেগে অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে গেলে তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। ফজলুকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক মোজাম্মেল বাবুর সঙ্গে সাংবাদিক শ্যামল দত্তকে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর এ মামলায় তাকে ৭ দিনের রিমান্ডেও নেওয়া হয়।

উন্নয়ন যেন পরিবেশের বিরুদ্ধে না যায়, প্রয়োজন নীতিগত সমন্বয়: পরিবেশ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নয়নের নামে পরিবেশ ধ্বংসকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। পরিবেশ অধিদপ্তর শুধু প্রকল্প অনুমোদনের কাজ করছে-এ ধারণা বদলানো প্রয়োজন। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের বিআইসিসি-তে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান একথা বলেন। 'বাংলাদেশ জাস্ট ট্রানজিশন একাডেমি: সবুজ অর্থনীতিতে সবার জন্য মর্যাদাপূর্ণ কাজ' শীর্ষক সেশনে তিনি বলেন, পোড়ানো ইটের বিকল্প নিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হলেও, এটি এখনো কাঠামোগত পরিবর্তন অর্জন করেনি। উন্নয়ন যেন পরিবেশের বিরুদ্ধে না যায়, সে বিষয়ে নীতিগত সমন্বয় প্রয়োজন। রিজওয়ানা হাসান বলেন, উন্নয়নের নামে পরিবেশ ধ্বংসকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। উপদেষ্টা আরো বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর শুধু প্রকল্প অনুমোদনের কাজ করছে-এ ধারণা বদলানো প্রয়োজন। উন্নয়ন যেন পরিবেশের বিরুদ্ধে না যায়, সে বিষয়ে নীতিগত সমন্বয় প্রয়োজন। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের সঠিক মানদণ্ড নিশ্চিত না হলে, ন্যায্য রূপান্তর সম্ভব নয়, বরং 'গ্রীনওয়াশিং' প্রবণতা বাড়ে। টেকসই পরিবর্তন কেবল জ্বালানি খাতে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। কৃষি, উৎপাদন ও টেক্সটাইলসহ প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা দরকার বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভবনগুলোতে শুধু 'সবুজ সনদ' যথেষ্ট নয়, বরং দেখতে হবে-ওই ভবনগুলো নারী-বান্ধব কি না, শ্রমিকদের বিশ্রাম নিশ্চিত করা হচ্ছে কি না, পানির পুনঃব্যবহার ও টেকসই জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে কি না। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি খাত ও এনজিও একযোগে কাজ করলে টেকসই পদ্ধতিগুলো নীতিমালায় প্রতিফলিত হবে ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে।

গণপরিবহনে শৃঙ্খলা না থাকায় কমছে না যাত্রীদের ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর সড়কে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনা যাচ্ছে না। ফলে যাত্রীদের মিলছে না ভোগান্তি থেকে রেহাই। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন সেক্টরে সংস্কারের কথা বললেও পরিবহন খাতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো সংস্কার চোখে পড়েনি। বরং বলা যায় পরিবহন খাতে সংস্কারের ছিটেফোঁটা নেই, উল্টো পথেই রয়েছে সড়কের শৃঙ্খলা। ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ ঠিকমতো কাজ করতে পারেনি। বিআরটিএ সমাধান করতে পারেনি সড়কে বিদ্যমান সমস্যাগুলো। বিআরটিএ এবং পরিবহন খাত সংশ্লিষ্টদের সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মাধ্যমে রাজধানীতে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ই-টিকেটিং পদ্ধতি ও কাউন্টারভিত্তিক বাস সার্ভিস চালু করা হয়। গাজীপুর থেকে ঢাকা সড়কের বিভিন্ন রুটে নতুন পদ্ধতিতে প্রথম অবস্থায় ২১টি কোম্পানির ২৬১০টি বাস চালু করা হয়। সব গাড়ির রঙ গোলাপি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন এ ব্যবস্থার গাড়ির শ্রমিকদের ভেতর অসন্তোষ শুরু হয়। ফলে সমিতির নতুন উদ্যোগ কাজে আসেনি। তাছাড়া বাস রুট রেশনালাইজেশনের আওতায় গত ফেব্রুয়ারিতে গাবতলী-চাষাঢ়া রুটে বোরাক পরিবহনের ৩৫টি এসি বাস দিয়ে যাত্রা করেছে গ্রিন ক্লাস্টার। কিন্তু বাসের সংখ্যা কম হওয়ায় বেশিরভাগ সময় ৩০ থেকে ৪০ মিনিটের বেশি অপেক্ষায় থাকতে হয়। অন্য রুটগুলো চালু না করায় কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। সূত্র জানায়, সড়কে রঙ করা লক্কড় ঝক্কড় বাস চলাচল করছে আর ইচ্ছেমতো ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। এখনো ২০ বছরের বেশি পুরনো বাস সড়কে চলাচল করছে। শ্রমিকদের এখনো নিয়োগপত্র দেয়া হয় না। ই-টিকেটিং ব্যবস্থা চালু হলেও তা এখন বিদ্যমান নেই। ওসব সমস্যার যদি সমাধান না হয়, তাহলে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো সম্ভব নয়। এদিকে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আলমগীর কবিরের মতে, দীর্ঘ ১৫ বছর বিগত সরকারের লোকজন সড়কের দায়িত্বে ছিল। তাদের জন্য সড়কে শৃঙ্খলা আনা যাচ্ছে না। সমিতির নানা উদ্যোগ তারা নষ্ট করে দেয়। মালিক সমিতি পরিবহনে শৃঙ্খলা আনতে চায়। অন্যদিকে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান মো. ইয়াসীন জানান, বাস মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা ৭-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়া মাটি-মানুষের নেত্রী এটা বারবার প্রমাণ দিয়েছেন: কাদের গণি

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এদেশের মাটি মানুষের নেত্রী, এটা তিনি বারবার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি নির্যাতিত হয়েছেন জেল খেটেছেন, কিন্তু এদেশ থেকে পালিয়ে যাননি। এ কথা বলেছেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজের মহাসচিব ও বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সদস্যসচিব কাদের গণি চৌধুরী। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বনানীর শেরাটন হোটেলের সামনে বেগম খালেদা জিয়া ও তার দুই পুত্রবধূকে স্বাগত জানিয়ে অবস্থানকালে তিনি এ কথা বলেন। কাদের গণি চৌধুরী বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জনগণের কাছে নয়নের মণি, সবচেয়ে জনন্দিত নেত্রী হয়ে গেছেন। তিনি তার রাজনৈতিক জীবনে মানুষের জন্য কাজ করেছেন। বেগম জিয়া আর বাংলাদেশ মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হয়ে গেছে। ওয়ান ইলেভেনের সময় এই নেত্রীকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল, কিন্তু তিনি মানুষের কথা চিন্তা করে দেশ ছেড়ে যাননি।

৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর খবরদারি না করার আহ্বান ইউজিসির

স্টাফ রিপোর্টার : উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর কোনও ধরনের খবরদারি না করার আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ। ইউজিসি ও ইউনেস্কোর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের 'র‍্যাপিড নিডস অ্যাসেসমেন্ট টুলস ভ্যালিডেশন' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। গতকাল মঙ্গলবার ইউজিসি অডিটোরিয়ামে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ফায়েজ বলেন, দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগী সংস্থা হিসেবে ইউজিসি নতুন বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর কোনও ধরনের খবরদারি নয় বরং একটি টিম হিসেবে কাজ করতে হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অবদানের জন্য নতুন প্রজন্মের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ইউজিসির চেয়ারম্যান। তিনি জুলাইয়ের চেতনা ধারণ করে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান। জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা তীব্র মানসিক চাপে রয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। তাদের কল্যাণ হয় এমন সব কাজ আমাদের করতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নত করা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পরামর্শ দেন চেয়ারম্যান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের মাঝে তীব্র মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফেরে আসা এবং শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবীব বলেন, 'আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও তাদের প্রত্যাশা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। জুলাই অভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার্থীদের চাপ কমাতে শিক্ষকদের মানসিকতা পরিবর্তন এবং স্টুডেন্ট কাউন্সিলরদের প্রো-এক্টিভ ভূমিকা পালন করতে ৭-এর পাতায় দেখুন

৬ দফা দাবিতে বাকৃবি শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : কৃষিবিদদের অধিকার রক্ষায় ও বৈষম্য নিরসনে এবং ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক দাবির প্রতিবাদে ছয় দফা দাবি নিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) কৃষি অনুষদের শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জব্বারের মোড়ে শিক্ষার্থীরা অবস্থান নিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ করেন। তবে ওই অবরোধের ফলে কোনো ট্রেন বাকৃবিতে আটকা পড়েনি। ওই কর্মসূচিতে বাকৃবির কৃষি অনুষদের শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন। পরে দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নিলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। শিক্ষার্থীদের ছয় দফা দাবিগুলো হলো: ১. ডিএই, বিএডিসিসহ অন্যান্য সব গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ১০ম গ্রেড (উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ উপসহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/সমমান) কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

৭-এর পাতায় দেখুন

ইতালিসহ ইউরোপীয় দেশগুলোতে বৈধ অভিবাসন বৃদ্ধির কাজ চলছে : ড. আসিফ নজরুল

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, ইতালিসহ ইউরোপীয় দেশগুলোতে বৈধ অভিবাসন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ চলছে। ইতোমধ্যে পর্তুগাল ও অস্ট্রিয়াসহ ইউরোপের ছয়টি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক সইসহ যুগান্তকারী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে মাইগ্রেশন ও মোবিলিটি বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশের পক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল এবং ইতালির পক্ষে সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্তেও পিয়ান্তেদোসি সমঝোতা স্মারকে সই করেন। অবৈধ অভিবাসন বন্ধে এবং বৈধ অভিবাসন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতালির সঙ্গে প্রথমবারের মত মাইগ্রেশন অ্যান্ড মবিলিটি বিষয়ক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করলো বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে ড. আসিফ নজরুল বলেন, বৈধ পথে মাইগ্রেশন বৃদ্ধি করতেই আমাদের এই উদ্যোগ। যারা ইতালি গমনেচ্ছু তারা যেন নিরাপদে যেতে পারেন, ভালো পারিশ্রমিক পান সেটাই লক্ষ্য আমাদের। তিনি বলেন, 'ইতালি সিজনাল ও নন সিজনাল দুই ভাবে লোক নেবে। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে আমরা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ করব। তারা বছরে ৭-এর পাতায় দেখুন

ডিবির হারুনের ঘনিষ্ঠ জাহাঙ্গীরের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক ডিবি প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের ঘনিষ্ঠ জাহাঙ্গীর হোসেনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন। এদিন দুদকের উপপরিচালক মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এ আবেদন করেন। ওই আবেদনে বলা হয়, 'ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির' মাধ্যমে ডিএমপি ডিবির সাবেক প্রধান হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে নিজ নামে, স্ত্রী শিরিন আক্তার ও নিকট ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নামে দেশে-বিদেশে 'শত শত কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের' অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে। অনুসন্ধান চলাকালে জানা গেছে যে, হারুনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী জাহাঙ্গীর হোসেন দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন। তাই সুষ্ঠু তদন্তের

৭-এর পাতায় দেখুন

ভবনের ছাদ থেকে পড়ে কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার পূর্ব নাখালপাড়ায় নিজ বাসার ছাদ থেকে পড়ে বিপাশা মির্জা (১৬) নামে এক কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার রাত ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার এসআই রিয়াদ হোসেন এ তথ্য জানান। বিপাশা মির্জা স্থানীয় আইডিয়াল কমার্স কলেজের ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল। সে মৃত বাকি মির্জার মেয়ে। বিপাশার মা মোর্শেদ আরা সালাম জানান, রাতে ছাদে হাঁটার সময় পা পিছলে নিচে পড়ে যায় তার মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

৭-এর পাতায় দেখুন

গ্রীষ্মে নানা ফলের ভিড়ে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে রসালো তালের শাঁস। খেতে খুবই সুস্বাদু হওয়ায় মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় তালের শাঁস। ছবিটি মঙ্গলবার চট্টগ্রামের কমতলী এলাকা থেকে তোলা।

বরিশাল নার্সিং কলেজে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচিতে আহত ৪ শিক্ষার্থী

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগসহ ছয় দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করেছেন বরিশাল নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে কলেজের গেট বন্ধ করে এই কর্মসূচি পালন করতে গেলে শিক্ষকদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ান তারা। ওইসময় ধাক্কাধাক্কিতে চার শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এর মধ্যে সুমাইয়াসহ দুই শিক্ষার্থীকে বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই কর্মসূচি পালন করছিলেন তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালা অনুযায়ী

১১০৪ কোটি ৪১ লাখে দুই কার্গো এলএনজি কিনবে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮'-অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক কোটেশন সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় স্পট মার্কেট থেকে পৃথক দুটি দরপত্রের মাধ্যমে দুই কার্গো এলএনজি ক্রয়ের লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। এরমধ্যে সিঙ্গাপুর ভিত্তিক মেসার্স ভিটল প্রা.লি. সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে এই দুই কার্গো এলএনজি সরবরাহ করবে। এতে মোট ব্যয় হবে ১১০৪ কোটি ৪১ লাখ ৮৪ হাজার ৩৩৬ টাকা। দেশের বিদ্যমান ও ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের পাশাপাশি কক্সবাজারের মহেশখালীতে স্থাপিত দু'টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে জি টু জি ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় কাতার থেকে ২.৫ এমটিপিএ (মিলিয়ন টন পার এনাম) এবং ওমান থেকে ১.০ এমটিপিএ এলএনজি অর্থাৎ মোট ৩.৫ এমটিপিএ (৫৬ কার্গো) এলএনজি ক্রয় করা হচ্ছে। এছাড়া, চাহিদার আলোকে অ্যানুয়াল ডেলিভারি প্রোগ্রাম (এডিপি) এর আওতায় স্পট মার্কেট থেকেও এলএনজি কেনা হয়। আগামী ৭-এর পাতায় দেখুন

এপ্রিলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৮৩ জন নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : এপ্রিল মাসে ৫৬৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৮৩ জন নিহত এবং ১২০২ জন আহত হওয়ার তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি এ তথ্য জানিয়েছে। এছাড়া এই এক মাসে রেলপথে ৩৫টি দুর্ঘটনায় ৩৫ জন নিহত ও ৫ জন আহত, নৌপথে ৮টি দুর্ঘটনায় ১০ জন নিহত ও একজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে তাদের তথ্যে উঠে এসেছে। সংগঠনটির সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী সড়ক, রেল ও নৌপথে সর্বমোট ৬১০টি দুর্ঘটনায় ৬২৮ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১২০৭ জন। এর মধ্যে ২১৫টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ২২৯ জন নিহত এবং ২২৪ জন আহত হয়েছেন। এপ্রিল মাসে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে। সেখানে ১৩৮টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩৬ জন নিহত ও ৩৭৭ জন আহত হয়েছেন। সবচেয়ে কম সড়ক দুর্ঘটনা হয়েছে সিলেট বিভাগে, সেখানে ২৮টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩১ জন নিহত ও ৫১ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৬ মে) সংবাদ মাধ্যমে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরীর পাঠানো এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির দুর্ঘটনা মনিটরিং সেল গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণে এই তথ্য পেয়েছে। প্রতিবেদনে এপ্রিল মাসে সড়ক দুর্ঘটনার উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে বলা হয়েছেড় দেশের সড়ক-মহাসড়কে মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত রিকশার অবাধ চলাচল; জাতীয় মহাসড়কে রোড সাইন বা রোড মার্কিং, সড়কবাতি না থাকায় হঠাৎ যাতায়াতকারী ব্যক্তিগত যানের চালকদের রাতে এসব জাতীয় সড়কে ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চালানো; জাতীয়, আঞ্চলিক ও ফিডার রোডে টার্নিং চিহ্ন না থাকার ফলে নতুন চালকের এসব সড়কে দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া; মহাসড়কের নির্মাণ ত্রুটি, যানবাহনের ত্রুটি, ট্রাফিক আইন অমান্য করার প্রবণতা; উল্টোপথে যানবাহন ৭-এর পাতায় দেখুন

তীব্র পানির সংকটে ধুঁকছে রাঙামাটির দুর্গম পাহাড়ের বাসিন্দারা

রাঙামাটি প্রতিনিধি : পাহাড়ি জেলা রাঙামাটির দুর্গম পাহাড়ি গ্রামগুলোর অধিকাংশ মানুষ সারা বছর ঝিরি ও ঝরনার পানির ওপর নির্ভর হয়ে জীবনধারণ করে। ঘরের নিত্য ব্যবহার্য কাজসহ পানি পানের জন্য এই ঝিরি ও ঝরনার পানি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত বর্ষার সময় থেকে শীত মৌসুম পর্যন্ত এসব উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করা গেলেও মাঘ-ফাল্গুন থেকে পাহাড়ে সুপেয় পানির সঙ্কট দেখা দেয়। সরকারের উদ্যোগে দুর্গম কিছু কিছু পাহাড়ি গ্রামে রিংওয়েল ও টিউবওয়েল স্থাপন করা হলেও শুকনো মৌসুমে এসব থেকে পানি পাওয়া যায় না। গ্রামবাসী আশপাশের নিচু জায়গায় কুয়া থেকে পানি সংগ্রহ করলেও শুকনো মৌসুমেও এসব কুয়া শুকিয়ে যায়। ফলে সুপেয় পানির অভাবে ধুঁকতে হয় রাঙামাটির দুর্গম পাহাড়ি গ্রামের সাধারণ মানুষকে। সরকারি হিসেবে, জেলায় প্রায় ৫৯ ভাগ মানুষ সুপেয় পানির আওতায় এসেছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, বছরের অর্ধেক সময় বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে জেলার ৭০ ভাগ মানুষ পানির অভাবে পড়ে। সরেজমিনে রাঙামাটি সদরের সাপছড়ি ইউনিয়নের দুর্গম নাড়াইছড়ি গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, এই গ্রামের ১১৩ পরিবার একটি পাহাড়ি ছড়ার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু শুকনো মৌসুমে ছড়াটি শুকিয়ে যায়। এতে খাবার পানিসহ নিত্য ব্যবহার্য পানির তীব্র কষ্টে ভুগছে এই গ্রামের মানুষ। পুরো গ্রামের ভরসা গর্ত খুঁড়ে তৈরি করা কয়েকটি কুয়ার ওপর। গ্রামের নারীরা দূর-দূরান্ত থেকে এসে কুয়া ৭-এর পাতায় দেখুন

আরও ৪ মামলায় গ্রেপ্তার চিন্ময় দাস

স্টাফ রিপোর্টার : কারাগারে আটক সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে কোতোয়ালি থানায় দায়ের করা আরও চার মামলায় গ্রেপ্তার (শ্যোন অ্যারেস্ট) দেখানো হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রামের ষষ্ঠ মহানগর হাকিম এস এম আলাউদ্দিন ভার্চ্যুয়াল শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। গত সোমবার চট্টগ্রাম আদালতের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিত গ্রেপ্তার (শ্যোন অ্যারেস্ট) দেখানোর আদেশ দেন আদালত। চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মফিজুল হক ভুঁইয়া বলেন, গত রোববার আইনজীবী আলিফ হত্যা, পুলিশের কাজে বাধাদান, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের ওপর হামলাসহ কোতোয়ালি থানায় দায়ের করা মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ আদালতে আবেদন

৭-এর পাতায় দেখুন

আপত্তিকর শব্দে হেফাজতের দুঃখপ্রকাশ আলেমবিদ্বেষও পরিহারের আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসমাবেশে দুই বক্তার আপত্তিকর শব্দ নিয়ে সমালোচনা উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। আর এসব আপত্তিকর বক্তব্য হেফাজত ইসলাম সমর্থন করে না বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। এছাড়া আলেম-ওলামাদের নিয়েও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য না দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে হেফাজতে ইসলাম। মঙ্গলবার (৬ মে) এক বিবৃতিতে হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ৩ মে আমাদের মহাসমাবেশে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দুজন বক্তা আপত্তিকর শব্দচয়ন করেছেন, যা আমরা সমর্থন করি না। কেউ এতে আহত হলে তাদের প্রতিও আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করছি। একইসঙ্গে সেক্যুলার প্রগতিশীল ঘরানার যারা এতকাল আলেম-ওলামাকে বিদ্বেষমূলকভাবে 'জঙ্গি', 'মৌলবাদী', 'ধর্ম ব্যবসায়ী' ও 'সাম্প্রদায়িক' বলে কটাক্ষ করে এসেছেন, তাদেরও আমরা এ ধরনের আপত্তিকর শব্দচয়ন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাই। শাপলা চত্বরের গণহত্যায় আওয়ামী ফ্যাসিস্ট শক্তিকে কারা উৎসাহ দিয়েছিল তা আমরা ভুলে যাইনি। তিনি আরও বলেন, নারীর প্রতি আমাদের ঘৃণার প্রশ্নই আসে না। মতাদর্শিক লড়াইকে 'নারীর প্রতি ঘৃণা' আকারে দেখাটা স্রেফ মূর্খতা। আমরা আবারও বলছি, যার যার ধর্মীয় বিধান অনুসারে নারীর ন্যায্য অধিকার রক্ষায় আমরাও সংস্কারকাজে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী। কিন্তু শুরুতেই আলেম-ওলামা ও অন্যান্য ধর্মীয় বিশেষজ্ঞকে বাদ দিয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

চার খাতে এডিবির কাছে সহযোগিতা

সংযোগের ওপর জোর দেন। সভায় অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকীসহ অন্য সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। অর্থ উপদেষ্টা এডিবির প্রেসিডেন্ট মাসাতো কান্দা ও অন্যান্য প্রতিনিধির উদ্দেশে বলেন, নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের পথে এক ঐতিহাসিক রূপান্তরের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এই সংকটপূর্ণ সময়ে শুধু অর্থায়ন নয়, কাঠামোগত সংস্কার ও দীর্ঘমেয়াদি সহনশীলতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এডিবির ভূমিকা আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উপদেষ্টা চারটি প্রধান খাতে এডিবির কাছে উন্নততর সহযোগিতার আহ্বান জানান।

ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরে যেসব

মুহাম্মদ ইউনূস, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের সঙ্গে বৈঠক করেন ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতে পিয়ান্তেদোসি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সংস্কারের উদ্যোগের প্রতি ইতালির অব্যাহত সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ফাঁকে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রধান উপদেষ্টা ইতালিকে বাংলাদেশের মূল্যবান অংশীদার হিসেবে অভিহিত করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিশেষ করে বাজার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব এবং বস্ত্র, চামড়া, তথ্য প্রযুক্তি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতে যৌথ উদ্যোগের ওপর জোর দেন। তিনি উদ্ভাবন, জলবায়ু পরিবর্তন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিনিময়, অভিবাসন এবং জনগণের সঙ্গে জনগণের সংযোগ- বিশেষ করে যুব সমাজের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের কথা বলেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠকে তারা ইউরোপে বাংলাদেশি প্রবাসীদের অবদান স্বীকার করেন। তারা বৈধ অভিবাসনের পথ বৃদ্ধি এবং অনিয়মিত অভিবাসন মোকাবিলায় যৌথ প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ইতালির সরকারকে ইউরোপে বাংলাদেশিদের আতিথেয়তা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ঢাকায় ইতালি দূতাবাসে ভিসা আবেদনের দীর্ঘসূত্রিতা বিশেষ করে প্রকৃত ওয়ার্ক পারমিটধারীদের ভিসা প্রক্রিয়ায় বিলম্বের বিষয়ে দ্রুত সমাধানের আহ্বান জানান। একইসঙ্গে ইতালির প্রাদেশিক অভিবাসন অফিস কর্তৃক ওয়ার্ক পারমিট যাচাই দ্রুত করার জন্য উপযুক্ত বিকল্প খুঁজে বের করার অনুরোধ জানান। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়েই দুই দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চলমান সহযোগিতা স্বাগত জানান। তারা মানব পাচার, অভিবাসী চোরাচালান, সন্ত্রাসবাদ এবং সাইবার অপরাধসহ আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ মোকাবিলায় সহযোগিতা জোরদারের ওপর সম্মত হন। তারা নিরাপত্তা কাঠামো শক্তিশালী করতে সক্ষমতা বৃদ্ধি, তথ্য ও গোয়েন্দা আদান-প্রদান এবং যৌথ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। উভয় দেশ আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ প্রতিরোধে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি যৌথ কমিটি গঠনে সম্মত হয়েছে। সফরের সময় উভয় পক্ষই ইতালির সরকারপ্রধানের দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশ সফর নিশ্চিত করার বিষয়ে একমত হয়েছে। ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের উদারভাবে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে ইতালির অব্যাহত সমর্থনের কথা স্বীকার করা হয়। উভয় পক্ষই আশাবাদ ব্যক্ত করে যে এই সফরের ফলাফল বাংলাদেশ-ইতালি অংশীদারত্বকে আরও জোরদার করবে এবং পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তুলবে।

মালয়েশিয়ায় ১১৪ বাংলাদেশি আটক

আইনের অধীনে বিভিন্ন অপরাধ করার অভিযোগ রয়েছে, যার মধ্যে বৈধ পাস বা পারমিট ছাড়া দেশে থাকাও অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৯/৬৩ সালের ইমিগ্রেশন আইনের ধারা ৬(১)(সি), ধারা ১৫(১)(সি) এবং ১৯৬৩ সালের ইমিগ্রেশন রেগুলেশনের ৩৯(বি) অনুসারে আরও তদন্তের জন্য আটক অবৈধ অভিবাসীদের তানাহ মেরাহ ইমিগ্রেশন ডিপোতে রাখা হয়েছে।

কঠোর নজরদারিতে শাহজালাল

মুদ্রা পাচারের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। সূত্র জানায়, গত বছরের অক্টোবর থেকে চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৮ কোটি টাকারও বেশি জব্দ হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জব্দ সৌদি রিয়াল (১৪ লাখ ৬৫ হাজার ৫১০ রিয়াল)। তাছাড়াও জব্দের তালিকায় আছে ৫৩ হাজার ৩০৫ ইউরো, ১ হাজার ৩৭০ ব্রিটিশ পাউন্ড, ৪ হাজার ৭৮৬ মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত, ৭ লাখ ৩৯ হাজার ৬১৫ ইউএই দিরহাম, ৫৩০ ওমানি রিয়াল, ১০ সিঙ্গাপুর ডলার, ২১০ জর্ডান দিনার, ৪৯ হাজার ৮১৮ মার্কিন, ৫৬০ কুয়েতি দিনার, ১ হাজার ৫০ ব্রুনায়, ১০ চাইনিজ ইয়েন, ৩২০ থাই বাথ, ১৫৩ কাতার রিয়াল এবং ১০ লাখ ১৭ হাজার বাংলাদেশি টাকা। গত ৬ মাসে সবচেয়ে বেশি ১৪ লাখ ৬৫ হাজার ৫১০ সৌদি রিয়াল পাচারের চেষ্টা হয়েছে। গত ২০ এপ্রিল সৌদি এক রিয়ালের বাংলাদেশি মুদ্রার হার ছিল ৩২ টাকা ৫৫ পয়সা। ওই হিসাবে বাংলাদেশি টাকায় ৪ কোটি ৭৭ লাখ ২ হাজার ৩৫০ টাকা। তারপরের অবস্থান সংযুক্ত আরব আমিরাতের দিরহাম। ৭ লাখ ৩৯ হাজার ৬১৫ দিরহামে বাংলাদেশি মুদ্রায় অর্থাৎ প্রতি দিরহামে ৩৩ টাকা ৩৪ পয়সা হারে ২ কোটি ৪৯ লাখ ৫৪ হাজার ৬১০ টাকা। মালয়েশিয়াতেও পাচারের চেষ্টা হয়েছে বাংলাদেশি টাকায় ২৭ টাকা ৬০ পয়সা রেটে ১ কোটি ৩২ লাখ ৯ হাজার ৩৬০ টাকা। তাছাড়া ওই দুই দেশের মুদ্রার পাশাপাশি মার্কিন ডলার, ইউরো, পাউন্ড ও কুয়েতি দিনারের পাচার চেষ্টা করা হয়। বিদেশি মুদ্রার পাশাপাশি বাংলাদেশি ১০ লাখ ১৭ হাজার টাকাও জব্দ করা হয়েছে। সূত্র আরো জানায়, সর্বশেষ গত মার্চে জব্দ করা হয় ৩ লাখ ৯৬ হাজার সৌদি রিয়াল, ১৭ হাজার ৯৫০ ইউরো, ১ হাজার ৩৭০ ব্রিটিশ পাউন্ড, ৪ হাজার ৭৭১ মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত। আর ফেব্রুয়ারিতে জব্দ হয় ১ লাখ ৭ হাজার ২৬০ সৌদি রিয়াল, ২ হাজার ৪৩০ ইউএই দিরহাম, ৩ কাতার রিয়াল, ৫ ওমানি রিয়াল, ১০ সিঙ্গাপুর ডলার, ২১০ জর্ডান দিনার, ১৮ মার্কিন ডলার, ৩৫ হাজার ৩৫৫ ইউরো। যদিও বছরের শুরু জানুয়ারি মাসে বিদেশি মুদ্রা ধরা পড়ার ঘটনা শূন্য। তার আগের মাসে ডিসেম্বরে ১ লাখ ৯২ হাজার ২৫০ সৌদি রিয়াল, ২৪০ ইউএই দিরহাম ও ১৫০ কাতার রিয়াল জব্দ করা হয়। আর নভেম্বর মাসে ৪৯ হাজার ৮০০ মার্কিন ডলার, ২ লাখ ৫০ হাজার ৫০০ সৌদি রিয়াল, ৫ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬৫ ইউএই দিরহাম, ২৭৫ ওমানি রিয়াল, ১ লাখ বাংলাদেশি টাকা এবং অক্টোবরে ৫৬০ কুয়েতি দিনার, ৫ লাখ ১৯ হাজার ৫০০ সৌদি রিয়াল, ১ লাখ ৪৩ হাজার ৫৮০ ইউএই দিরহাম, ২৫০ ওমানি রিয়াল, ১৫ মালয়েশিয়ান রিংগিত, ১ হাজার ৫০ ব্রুনায়, ১০ চাইনিজ ইয়েন এবং ৩২০ থাই বাথ জব্দ করা হয়।

এদিকে সার্বিক বিষয়ে ঢাকা কাস্টমস হাউসের কমিশনার মুহম্মদ জাকির হোসেন জানান, বিমানবন্দরে কঠোর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। গ্রহণ করা হয়েছে জিরো টলারেন্স নীতি। সব কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া রয়েছে। তাছাড়াও এভসেকসহ অন্যান্য সংস্থাও এ ব্যাপারে সহায়তা করছে। মূলত বিমানবন্দরে সব সংস্থা মিলে একটি টিমের মতো কাজ করে থাকে। আর এ কারণেই চোরাচালানসহ অন্যান্য অপরাধ কমে আসছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নতুন

ব্যবধানে মঙ্গলবার (৬ মে) তারা ফের জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছে। জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে তলে ধরা হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ইলেক্টোরাল কলেজ পদ্ধতির বিস্তারিত। যা এর আগে কমিশনের সুপারিশে এসেছে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার। তিনি বলেন, সংসদের দুই কক্ষের সদস্যদের বাইরেও ৬৪ টি জেলায় ৬৪ কাউন্সিল এবং প্রতি জেলায় একটি করে ভোট- এই পদ্ধতিতে তারাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবে। আমরা এই পদ্ধতির সঙ্গে নীতিগতভাবে একমত হয়েছি। তবে এর আওতা বাড়ানো দরকার বলে মনে করে এনসিপি। তুষার বলেন, সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য স্থানীয় যেসব জনপ্রতিনিধি রয়েছেন তাদেরকে যদি আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারি তাহলে এটার মধ্যে যে 'কেনাবেচার' একটা সম্ভাবনা থাকে সেটাকে দূর করা যাবে। এভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে রাজনৈতিক দলগুলো ক্লিন ইমেজের ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনয়ন দিতে বাধ্য হবে। এজন্য আমরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইলেক্টোরাল কলেজ পদ্ধতিকে সম্মতি বা সমর্থন জানিয়েছি। সারোয়ার তুষার আরও বলেন, বিচার বিভাগ সংস্কার নিয়ে আমাদের কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে। সেগুলো নিয়ে আলোচনা চলছে। আমরা বলেছি তিন বছরে একবার নয়, প্রতিবছরই তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব জনসম্মুখে বা সরকারের কাছে দিতে বাধ্য থাকবে। প্রয়োজনে দুদক এটা নিয়ে তদন্ত করতে পারবে। ঐকমত্য কমিশনের এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সদস্য বদিউল আলম মজুমদার, ড. ইফতেখারুজ্জামান। এনসিপির প্রতিনিধিদলে ছিলেন সদস্যসচিব আখতার হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার, উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম প্রমুখ। বৈঠক সঞ্চালনা করছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার।

ঢাকাসহ ছয় বিভাগে তাপমাত্রা বাড়বে

সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং দেশের অন্যত্র তা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বুধবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। তাপপ্রবাহ হতে পারে। শুক্রবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারাদেশে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। শনিবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারাদেশে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। তাপপ্রবাহ চলমান থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং এই সময়ের শেষের দিকে দিন ও রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এদিকে অন্য এক পূর্বাভাসে বলা হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে যৌথ রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের ওপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়াসহ অস্থায়ীভাবে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নৌবন্দরসমূহকে ১ নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে

মাঠে এসে নেতৃত্ব দেবেন। তিনি আরও বলেন, ব্রিটেন থেকে যে নেতৃত্ব তিনি দিচ্ছেন, অর্থাৎ শুধু বিএনপির নয়, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দিতে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি চলে আসবেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ডা. জুবাইদা রহমানকে নিয়ে ডা. জাহিদ বলেন, খালেদা জিয়ার সঙ্গে তিনি দেশে এসেছেন। সময় বলে দেবে তিনি কতদিন থাকবেন। তবে আবার সেখানে ফিরে গিয়ে স্বামী ও মেয়েকে নিয়ে সবকিছু গুছিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। গত জানুয়ারিতে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। মঙ্গলবার (৬ মে) সকালে কাতারের আমিরের দেওয়া এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে আসেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। পুরো সময়ে লন্ডনে ছিলেন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. জাহিদ। সুস্থভাবে দেশে ফিরতে পারায় দেশবাসীর প্রতি শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এ ব্যাপারে ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, দেশে ফিরতে খালেদা জিয়াকে দীর্ঘ ১৭ ঘণ্টার ভ্রমণ করতে হয়েছে। এতে শারীরিকভাবে ক্লান্তি থাকলেও মানসিকভাবে সুস্থ রয়েছেন তিনি। বিএনপি চেয়ারপারসন এখনও আগের মতোই দেশের মানুষের পাশে থাকতে চান বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তামাক পণ্যে কর ও মূল্য বৃদ্ধির দাবি

সহজেই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যেতে পারছেন। এ বিষয়ে নারী মৈত্রীর প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর নাসরিন আক্তার বলেন, নিম্ন ও মধ্যম স্তরের সিগারেট একক করে দাম বাড়ানো হলে দরিদ্র ও তরুণ জনগোষ্ঠী ধূমপান থেকে বিরত থাকবে। মানবকণ্ঠে তামাকবিরোধী তরুণ ফোরামের আহ্বায়ক আশরাফিয়া জান্নাত বলেন, আমাদের প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে ৯ লাখ তরুণসহ প্রায় ১৭ লাখ মানুষের অকালমৃত্যু প্রতিরোধ সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে সরকার পাবে ২০ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব। তিনি বলেন, আসন্ন বাজেটে ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরামূল্য নিম্ন ও মধ্যম স্তরে ৯০ টাকা নির্ধারণ, উচ্চ স্তরে ১৪০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা এবং প্রিমিয়াম স্তরে ১৯০ টাকা করার প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে খুচরামূল্যের ৬৩ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক, ১৫ শতাংশ ভ্যাট এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল রাখাতে হবে। বিড়ি ও অন্যান্য তামাকপণ্যের মূল্য বৃদ্ধিরও সুপারিশ করা হয়। ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরামূল্য ২৫ টাকা এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের দাবি তোলা হয়েছে। জর্দা ও গুলের ক্ষেত্রেও যথাক্রমে ১০ গ্রামে ৫৫ ও ৩০ টাকা খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে ৬০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের দাবি জানানো হয়েছে।

পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের এমডি

হয়, তাহলে শুধুমাত্র শীর্ষ কর্মকর্তাদের কেন এত উচ্চ বেতন এবং ভাতা দেওয়া হয়? অন্যদিকে, একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে থেকে যৌথ মালিকানাধীন আরেকটি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোরামপাল প্রকল্প কিংবা আরপিসিএল-নরিনকো পাওয়ারজেনারেশনে সবাই সরকারি কাঠামোর বেতনেই আছেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্দেশ্য ও বাস্তবতা: পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র মূল উদ্দেশ্য ছিল সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বর্তমানে প্রতি ইউনিটে প্রায় ১২ টাকা, যা সাধারণ জনগণের জন্য সাশ্রয়ী নয়। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের শীর্ষ কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত বেতন এবং ভাতা জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করছে, কারণ তারা দেখছে তাদের জন্য কোনো সুবিধা আসছে না, তবে শীর্ষ কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতা অনেক বেশি। শীর্ষ কর্মকর্তাদের অনৈতিক সুবিধাঃ পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের সূত্র অনুযায়ী, এই পরিবর্তনের মূল হোতা ছিলেন পায়রার তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এম খোরশেদুল আলম। তিনি বোর্ডের মাধ্যমে নিজের এবং তার ঘনিষ্ঠদের জন্য এই সুবিধা নেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং তৎকালীন বিদ্যুৎ সচিব আহমদ কায়কাউস এতে আপত্তি জানাননি বলেও জানা গেছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর খোরশেদুল আলমকে পদচ্যুত করা হলেও, তিনি তার জায়গায় চীনা কোম্পানি সিএমসিয়ের একজন কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি চীনে অবস্থান করলেও অফিসিয়ালি তিনিই এমডি হিসেবে দায়িত্বে আছেন এবং বেতন-ভাতাও পাচ্ছেন। এ ছাড়া পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বোর্ড মিটিংয়ে বিদেশে যাওয়ার খরচ এবং মিটিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য ভাতা দেওয়া হয়, যা একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি একটি ভার্চুয়াল মিটিংয়ে প্রত্যেককে ৬০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হয়, যা সরকারের ব্যয় কমানো উদ্যোগের পরিপন্থী। ভোক্তা অধিকার সংগঠন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা এম শামসুল আলম এই বেতন কাঠামোকে বৈষম্যমূলক এবং অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, দেশের বিদ্যুৎসেবার মান আন্তর্জাতিক নয়, তাহলে কিভাবে শুধু শীর্ষ কর্মকর্তাদের বেতন আন্তর্জাতিক মানে উপযোগী করা হবে? তিনি আরও বলেন, বেতন কাঠামো সমান হওয়া উচিত এবং যে সব বৈষম্যমূলক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তা দ্রুত বাতিল করতে হবে। পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের বেতন কাঠামো এবং শীর্ষ কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত বেতন ও ভাতা দেশের বিদ্যুৎ খাতে একটি বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। যদিও এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ, তবে শীর্ষ কর্মকর্তাদের উচ্চ বেতন ও ভাতার বিতর্ক জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করছে, যা অবিলম্বে দূর করা উচিত বলে মনে করছেন তারা।

পাকিস্তানের পক্ষে ৫৭ মুসলিম দেশ

জানিয়েছে, ভারত-পাকিস্তানের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ওআইসি। সংস্থাটি বলেছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ভিত্তিহীন অভিযোগ দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তাজনিত উত্তেজনা আরও বাড়াচ্ছে। ওআইসি আরও জানায়, ভারতের এই ধরনের অভিযোগ ইতোমধ্যেই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলছে। তবে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট এবং আমরা যে কোনো রূপের সন্ত্রাসবাদের নিন্দা জানাই, তা যেই করুক এবং যেখানেই করুক। কাশ্মীর ইস্যুতে সংস্থাটি বলেছে, দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত এই সমস্যা দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার মূল অন্তরায়। জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ এখনও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী তাদের নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। পরিস্থিতি শান্ত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং প্রভাবশালী দেশগুলোর কাছে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে জানানো হয়। গত ২২ এপ্রিল পেহেলগামে হামলায় পাকিস্তানকে দোষারোপ করে একাধিক পদক্ষেপ নেয় ভারত। আটারি সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে পাকিস্তানিদের ফিরে যেতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে সব ধরনের ভিসা বাতিলের পাশাপাশি সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিতও করেছে ভারত। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে একই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে পাকিস্তান। সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিতে ভারতের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান সিমলা চুক্তি স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে। এ ছাড়া পাকিস্তানের আকাশসীমা নিষিদ্ধ, সব ধরনের বাণিজ্য বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ জানান, সিন্ধু পানি বণ্টন চুক্তি স্থগিতের পদক্ষেপকে 'যুদ্ধের ঘোষণা' হিসেবে দেখছে পাকিস্তান। তিনি বলেছেন, যেকোনো মূল্যে নিজের পানির অধিকার রক্ষা করবে পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ হুঁশিয়ার করে বলেছেন, যদি পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়, আমাদের থামাতে কেউ পারবে না। মোদি যদি উত্তেজনা বাড়াতে থাকে, তাহলে পাকিস্তান উপযুক্ত জবাব দেবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক সেনা মোতায়েন ও আক্রমণাত্মক সেনা মহড়ার প্রস্তুতি ধাওয়া করবে। আমরা আমাদের বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করেছি। কারণ এখন সামরিক আক্রমণ আসন্ন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, পেহেলগামের ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের 'রক্ত ফুটছে'। হামলায় জড়িত প্রত্যেককে কঠিনতম শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। শুধু তাই নয়, সীমান্তে যেকোনো ধরনের হুমকি মোকাবিলায় নিজের তিন বাহিনীকে অভিযানের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন মোদি। বিশ্লেষক এবং কূটনীতিকরা বলছেন, পাকিস্তান যে কাশ্মীরে হামলা চালিয়েছে, তার জোরালো প্রমাণ এখনও দেখাতে পারেনি ভারত। এ অবস্থায় দিল্লি কোনো পদক্ষেপ নিলে বিশ্ব মঞ্চে তার ন্যায্যতা পাওয়া সম্ভাবনা কম। তবে, পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে চলমান সামরিক সংঘর্ষের আশঙ্কা যদি বাড়তে থাকে তাহলে তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে।

গাজীপুরে ট্রাকচাপায় নারী শ্রমিকের

দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে আশপাশের কিছু শ্রমিক ও জনতা বিক্ষোভ করে মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়। এতে ওই মহাসড়কের উভয় দিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) গাছা থানার ওসি আলী মোহাম্মদ রাশেদ বলেন, গাছা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নারী পোশাকশ্রমিক নিহতের ঘটনায় সহকর্মী শ্রমিকরা সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। তিনি আরও জানান, মহানগরীর গাছা থানাধীন মহাসড়কের বাড়ি এলাকায় মহাসড়ক পার হওয়ার সময় হারিকেন এলাকার ইন্টারলুপ লিমিটেড নামের কারখানার একজন নারী শ্রমিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৪০০-৫০০ বিক্ষুব্ধ শ্রমিক ও স্থানীয় জনতা মহাসড়কে হারিকেন মোড় অবস্থান নিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, সকাল পৌনে ১০ টার দিকে সেনাবাহিনী, গাছা থানা ও শিল্পপুলিশ বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পরে শ্রমিকরা বিআরটিএ লাইন বন্ধের দাবিতে পুনরায় মহাসড়ক অবরোধ করলে সেনাবাহিনী, শিল্প ও গাছা থানা পুলিশ পুনরায় শ্রমিকদের বুঝিয়ে বেলা ১১টার দিকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

খালেদা জিয়ার ফিরে আসা গণতন্ত্রের

করবে। গত ৮ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডনে যান বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। সেখানে লন্ডন ক্লিনিকে টানা ১৭ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৫ জানুয়ারি থেকে তার ছেলে তারেক রহমানের বাসায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক প্যাট্রিক কেনেডি ও অধ্যাপক জেনিফার ক্রসের তত্ত্বাবধায়নে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণী

তারা শুরু করতে পারবে, দুই চার দিনের মধ্যে। এছাড়া উপদেষ্টা পরিষদের সভায় কোড অব সিভিল প্রসিডিওর (সিপিসি) সংশোধনীর চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আসিফ নজরুল বলেন, বাংলাদেশে সিভিল মামলা নিষ্পত্তি হতে বছরের পর বছর, এমনকি যুগের পর যুগ লাগে। এখানে আমরা অনেক পরিবর্তন এনেছি। এর মধ্যে আগে ইচ্ছামতো শুনানি মুলতবি করা যেতো। এখন আর তা করা যাবে না। আদালতে আইনজীবীর লিখিত আর্জি পড়ে শোনানোর ঘটনা বছরের পর বছর চলতো। এখন আইনে সংশোধনীর মধ্যে বলা হয়েছেড়আদালতে যে লিখিত স্টেটমেন্ট দেবে সেটাই চূড়ান্ত। সেটা মৌখিকভাবে উপস্থাপন করা লাগবে না। আরেকটা হচ্ছেড়মামলার রায়ের পর তা কার্যকর করতে আলাদাভাবে আবার মামলা করা লাগতো। সেটাও এখন করতে হবে না। আমরা আশা করি, সিভিল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর আগে আইনটির ৪, ৬ ও ৮ ধারায় অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে উল্লেখ করে সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠিয়েছিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একইসঙ্গে সংশোধনী আইনের একটি খসড়াও পাঠানো হয়। পরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি খসড়াটি পর্যালোচনা করে।

দুই পুত্রবধূকে নিয়ে নিজ বাসভবন

জিয়াকে বহনকারী কাতারের রাজকীয় এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকার উদ্দেশে উড়াল দেয়। বিমানবন্দরে তাকে বিদায় জানান পুত্র তারেক রহমান। উড়োজাহাজটি মাঝে কাতারের রাজধানী দোহায় যাত্রাবিরতি করে। এরপর বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার ভোর ৬টা ৫ মিনিটে বিশেষ ওই উড়োজাহাজ দোহা বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশের পথে যাত্রা করে। চিকিৎসা নিয়েছেন যেখানে : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দেশ ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত হলে বিভিন্ন অসুস্থতায় ভুগতে থাকা খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার পথ উন্মুক্ত হয়। গত ৮ জানুয়ারি কাতারের আমিরের পাঠানো বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে লন্ডন যান তিনি। সেখানে পৌঁছানোর পর তাকে লন্ডন ক্লিনিক নামে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালটিতে তিনি ১৭ দিন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক প্যাট্রিক কেনেডি এবং অধ্যাপক জেনিফার ক্রসের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ২৫ জানুয়ারি থেকে তিনি তার বড় ছেলে তারেক রহমানের বাসায় থেকে চিকিৎসা নেন।

এটিএম আজহারের আপিল শুনানি

সময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জোবায়ের, অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল, নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসেন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতে ইসলামীর আমির নুরুল ইসলাম বুলবুলসহ আরও অনেকে। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রংপুর অঞ্চলে গণহত্যা-হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ, আটক, নির্যাতন ও গুরুতর জখম এবং বাড়িঘরে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের মতো ৯ ধরনের ৬টি মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল এ টি এম আজহারের বিরুদ্ধে। ২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ে ২ নম্বর, ৩ নম্বর এবং ৪ নম্বর অভিযোগে ফাঁসির দণ্ডাদেশ পান জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আজহারুল ইসলাম। এ ছাড়া ৫ নম্বর অভিযোগে অপহরণ, নির্যাতন, ধর্ষণসহ বিভিন্ন অমানবিক অপরাধের দায়ে ২৫ বছর ও ৬ নম্বর অভিযোগে নির্যাতনের দায়ে ৫ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলে শুনানির পর ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে রায় ঘোষণা করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ। আপিল বিভাগের রায়ে ২, ৩, ৪ (সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে) ও ৬ নম্বর অভিযোগের দণ্ড বহাল রাখা হয়। আর ৫ নম্বর অভিযোগ থেকে তাকে খালাস দেওয়া হয়। ওই দিন আদালতে আসামিপক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী (প্রয়াত) খন্দকার মাহবুব হোসেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন (প্রয়াত) অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। ২০২০ সালের ১৫ মার্চ আপিল বিভাগের রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশিত হয়। ওই রায়ের রিভিউ চেয়ে ২০২০ সালের ১৯ জুলাই আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট আবেদন করেছিলেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম। ২৩ পৃষ্ঠার পুনর্বিবেচনার এ আবেদনে মোট ১৪টি যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। ওই পুনর্বিবেচনার আবেদনের শুনানি শেষে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে এ টি এম আজহারুল ইসলামকে আপিলের অনুমতি দেন। এরপর তিনি আপিল করেন।

নারায়ণগঞ্জে হত্যা মামলায় ৪ জনের মৃত্যুদণ্ড, ২ জনের যাবজ্জীবন

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জ শহরের হকার জুবায়ের হত্যা মামলায় চার জনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই মামলায় আরও দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত দায়রা জজ চতুর্থ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান ভূঁইয়া এই রায় দেন। রায় ঘোষণার সময় আসামিদের পাঁচ জন উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- ইকবাল ওরফে ডাক্তার, স্বপন, সায়মন ও সানি। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- রাসেল হোসেন ও হাসান। এদের মধ্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত রাসেল হোসেন পলাতক আছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম খান বলেন, হকার হত্যা মামলায় আদালত চার জনের মৃত্যুদণ্ড এবং দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। রায় ঘোষণার সময় ৫ জন আসামি উপস্থিত ছিল। মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের ১৪ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কে বলাকা পেট্রোলপাম্পের সামনে ফুটপাতে দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে হকার জুবায়েরকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। জুবায়ের ফতুল্লার উত্তর মাসদাইরের আমজাদ হোসেনের ছেলে। এ ঘটনায় তার মা মুক্তা বেগম বাদী হয়ে ইকবালসহ আট জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও পাঁচজনকে আসামি করে মামলা করেন। সেই মামলায় বিচারকার্য শেষে আদালত এ রায় দেন।

বিপুল অস্ত্রসহ আটক সুন্দরবনের বনদস্যু করিম বাহিনীর ২ সদস্য

স্টাফ রিপোর্টার : বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনীর দুই সদস্যকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। কোস্টগার্ড পশ্চিম জোন সদর দফতরের (মোংলা) কর্মকর্তা কমান্ডার সঞ্জীব কুমার দে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত সোমবার বিকাল ৫টায় কোস্টগার্ড সদস্যরা সুন্দরবনের শিবসা নদীসংলগ্ন আদাছগী এলাকায় বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনীর আস্তানায় অভিযান চালায়। এ সময় অভিযানকারীরা ঘটনাস্থল থেকে ২টি একনলা বন্দুক, ১টি শটগান, ১টি খেলনা বন্দুক, অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামাদি, ২৩ রাউন্ড তাজা কার্তুজ, ২০৪ রাউন্ড ফাঁকা কার্তুজ, ৯টি দেশীয় অস্ত্র, ৪টি কুড়াল, ৭টি করাত, ১০টি রড, ৫টি হাতুড়ি, ১টি সোলার, ২৮টি মোবাইল, ১১টি ওয়াকি টকি চার্জার ও ২টি কাঠের নৌকা জব্দ করা হয়। আর হাতেনাতে আটক করা হয় সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনীর অন্যতম দুই সদস্য মো. সাদ্দাম খান (২০) ও আব্বাস মোল্লাকে (৪০)। আটক এ দুই দস্যুর বাড়ি বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটকরা স্বীকার করে দীর্ঘদিন ধরে বনদস্যু করিম শরীফের সঙ্গে ডাকাতি ও ডাকাত দলকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদ সরবরাহ করে সহযোগিতা করে আসছিল। কোস্টগার্ড কর্মকর্তা সঞ্জীব কুমার দে বলেন, কোস্টগার্ডের সাঁড়াশি অভিযানের ফলে সুন্দরবন অঞ্চল ধীরে ধীরে দস্যুমুক্ত হয়ে উঠছে। এই অভিযানের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকার জেলে ও মাছ শিকারিরা এখন নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারছেন। এছাড়া কোস্টগার্ড আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী টহল কার্যক্রম এবং বিশেষ অভিযান অব্যাহত রেখেছে। যার ফলে এসব অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকাংশে উন্নত হয়েছে। সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত করতে কোস্টগার্ডের এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান এ কর্মকর্তা।

গোপালগঞ্জে গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে আ. লীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) বিশেষ অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা এবং ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান কামরুল হাসান বাবুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত সোমবার দিবাগত রাতে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার উলপুরের নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার কামরুল হাসান বাবুল গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও উলপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। গোপালগঞ্জ সদর থানার ওসি মীর মো. সাজেদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি দল সদর উপজেলার উলপুরে অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা ও উলপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামরুল হাসান বাবুলকে গ্রেপ্তার করে। এলাকায় অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় ডিবি পুলিশের একটি দল। তিনি আরও জানান, গ্রেপ্তার ইউপি চেয়ারম্যানকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গতকাল মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হয়।

শেরপুরে লিচুর বিচি গলায় আটকে শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : লিচুর বিচি গলায় আটকে শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে রবিউল ইসলাম (৪) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার আন্ধারিয়াগোপ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শিশু রবিউল ওই গ্রামের রেজাউল ইসলামের ছেলে। জানা গেছে, রাত ৮টার দিকে শিশু রবিউল বাড়িতে লিচু খাচ্ছিল। লিচুর খেতে খেতে হঠাৎ সে একটি বিচি গিলে ফেলে। একপর্যায়ে লিচুর বিচিটি গলায় আটকে গিয়ে শ্বাসরোধ হয়ে ছটফট শুরু করে শিশুটি। আর মুখ দিয়ে সাদা ফেনা বের হতে থাকে। বিষয়টি পরিবারের লোকজন টের পান। পরে বেশ চেষ্টা করেও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করতে না পেরে রাত পৌনে ৯টার দিকে রবিউলকে নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন তারা। এ সময় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক হুমায়ুন আহমেদ নূর শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি লিচুর বিচি গলাতে আটকে শ্বাস বন্ধ হয়েই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান বিল্লাল মিয়াকে (৪৭) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার নাটাই দক্ষিণ ইউনিয়নের বড়হরণ রেলগেট এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিল্লাল মিয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার শরীফপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ তারুয়া গ্রামের হেবজু মিয়ার ছেলে। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদের সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান ছিলেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মোজাফফর হোসেন জানান, গত সোমবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার নাটাই দক্ষিণ ইউনিয়নের বড়হরণ রেলগেট এলাকা থেকে বিল্লাল মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানায় দুটি মামলা রয়েছে। দুটি মামলারই তিনি এজাহারনামীয় আসামি। গতকাল মঙ্গলবার সকালে তাকে আদালতে পাঠানো হয়।

রাজশাহীতে খাদ্যগুদামে চাল সরবরাহ না করা ৬১ চালকলের লাইসেন্স বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার ৬১ চালকলের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। খাদ্য বিভাগের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করার পরও সরকারি খাদ্যগুদামে চাল সরবরাহ না করার জেরে লাইসেন্স বাতিল করেছে রাজশাহীর আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত আমন মৌসুমে সরকারি গুদামে চাল সরবরাহের জন্য খাদ্য বিভাগের সঙ্গে চুক্তি করে বিভাগের ১৬২টি চালকল মালিক। তবে চুক্তি অনুযায়ী ৩০টি চালকলের মালিক প্রতিশ্রুতির ৮০ ভাগ চাল গুদামে সরবরাহ করেন। অন্যদিকে আরও ৭১টি চালকল মালিক প্রতিশ্রুতির ৫০ ভাগ চাল গুদামে সরবরাহ করেন। চুক্তি করে কোনও চালই দেয়নি ৬১টি চালকলের মালিক। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সম্প্রতি ১৬১ চালকল মালিকের লাইসেন্স বাতিল করলো খাদ্য বিভাগ। এসব চালকল মালিকরা আর রাইস মিলে চাল তৈরি, বিক্রি, বিপণন ও সরবরাহ করতে পারবে না। এর আগে, গত ১৯ মার্চ চুক্তিযোগ্য হলেও চাল সরবরাহের জন্য খাদ্য বিভাগের সঙ্গে চুক্তি না করায় রাজশাহী বিভাগের ৯১৩টি চালকলের মালিককে শোকজ করে আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য বিভাগ। এসব চালকল মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তরা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করেন। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে গত ২ এপ্রিল ৬১ চালকল মালিকের খাদ্য উৎপাদনসংক্রান্ত লাইসেন্স বাতিল করলো। রাজশাহীর আঞ্চলিক খাদ্যনিয়ন্ত্রক দফতরের তথ্যমতে, সদ্য সমাপ্ত আমন সংগ্রহ মৌসুমে বিভাগের আট জেলায় চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক লাখ ১১ হাজার ২৬৩ টন। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংগ্রহ হয়েছে ৯৪ হাজার ৭০৭ টন। আর আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১ হাজার ৮৯১ টন। সংগ্রহ হয়েছে ১৯ হাজার ৫২৯ টন। জানা গেছে, ৬১টি চালকলের মধ্যে যারা সেদ্ধ চালের কোনও চাহিদা পূরণ করেনি তার মধ্যে রাজশাহীর একটি, নওগাঁর ৮টি, চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি, পাবনার ১১টি, বগুড়ার ৩৪টি ও জয়পুরহাটের তিনটি চালকল রয়েছে। অন্যদিকে আতপ চাল দেয়নি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার একটি চালকল। লাইসেন্স বাতিলের আগে এসব চালকল মালিকদের ব্যাখ্যা তলব করা হয়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। নওগাঁ জেলা চালকল মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন চাকদার বলেন, সরকারনির্ধারিত দামে চাল সরবরাহ করে অনেক চালকল মালিক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সরকারি খাদ্যগুদামে চাল দিতে গিয়ে অনেক চালকল মালিকের প্রতিটনে দুই হাজার টাকার মতো করে লোকসান হয়েছে। লোকসান দিয়ে অনেকের পক্ষে চাল সরবরাহ সম্ভব হয়নি। সরকার যদি সঠিক দাম দেয়, তাহলে সব মিল মালিক চাল সরবরাহ করবে। রাজশাহী খাদ্য অধিদফতরের বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী উপপরিচালক ওমর ফারুক বলেন, রাজশাহী বিভাগের যেসব চালকল মালিক চাল দেয়নি বা চুক্তিযোগ্য ছিল কিন্তু চুক্তি করেনি এমন ৯১৩টি চালকল মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ আমরা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিলাম। এদের মধ্যে ৬১টি চালকলের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। বাকিদের সতর্ক করা হয়েছে। যারা চাল সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

এনআরবিসি ব্যাংকের নতুন এমডি ড. তৌহিদুল আলম খান

স্টাফ রিপোর্টার : ড. মো. তৌহিদুল আলম খান এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি-এর নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিয়েছেন। গত সোমবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গতকাল মঙ্গলবার এনআরবিসি ব্যাংক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ৩২ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন পেশাদার ব্যাংকার হিসেবে ড. তৌহিদুল আলম খান পরিচিত। তিনি এর আগে ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ড. তৌহিদ ১৯৯৩ সালে অগ্রণী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে তার ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রাইম ব্যাংকে সিন্ডিকেশনস অ্যান্ড স্ট্রাকচার্ড ফাইন্যান্স বিভাগের নেতৃত্ব দেন এবং বাংলাদেশে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সিন্ডিকেশন ফাইন্যান্সিং-এ লিড অ্যারেঞ্জার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকসমূহের মধ্যে প্রাইম ব্যাংক ও ব্যাংক এশিয়ায় প্রধান ব্যবসায়িক কর্মকর্তা (সিবিও), প্রধান ঋণ ঝুঁকি কর্মকর্তা (সিআরও) এবং প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও পরিপালন কর্মকর্তাসহ (ক্যামেলকো) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তৌহিদুল আলম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএমএবি) একজন ফেলো সদস্য। তিনি ব্যাংকিং খাতে জিআরআই (জিআরআই) পদ্ধতিতে টেকসই ঋণ ঝুঁকি বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

কিশোরগঞ্জে বজ্রপাতে ৩ শিক্ষার্থীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলায় বজ্রপাতে তিন স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে উপজেলার চরটেকী এলাকায় এ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার চরটেকী গ্রামের জালাল উদ্দিনের মেয়ে ইরিনা (১৫), একই গ্রামের বাদল মিয়ার মেয়ে প্রিয়া (১৫) ও বোরহান উদ্দিনের মেয়ে বর্ষা (১৫)। তারা সবাই স্থানীয় চরটেকী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে পাকুন্দিয়া উপজেলার চরটেকী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল ইরিনা, প্রিয়া ও বর্ষা। এসময় ঝড়ো বাতাস ও বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। পথে চরটেকী নামাপাড়া এলাকায় বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয় তারা। পরে তাদের উদ্ধার করে পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক ইরিনা ও প্রিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। কিছুক্ষণ পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় বর্ষারও মৃত্যু হয়। পাকুন্দিয়া থানার ওসি মো. সাখাওয়াৎ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

লক্ষ্মীপুরে হত্যার ১১ বছর পর যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চরশাহী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মান্নান ভুঁইয়া হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মো. জুলফিকারকে (২৮) গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)-১১। গত সোমবার রাতে তাকে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। র‌্যাব-১১ নোয়াখালীর কোম্পানি কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত) ও সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মিঠুন কুমার কুণ্ডু এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। গ্রেপ্তারকৃত জুলফিকার চরশাহী ইউনিয়নের সৈয়দপুর গ্রামের মো. নুরুল ইসলামের ছেলে। র‌্যাব জানায়, পলাতক আসামি মো. জুলফিকারের বিরুদ্ধে ২০১৪ সালের ২৫ মে দায়েরকৃত একটি হত্যা মামলার রায় হয়। লক্ষ্মীপুর জজ আদালতের দেওয়া রায়ে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল জুলফিকার। তাকে গ্রেপ্তারে অভিযান চালায় র‌্যাব। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি থানার বাইপাসের রাস্তার ওপর থেকে তাকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হয় র‌্যাব। তাকে চন্দ্রগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৪ সালের ২১ মে রাতে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চরশাহী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মান্নান ভুঁইয়াকে রাতে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গলা কেটে হত্যা করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর খবরদারি না

হবে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সন্তানহারা মায়েদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ইউজিসি জানায়, সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল কোলাবরেশন বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জেসমিন পারভীনের সঞ্চালনায় কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ইউজিসি সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম ও ইউসেনেস্কো প্রতিনিধি রাজু দাস উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধি এবং ইউজিসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশ নেন।

৬ দফা দাবিতে বাকৃবি শিক্ষার্থীদের

২. ডিএই ও অন্যান্য কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ৯ম ও অন্যান্য গ্রেডে নিয়মিত জব রাংরঃ ও পদবৃদ্ধি করতে হবে। ৩. নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতীত ৯ম গ্রেডে (বিএডিসি এর কোটা বাতিল) পদোন্নতির কোনো সুযোগ রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে ১০ম গ্রেডের পোস্টসমূহ গেজেটের আওতার বাইরে স্বতন্ত্র পদসোপান / প্রচলিত কাঠামো রাখতে হবে। ৪. কৃষি বিষয়ক ডিপ্লোমাধা-রীদের জন্য নতুন কোনো বিশেষায়িত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। ৫. কৃষি/কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ক স্নাতক ব্যতীত নামের সঙ্গে 'কৃষিবিদ' পদবি ব্যবহার করা যাবে না। এ বিষয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে। ৬. কৃষি বিষয়ক ডিপ্লোমা বা কারিগরি শিক্ষাকে কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের (ডিএই) অধীনেই রাখতে হবে।

আরও ৪ মামলায় গ্রেপ্তার চিন্ময় দাস

করেন। এর মধ্যে গত সোমবার আইনজীবী আলিফ হত্যা মামলাটি ভার্চুয়াল শুনানি শেষে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত। বাকি চার মামলায় গতকাল মঙ্গলবার ভার্চুয়াল শুনানি শেষে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানোর আদেশ দেন আদালত। গত বছরের ২৫ অক্টোবর চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে সনাতন সম্প্রদায়ের একটি বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ ওঠে। এর কয়েকদিন পর ৩১ অক্টোবর তার বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হয়। এ মামলায় আরও ১৮ জনকে আসামি করা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহের সেই মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে ২৫ নভেম্বর ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন চট্টগ্রামের আদালত। সেদিনই চিন্ময় দাসের আইনজীবীরা ওই আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন চেয়ে আবার জামিন আবেদন করেছিলেন। তার জামিন ঘিরে সংঘর্ষে জড়ান ভক্তরা। তাদের সংঘর্ষে নিহত হন চট্টগ্রাম আদালতের আইনজীবী মো. সাইফুল ইসলাম আলিফ। তাকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। আইনজীবী সাইফুলকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় তার বাবা জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে ৩১ জনের নাম উল্লেখ করে কোতয়ালি থানায় হত্যা মামলা করেন। এ ছাড়া পুলিশের ওপর হামলা, কাজে বাধা এবং আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের ওপর হামলা ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও পাঁচটি মামলা হয়। ছয়টি মামলায় গ্রেপ্তার হন ৫১ জন। তাদের মধ্যে হত্যায় জড়িত অভিযোগে ২১ জন গ্রেপ্তার রয়েছেন।

আপত্তিকর শব্দে হেফাজতের

একদল এনজিওবাজ নারীবাদীকে নিয়ে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন করা হলো। ফলে এমন একচেটিয়া প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সেক্যুলার প্রগতিশীল নারীসমাজের স্বার্থ ও মতাদর্শ রক্ষিত হলেও ধর্মপ্রাণ বৃহত্তর নারীসমাজের ধর্মীয় চিন্তা ও বিবেচনা উপেক্ষিত হয়েছে। এই বৈষম্য মেনে নেওয়ার সুযোগ নেই। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, উগ্র ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক আমাদের 'নারীবিদ্বেষী' অপবাদ দেওয়ার অপরাজনীতি বহু পুরোনো। অথচ দেশজুড়ে আমাদের মহিলা কওমি মাদরাসাগুলোতে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য হারে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি বরাদ্দমুক্ত এসব মাদরাসায় সমাজের হাজার হাজার প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মেয়ের জন্যও বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া, নিরাপত্তা ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে এদেশের নারীদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে আমাদেরও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। কিন্তু কখনো আলেম-ওলামার সামাজিক অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। আমাদের এই সামাজিক ভূমিকা ও ধর্মীয় অবস্থান আধুনিক ব্যবস্থায় এদেশের নারীকে 'পণ্য' বানানোর পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়নের অন্তরায় বলেই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী আমাদের বিরুদ্ধে একদল উগ্র নারীবাদীকে লেলিয়ে দিয়েছে বলে মনে করি। কিন্তু ধর্মীয় ইস্যুতে বাড়াবাড়ি করলে আমরা ছাড় দেব না।

তীব্র পানির সংকটে ধুঁকছে রাঙামাটির

থেকে প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করে। এই পানি দিয়ে চলে পান করা থেকে ঘরের রান্নাবান্না ও ব্যবহারের কাজে। বর্ষা মৌসুমে পানি থাকলেও শুকনো মৌসুমে ছড়া শুকিয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়তে হয় গ্রামবাসীদের। গ্রামের বাসিন্দা সুবিমল চাকমা বলেন, শীতের শেষ দিক থেকেই আমাদের পানির কষ্ট শুরু হয়ে যায়। এখানে যে পানির ছড়া আছে সেটা শুকাতে শুরু করে আর গরমকালে একেবারেই শুকিয়ে যায়। তখন আমরা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ছোট ছোট কুয়া তৈরি করে পানি সংগ্রহ করি। আরেক বাসিন্দা জোনাকি চাকমা বলেন, সারাদিন জমিতে কাজ করে আসার পর গোসল পর্যন্ত করতে পারি না আমরা। খাওয়ার পানি সংগ্রহ করার জন্য অনেক দূর থেকে হেঁটে কুয়ায় আসতে হয় আমাদের। গ্রামে কোনো টিউবওয়েল বা ডিপ রিং ওয়েল নাই, তাই পানির জন্য আমাদের খুব কষ্ট পোহাতে হচ্ছে। ১০৯নং সাপছড়ি মৌজার নাড়াইছড়ি গ্রামের কার্বারি (গ্রাম প্রধান) খুলমোহন কার্বারি বলেন, প্রতিবছর গ্রীষ্মের সময় পানির জন্য পুরো গ্রাম হাহাকার করে। আমাদের কৃষিকাজ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ছড়ার পানি খেয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। গ্রামে রাস্তাঘাট না থাকায় অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতেও আমাদের কষ্ট পেতে হয়। সরকারের কাছে আমাদের দাবি আমাদের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা হোক। তবে এই চিত্র শুধুই নারাইছড়ি গ্রামের নয়। পুরো রাঙামাটির বেশিরভাগ পাহাড়ি অঞ্চলেই এই কষ্টে ভুগছে মানুষ। প্রাকৃতিক উৎস ধ্বংসের কারণে শুকনো মৌসুমে পানির জন্য কষ্ট পেতে হচ্ছে জানালেন গ্রামের মানুষ। গ্রামের বাসিন্দা জ্যোর্তিময় চাকমা বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এখানে দেখেছি গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ একটি গ্রাম ছিল এটি। কিন্তু এখন অধিকাংশ গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, ফলে পানির প্রাকৃতিক উৎসগুলোও নষ্ট হয়ে গিয়ে আমাদের পানি কষ্টে ভুগতে হচ্ছে। রাঙামাটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী পরাগ বড়ুয়া বলেন, এই মুহূর্তে ৫৮.৪৭ শতাংশ মানুষ সুপেয় পানি সরবরাহ নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। বাকি যেটুক আওতায় আসেনি সেখানেও পানির ব্যবস্থা করার জন্য আমরা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে আমাদের কমিউনিটি বেইজড পাইপ নেটওয়ার্ক সাপ্লাই স্কিম, রুরাল পাইপ নেটওয়ার্ক সাপ্লাই স্কিমসহ বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে আমাদের কাজ বাস্তবায়ন করে নিয়ে যাচ্ছি। সরকারের বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে পাহাড়ি এই জেলার পানি সঙ্কট দূর করা সম্ভব বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

এপ্রিলে সড়ক দুর্ঘটনায়

চালানো, সড়কে চাঁদাবাজি, পণ্যবাহী যানে যাত্রী পরিবহন; অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, অতিরিক্ত যাত্রী বহন, বেপরোয়া যানবাহন চালানো এবং একজন চালকের অতিরিক্ত সময় ধরে যানবাহন চালানো। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সুপারিশ হিসেবে বলা হয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরসাইকেল ও ইজিবাইক আমদানি ও নিবন্ধন বন্ধ করা; জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে রাতের বেলায় অবাধে চলাচলের জন্য আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা; দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ, যানবাহনের ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিটনেস প্রদান; ধীরগতির যান ও দ্রুতগতির যানের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা করা; সড়কে চাঁদাবাজি বন্ধ করা, চালকদের বেতন ও কর্মঘণ্টা সুনিশ্চিত করা; মহাসড়কে ফুটপাত ও পথচারী পারাপারের ব্যবস্থা রাখা, রোড সাইন, রোড মার্কিং স্থাপন করা; সড়ক পরিবহন আইন যথাযথভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা; উন্নতমানের আধুনিক বাস নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিআরটিএর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; মানসম্মত সড়ক নির্মাণ ও মেরামত সুনিশ্চিত করা, নিয়মিত রোড সেইফটি অডিট করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ গণপরিবহন ও দীর্ঘদিন যাবৎ ফিটনেসবিহীন যানবাহন স্ক্র্যাপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১১০৪ কোটি ৪১ লাখে দুই কার্গো

জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে স্পট মার্কেট থেকে ৫৯ কার্গো এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে গত ২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অনুমোদন দেয়। সেপ্রেক্ষিতে পেট্রোবাংলা আগামী ০২-০৩ জুলাই ২০২৫ সময়ে ১ (এক) কার্গো এলএনজি ক্রয়ের প্রস্তাব পাঠায়। উল্লেখ্য, 'পিপিআর-২০০৮'-এর বিধি-৫৫ অনুযায়ী আগামী ০২-০৩ জুলাই ২০২৫ সময়ে ১ (এক) কার্গো এলএনজি ক্রয়ের জন্য গত ৩০ এপ্রিল তারিখে এমএসপিএ স্বাক্ষরকারী ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে কোটেশন দাখিলের জন্য ই-মেইলে পাঠানো হয়। 'পিপিআর, ২০০৮' এর বিধি ৮৫ অনুসরণে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এমএসপিএ স্বাক্ষরকারী ২৩টি প্রতিষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। দর প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্ধারিত সময়ে দাখিল করা ৬টি কোটেশন দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি কারিগরি ও আর্থিকভাবে মূল্যায়ন করে সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে নিকটে দাখিল করে। কোটেশনগুলো মধ্যে ৬টি কোটেশনই রেসপন্সিভ হয়। এরমধ্যে সিঙ্গাপুর ভিত্তিক ভিটল এশিয়া প্রা.লি. প্রতি এমএমবিটিইউ ১১.৫৭৮৮ মার্কিন ডলার উল্লেখ করে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে নির্বাচিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহতব্য এলএনজির পরিমাণ ৩২,০০,০০০ এমএমবিটিইউ। স্বাক্ষরিত এমএসপিএ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫% কম-বেশি বিবেচনায় সরবরাহতব্য এলএনজির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৩৩,৬০,০০০ এমএমবিটিইউ হতে পারে। প্রতি এমএমবিটিইউ ১১.৫৭৮৮ মার্কিন ডলার হিসেবে ৩৩,৬০,০০০ এমএমবিটিইউ এলএনজি আমদানিতে ব্যয় হবে ৫৫৫,৩২,৬৬,৫৮৪ টাকা। অপর এক প্রস্তাবে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮'-অনুসরণে আন্তর্জাতিক কোটেশন সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় স্পট মার্কেট হতে ১ কার্গো (৩০-৩১ মে ২০২৫ সময়ের জন্য ২৫তম) এলএনজি আমদানি করা হবে। এ লক্ষ্যে এমএসপিএ স্বাক্ষরকারী ২৩টি প্রতিষ্ঠানের কাছে দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হলে ৪টি কোটেশন দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি কারিগরি ও আর্থিকভাবে মূল্যায়ন করে সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে পাঠায়। দাখিলকৃত ৪টি কোটেশনের মধ্যে ৪টি কোটেশনই রেসপন্সিভ হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়নে প্রতি ইউনিট এলএনজি'র দাম ১১.৪৪৮৮ মার্কিন ডলার উল্লেখ করে সিঙ্গাপুর ভিত্তিক ভিটল এশিয়া প্রা.লি. সিঙ্গাপুরকে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে সুপারিশ করে। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহতব্য এলএনজির পরিমাণ ৩২,০০,০০০ এমএমবিটিইউ। স্বাক্ষরিত এমএসপিএ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫% কম-বেশি বিবেচনায় সরবরাহতব্য এলএনজির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৩৩,৬০,০০০ এমএমবিটিইউ হতে পারে। প্রতি এমএমবিটিইউ ১১.৪৪৮৮ মার্কিন ডলার হিসেবে ৩৩,৬০,০০০ এমএমবিটিইউ এলএনজি আমদানিতে ব্যয় হবে ৩৮,৪৬৭,৬৮৮.০০ মার্কিন ডলার। মুদ্রা বিনিময় হার ১ মার্কিন ডলার সমান ১২২.০০ টাকা হিসেবে বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রয়োজন হবে ৪৬৯,৩০,৯২,০৯৬ টাকা (ভ্যাট এবং এআইটি ব্যতিত)। এলএনজি আমদানিতে ১৫% ভ্যাট এবং ২% এআইটি প্রযোজ্য বিবেচনায় সর্বমোট ১৭% ভ্যাট এবং এআইটি এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ ৭৯,৭৮,২৫,৬৫৬ টাকা। অর্থাৎ ৩৩,৬০,০০০ এমএমবিটিইউ এলএনজি আমদানিতে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ হবে সর্বমোট (৪৬৯,৩০,৯২,০৯৬ + ৭৯,৭৮,২৫,৬৫৬)=৫৪৯,০৯,১৭,৭৫২টাকা। সে হিসেবে ২ কার্গো এলএনজি আমদানিতে মোট ব্যয় হবে ১১০৪ কোটি ৪১ লাখ ৮৪ হাজার ৩৩৬ টাকা। এ সংক্রান্ত দুটি প্রস্তাবে অনুমোদনের জন্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে বলে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

ভবনের ছাদ থেকে পড়ে কলেজ

নেওয়া হয়, যেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই তার মৃত্যু হয়। এসআই বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলে ধারণা করা হচ্ছে, তবে বিস্তারিত তদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ডিবির হারুনের ঘনিষ্ঠ জাহাঙ্গীরের

স্বার্থে তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা একান্ত প্রয়োজন। এর আগে গত ২৪ এপ্রিল তার একটি ফ্ল্যাট ও ১৮ কাঠার তিনটি প্লট জব্দের আদেশ দেন আদালত।

বরিশাল নার্সিং কলেজে কমপ্লিট

শিক্ষক নিয়োগসহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় কলেজের শিক্ষক ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরা তাদের কর্মসূচিতে বাধা দেন এবং গায়ে হাত তোলেন এবং এতে শিক্ষার্থীরা আহত হয় বলে অভিযোগ করেন তারা। অন্যদিকে শিক্ষকদের অভিযোগ, তারা কলেজে প্রবেশ করতে গেলে শিক্ষার্থীরা তাদের বাধা দেয়। এতে একজন শিক্ষকের সঙ্গে লাঞ্ছিতের ঘটনাও ঘটে বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা। এ ঘটনায় বরিশাল নার্সিং কলেজের সামনে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছে। এ বিষয়ে কলেজ অধ্যক্ষ হোসনেয়ারা আক্তার জানায়, শিক্ষার্থীদের সামনে পরীক্ষা থাকায় তারা অফিস রুমে ঢুকতে চাইলে শিক্ষার্থীরা ধাক্কা দিয়ে শিক্ষকদের ফেলে দেন।

ইতালিসহ ইউরোপীয় দেশগুলোতে

একবার করে মিটিং করবে। আমাদের টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার আছে, সেখানে আমাদের কর্মীরা যাতে ইতালির ভাষা শিখতে পারে, আমরা সে বিষয়ে কাজ করছি।' উপদেষ্টা বলেন, আমাদের অ্যাম্বাসির ফাইলগুলো যেন দ্রুত কার্যকর হয়। এছাড়া ইতালিতে যারা বাংলাদেশি ছাত্র আছে, তাদের ভিসা প্রক্রিয়া যেন সহজ হয়। অভিবাসনের দিক দিয়ে আমাদেরকে যেন ইতালির সরকারের ঝুঁকিপূর্ণ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় সেই বিষয়টিও আলোকপাত করা হয়েছে। 'ইতালিতে কি পরিমাণ লোক পাঠাবে, কোন কোন সেক্টরে যাবে'- এক সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ড. নজরুল বলেন, 'সমঝোতা স্মারকে এত ডিটেইলস থাকেনা। বর্তমানে আমাদের যে কোটা আছে, সেটা বাড়ানো হবে। কোটা বৃদ্ধির বিষয়ে ইতালি চিন্তাভাবনা করবে। আমরা আশা করছি, অবৈধ পথে যাওয়া অনেকটা বন্ধ হয়ে যাবে।'এসময় ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্তেও পিয়ান্তেদোসি বলেন, বাংলাদেশ-ইতালি সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আমরা সবসময় শ্রমিকদের বৈধপথে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করি। ইতালি সরকার দীর্ঘদিন থেকে এটা নিয়ে কাজ করে আসছে। এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও জোরদার হবে। ড. আসিফ নজরুল এছাড়াও সম্প্রতি সৌদি সফরের বিষয়ে সাংবাদিকদের জানান, সৌদি আরবে অবৈধভাবে বসবাসকারী নারী কর্মীদের বৈধ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সৌদি আরব বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি সংখ্যক দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী নেওয়ার বিষয়েও সৌদি সরকারের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। তিনি জানান, জর্ডানে পুরুষ কর্মী সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়েও জর্ডান সরকারের সাথে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া জর্ডানে কর্মরত যে সকল নারী কর্মী নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মস্থল পরিবর্তনসহ নানা কারণে অবৈধ হয়েছেন তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বৈধ হতে পারবেন। এর ফলে তারা জরিমানা ছাড়াই বৈধতা পাবেন। অন্যথায় তাদের বড় অঙ্কের জরিমানার মুখোমুখি হতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূইয়া ইতালিতে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানে এই সমঝোতা স্মারককে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন।

খালেদা জিয়া মাটি-মানুষের নেত্রী

বেগম জিয়া বলেছিলেন, ওই দেশ হচ্ছে আমার ঠিকানা, অন্য দেশে আমার ঠিকানা নেই, এই দেশ ছেড়ে আমি যাব না। অর্থাৎ এদেশ থেকে যখন শেখ হাসিনা পালিয়ে চলে গেছেন ঠিক তখন খালেদা জিয়া জনগণকে রেখে পালিয়ে যাননি। এই সাংবাদিক নেতা বলেন, হাসিনার সময়ও আপসহীন সংগ্রাম করেছেন, জেল খেটেছেন, মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গেছেন। তারপরও দেশের জনগণকে ছেড়ে যাননি খালেদা জিয়া। তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়া জনগণের নেত্রী, এটা তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন। একই সঙ্গে দেশের মানুষও যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই তারা প্রমাণ করছে বেগম জিয়াকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। আজকে যখন মৃত্যুর পথ থেকে সুস্থ হয়ে দেশনেত্রী ফিরে আসছেন, আবেগাপ্লুত লাখো মানুষের ঢল নেমেছে রাজপথে। আজ লাখ লাখ রোজ রাজপথে, কারণ তারা জানে এই নেত্রী আমাদের আস্থার ঠিকানা, এই নেত্রীই আমাদের জন্য কিছু করতে পারেন, এই নেত্রীই আমাদের ভালোবাসেন। আমরা আশা করছি, নেত্রী সুস্থ হয়ে আবারও রাজনীতিতে ফিরে আসবেন এবং ১৮ বছর যে আমরা ভোট দিতে পারিনি সেই ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনবেন।

গণপরিবহনে শৃঙ্খলা না থাকায়

হচ্ছে। ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি (ডিটিসিএ) সমপ্রতি গ্রিন ক্লাস্টার চালু করেছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সঙ্গে একটি প্রকল্প নিয়ে কাজ চলছে। ৪০০টি নতুন বাস নামানোর জন্য এ প্রকল্প। বিআরটিএ গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনতে চাচ্ছে। আগামী মে মাস থেকে সড়কে ২০ বছরের পুরনো বাস আর চলাচল করতে পারবে না। বিআরটিএ বিষয়টি কঠোরভাবে মনিটরিং করবে।

এনা পরিবহনের চলন্ত বাসে ঢিল চালক আহত

স্টাফ রিপোর্টার : হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় এনা পরিবহনের একটি চলন্ত বাসে ঢিল ছুড়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে বাসচালকের মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়েছে। গত সোমবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার কায়সারনগর এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। আহত চালক গিয়াস উদ্দিনকে (গিয়াস মিয়া) সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, ঢাকা থেকে সিলেটগামী এনা পরিবহনের (নম্বর ১৪-৮৩৫৫) বাসটি রাত ১১টায় কায়সারনগর পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা ঢিল ছোড়ে। গাড়ির কাঁচ ভেদ করে একটি ঢিল চালকের মাথায় লাগে। এতে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটিকে রাস্তার পাশে নামিয়ে দেন। তবে এতে কোনো যাত্রী আঘাতপ্রাপ্ত হননি। আহত চালককে উদ্ধার করে প্রথমে ওলিপুরে প্রাণ আরএফএল হাসপাতাল ও পরে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। খবর পেয়ে রাত ১২টায় মাধবপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন এতথ্য দিয়ে জানান, চলন্ত এনা বাসে ঢিল ছোড়া হয়েছে। পরে এ ঘটনাকে গুলি ছোড়া হয়েছে বলে গুজব ছড়ানো হয়।

ঝিনাইদহে বজ্রপাতে ২ কৃষকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের পশ্চিম বিষয়খালী গ্রাম ও গান্না ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার পশ্চিম বিষয়খালী ও ভবানীপুর গ্রামে এ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- পশ্চিম বিষয়খালী গ্রামের শাহাজ্জেল হোসেনের ছেলে মিরাজুল ইসলাম (২৫) ও ভবানীপুর গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে অলিয়ার রহমান (৫০)। স্বজনরা জানায়, সকালে মাঠে ধান বাঁধতে যান মিরাজুল। এসময় আকস্মিক বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে অন্যরা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেও বজ্রপাতের কবলে পড়েন মিরাজুল। পরে আহতাবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়। অপরদিকে নিহত অলিয়ার রহমানের স্বজনরা জানান, সকালে মাঠে ধান গোছানোর জন্য বাড়ি থেকে বের হন অলিয়ার। দুপুরে বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে গুরুতর আহত হন তিনি। এসময় স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের চিকিৎসক খালিদ হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, বজ্রপাতে আহত দুই কৃষককে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যান। লাশ দুটি সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে। ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন তথ্য নিশ্চিত করে জানান, বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধানের জমি-ফ্ল্যাট জব্দ, ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান শেখ আব্দুল হান্নানের জমিসহ তিনটি ফ্ল্যাট জব্দ এবং ছয়টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে উপ-পরিচালক তানজির হাসিব সরকার ওই আবেদন করেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানান। জব্দ সম্পদের মধ্য রয়েছে খিলক্ষেতে ৬তলা ভবনের ষষ্ঠ তলার ৬৯৯ বর্গফুট ও ৮২৩ বর্গফুটের দুটি ফ্ল্যাট, মিরপুরের ডিওএইচ এলাকায় ২২৫০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট, মিরপুরের সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পের নির্মানাধীন ৭তলা ভবন এবং নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের সাত শতকের বেশি দুই দলীলের জমি। আকতারুল ইসলাম বলেন, শেখ আব্দুল হান্নান ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অর্থের ক্ষতিসাধন, ঘুষ গ্রহণ, নিয়োগ বাণিজ্য, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করে বিদেশে অর্থ পাচারসহ নিজ নামে ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অনুসন্ধানী টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধান কালে দেখা গেছে, শেখ আব্দুল হান্নান ক্ষমতায় অপব্যবহার করে নিজ, পরিবার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে দেশে-বিদেশে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছে। এসব সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তরের চেষ্টা চলছে। স্থানান্তর হয়ে গেলে পরবর্তীতে সম্পদ পাওয়া দুরুহ হবে। তাই জরুরি ভিত্তিতে এসব সম্পদ জব্দ ও অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন। এর আগে গত সোমবার পরিবারসহ শেখ আব্দুল হান্নানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।

বান্দরবানে গহীন জঙ্গল থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানের থানচিতে গহীন জঙ্গল থেকে চিংমা খেয়াং (২৯) নামে পাহাড়ি এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার বিকেলে উপজেলার তিন্দু ইউনিয়ন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয় পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার থানচি থানার ওসি মো. নাসির উদ্দিন মজুমদার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। নিহত চিংমা খেয়াং থানচির তিন্দু ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড মংখ্যং পাড়ার সন খেয়াংয়ের স্ত্রী। জানা যায়, প্রতিদিনের মতো গত সোমবার সকালে চিংমা খেয়াং জুমে যান। কিন্তু দুপুর পেরিয়ে গেলেও বাড়িতে না ফেরায় পাড়ার লোকজন তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। এক পর্যায়ে গহীন জঙ্গলে রক্তাক্ত অবস্থায় তার নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। থানচি থানার ওসি নাসির উদ্দিন মজুমদার জানান, কে বা কারা কীভাবে হত্যা করেছে, তা এখনও জানা যায়নি। তবে তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।

উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম শাটডাউন

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) উপাচার্যের পদত্যাগের একদফা দাবিতে প্রশাসনিক কার্যক্রম শাটডাউন করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২টায় প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় বিক্ষোভ করেন আন্দোলনরতরা। সাড়ে ১২টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সব দফতর থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস কক্ষ ত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়। এরপর বিক্ষোভ মিছিলসহ প্রতিটি দফতরে গিয়ে কক্ষে থাকা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলনে সহযোগিতা করার জন্য কক্ষ ত্যাগের অনুরোধ জানানো হয়। সব কক্ষ থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বের হলে কলাপসিবল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আবারও বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে নিচতলায় অবস্থান নেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। সেখানে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগানে স্লোগানে ফেটে পড়েন তারা। উপাচার্য পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থী মোশারেফ হোসেন বলেন, এপ্রিল মাসে টানা ১৮টি দিন চার দফা দাবি আদায়ে আমরা আন্দোলন করেছি। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের মহাসড়ক অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। কিন্তু উপাচার্য একটি দিনের জন্যও আমাদের সঙ্গে কোনও ধরনের বৈঠকে বসেননি। এমনকি সেনাবাহিনী ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও তাকে ফোন করে পাননি। তিনি আরও বলেন, উপাচার্য যোগদানের পর থেকে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিলেও তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি। সর্বশেষ একজন শিক্ষার্থী অর্থ সংকটের কারণে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ওই শিক্ষার্থী আর্থিক সহায়তা চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তাও দেওয়া হয়নি। এমনকি আন্দোলন থামাতে উপাচার্য বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা ও সাধারণ ডায়েরি করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ২২ শিক্ষার্থীর নামে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়। এ কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে যোগ্যতা হারিয়েছেন। তা ছাড়া যোগদানের পর থেকে উপাচার্য ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসরদের পুনর্বাসনে ব্যস্ত থাকায় তার পদত্যাগের এক দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বলে জানান মোশারেফ। এর আগে চার দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। সেখানে উপাচার্যের কোনও ধরনের পদক্ষেপ না থাকায় এক দফা আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয় গেল ৪ মে।

সিলেটে আইনজীবী শাসমুল হত্যায় ছেলেসহ ৩ আসামির মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেটে চাঞ্চল্যকর অ্যাডভোকেট শামসুল ইসলাম হত্যা মামলায় নিহতের ছেলেসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড, একজনের ৩ বছর কারাদণ্ড এবং আরেক আসামিকে খালাস প্রদান করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সিলেটের বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক মো. শাহাদাৎ হোসেন প্রামাণিক এ রায় ঘোষণা করেন। অত্র আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট আনসারুজ্জামান ও আদালতের পেশকার আহমদ আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। রায়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতরা হলেন- নগরের মীরবক্সটোলার আজাদি ১১০ বাসার বাসিন্দা মসুদ ওরফে মাসুদ আহমদ চৌধুরী মুন্না। তিনি হত্যাকাণ্ডের শিকার নিহত অ্যাডভোকেট শামসুল ইসলামের ছোট ছেলে। সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের মৃত আব্দুল লতিফের ছেলে জাহের আলী ও সুনামগঞ্জের ছাতক থানার রাউলি গ্রামের সুরুজ আলীর ছেলে আনসার আহমদ। পাশাপাশি রায়ে তাদের প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা, আরেকটি ধারায় ৩ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। মামলার ওপর আসামি বোরহান উদ্দিনকে ২০১ ধারায় ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আরেক আসামি ইসমাইল হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে খালাস প্রদান করা হয়। মামলার বরাত দিয়ে আদালত সূত্র জানায়, ২০১১ সালের ১৭ জুলাই পবিত্র শবে বরাতের রাতে অনুমান সাড়ে ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে তৎকালীন সিলেট জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট শামসুল ইসলামকে নিজ বাসায় হত্যা করা হয়। হত্যার পর রাতেই লাশ সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের লামাকাজি এলাকায় সুরমা নদীতে নিয়ে ফেলা হয়। চাঞ্চল্যকর এই হত্যায় নিহতের বড় ছেলে মাহমুদ আহমদ চৌধুরী বাদী হয়ে সহোদর মসুদ ওরফে মাসুদ আহমদ চৌধুরী মুন্নাসহ ৫ জনের নামোল্লেখ করে কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলাটি প্রথমে তদন্ত করেন কোতোয়ালি মডেল থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) খায়রুল ফজল। পর্যায়ক্রমে মামলাটি র‌্যাব-৯-এ স্থানান্তর হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ইদ্রিছ আলী ৫ জনকে অভিযুক্ত করে ২০১২ সালের ১৩ মার্চ আদালতে অভিযোগপত্র (নং-৯১) দায়ের করেন। এরইমধ্যে গ্রেপ্তারের পর মামলার আসামি বুরহান উদ্দিন ও আনসার আহমদ আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়ে হত্যাকাণ্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেন। ২০১৫ সালের ১৫ মে সিলেটের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমান আসামিদের উপস্থিতিতে এ মামলার চার্জ গঠন করে বিচারকাজ শুরু করেন। মামলাটি বিচারের জন্য অত্র আদালতে স্থানান্তরিত হলে ১৪ বছরের মাথায় এ মামলার রায় ঘোষণা করা হয়।

ধর্মঘট প্রত্যাহার করায় ৩ দিন পর ভোলায় বাস চলাচল শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ভোলায় বাস ও সিএনজি শ্রমিকদের মারামারির প্রতিবাদে ধর্মঘটের তিন দিন পর প্রত্যাহার করেছে বাস শ্রমিক ইউনিয়ন। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে শ্রমিকদের নিয়ে বিশেষ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা আলোচনা শেষে দুপুর সোয়া ১টার দিকে বাস ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন বাস ও মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের জেলার সভাপতি মো. মিজানুর রহমান। তিনি সাংবাদিকদের জানান, ভোলা জেলা প্রশাসক মো. আজাদ জাহান, পুলিশ সুপার মো. শরীফুর হক ও ভোলা নৌবাহিনীর কন্টিজেন্ট কমান্ডসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের কাছে আমাদের দাবিগুলো তুলে ধরেছি। তাদের আশ্বাসে আমরা বাস ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছি। রোববার বিকেল আনুমানিক ৫টার দিকে ভোলার বাংলাবাজার এলাকায় সড়কে সাইড দেওয়াকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। ওই খবর ভেদুরিয়া, লালমোহন ও কুঞ্জেরহাটে ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষের শ্রমিকদের মধ্যে। এ ঘটনার প্রতিবাদে রোববার সন্ধ্যা থেকে ভোলার ৫টি রুটে বাস ধর্মঘট ঘোষণা করে জেলা বাস ও মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন।

বরগুনায় বিয়ের দাবিতে প্রবাসীর বাড়িতে অনশনে বসা তরুণী গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : বরগুনার আমতলীতে বিয়ের দাবিতে প্রবাসীর বাড়িতে অনশন করা তরুণীকে (২১) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাতে আমতলী উপজেলার দক্ষিণ তালতলি গ্রামের কুয়েত প্রবাসী মহিউদ্দিন বিশ্বাসের বাড়ি থেকে ওই তরুণীর বিরুদ্ধে হওয়া মামলায় আদালতের নির্দেশে গ্রেপ্তার করা হয়। আমতলী থানার ওসি মো. আরিফুল ইসলাম গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে, গত শনিবার আমতলী উপজেলার বাসিন্দা কুয়েত প্রবাসী মহিউদ্দিন বিশ্বাসের বাড়িতে ১৬ বছরের প্রেমের সম্পর্কের অভিযোগ তুলে বিয়ের দাবিতে অনশন শুরু করেন ওই তরুণী। পরে এ ঘটনায় রোববার আমতলী সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মহত্যার প্ররোচনা ও হুমকি অভিযোগ তুলে অনশন করা ওই তরুণীর বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করেন প্রবাসী মহিউদ্দিন বিশ্বাসের ভাই আল-আমিন বিশ্বাস। পরে শুনানি শেষে আদালত আমতলী থানাকে মামলাটি এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন। এরপর রাতেই ওই তরুণীকে প্রবাসী মহিউদ্দিন বিশ্বাসের বাড়ি থেকে অনশনরত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়। আমতলী থানার ওসি মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, অনশন করা ওই কলেজছাত্রীর বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশে মামলা করা হয়েছে। এ মামলার কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার তাকে আদালতে হাজির করা হয়।

কক্সবাজারে সমন্বিত মানবিক সহায়তা জোরদারে ব্র্যাক ও ইউ'র চুক্তি

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারে সমন্বিত মানবিক সহায়তা জোরদার করার লক্ষ্যে ব্র্যাক ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। গত সোমবার রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে 'হিউম্যানিটারিয়ান-ডেভেলপমেন্ট কোএক্সিসটেন্স নেক্সাস টু এড্রেস রোহিঙ্গা ক্রাইসিস ইন কক্সবাজার' শীর্ষক একটি প্রকল্পের যাত্রা শুরু উপলক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার এবং ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ব্যয় সাশ্রয়, দক্ষতা, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি জবাবদিহিতা, সহাবস্থান এবং স্থানীয় জনসাধারণের ক্ষমতায়ন এ প্রকল্পের মূল ভিত্তি। এর মাধ্যমে ১ লাখ ২৫ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং প্রায় ২ হাজার ৫০০ জন স্থানীয় মানুষ (হোস্ট কমিউনিটি) উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নারী, যুব ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিশেষ গুরুত্ব পাবেন। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা সঙ্কট শুরু হওয়ার দীর্ঘ সাত বছর পরেও কক্সবাজারে শরণার্থী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী একটি দীর্ঘায়িত মানবিক সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। সহায়তা তহবিল কমে যাওয়া, বহুমুখী সামাজিক চাপ বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় সেবা দেওয়ার মতো চ্যালেঞ্জগুলো ওই অঞ্চলের সীমিত স্থানীয় সম্পদের ওপর আরো চাপ বাড়াচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই প্রকল্পটি মানবিক ও উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে একটি মধ্যমেয়াদি সমন্বিত সমাধানের পথ দেখাবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও সক্ষমতা বাড়ানো হবে, যা স্থানীয় জনসাধারণকে ক্ষমতায়িত করবে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ব্যয় সাশ্রয়ী সেবা নিশ্চিত করবে। সাড়ে ৪৪ লাখ ইউরো (প্রায় ৬২ কোটি টাকা) বিনিয়োগে ২৪ মাস মেয়াদি এ প্রকল্পটি কক্সবাজারের রোহিঙ্গা সম্প্রদায় ও স্থানীয় মানুষের জন্য কাজ করবে। এখান থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানবিক সংকট মোকাবিলার জন্য মডেল তৈরিতে অবদান রাখবে। এ উদ্যোগ বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘমেয়াদি মানবিক সংকট মোকাবিলায় একটি সমন্বিত, কার্যকর এবং টেকসই মানবিক সহায়তা কার্যক্রম নিশ্চিত করতে ব্র্যাক ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করে।

সুজানগরে তাঁতীদলের সাধারণ সম্পাদক বহিষ্কার

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনার সুজানগর উপজেলা জাতীয়তাবাদী তাঁতীদলের সাধারণ সম্পাদক মীর মোঃ আরিফকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত রোববার দলের গঠনতন্ত্র মোতাবেক তাকে বহিষ্কার করা হয়। দলীয় সূত্রে জানা যায়, মীর মোঃ আরিফ বেশ কিছুদিন ধরে দলীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের পাশাপাশি দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আসছিলেন। এ ব্যাপারে তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ওই নোটিশের কোন জবাব না দিয়ে উপরন্তু পাবনা জেলা কমিটিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর পাশাপাশি সংগঠনের পরিপন্থী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিলেন। এরই পেক্ষিতে গত ৪এপিল পাবনা জেলা জাতীয়তাবাদী তাঁতীদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক মোঃ বাহারুল বিশ্বাস ও সদস্য সচিব অধ্যাপক মোঃ নাজিম উদ্দিন সাগরের স্বাক্ষরিত এক পত্রে তাকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে বহিষ্কার করা। সুজানগর উপজেলা জাতীয়তাবাদী তাঁতীদলের সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান রোকন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গজারিয়ায় বোর্ড কারখানার হিসাব রক্ষকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় সাইফুল আলম (৪০) নামে একটি বোর্ড তৈরির কারখানার হিসাব রক্ষকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার হোসেন্দী ইউনিয়নের লক্ষরদী এলাকাধীন সুপার বোর্ড কারখানার বিশ্রামাগার থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত সাইফুল আলম কুমিল্লা জেলা দেবিদ্বার উপজেলার সাহার পাড় গ্রামের মমতাজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি উল্লেখিত ওই কারখানার হিসাব রক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সুপার বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন ছেলেটার বয়স খুবই কম কি কারনে এই ঘটনা ঘটলো আমরা তদন্ত করে দেখছি সে আমাদের ফ্যাক্টরিতে হিসাব রক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিল। এই বিষয়ে গজারিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, লাশ উদ্ধার করে পোস্ট ম্যাডামের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এ বিষয়ে গজারিয়া থান একটি অপমৃত মামলা হয়েছে তবে বিষয়টি পারিবারিক কলরহ কি না তদন্ত করে দেখতে হবে।

চিলমারীতে সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ৩, ফসল বিনষ্টের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : দৌলত উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের নগর মৌজার উদয়নগর, চর ভগবানন্দ দিয়ার, খাদিজা থাক এলাকার প্রায় তিন শো একোর জমির বাদাম, তিল, কাউন বিনষ্ট করে চলেছে মহিষের পাল দিয়ে কাশবন খাওয়ানোর নাম করে ঐ এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী মরা ঘোষ, আসারত আলী, বন্দর বেপারী, কামাল কাজী, কামাল মুন্সি, এলাহী, মন্দিল সহ বেশ কয়েক জন মিলে। বলে এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জানা গেছে উল্লেখিত ব্যক্তিরা মহিষ দিয়ে বাদাম খেত খাওয়ানোর প্রতিবাদ করতে গেলে এলাহী, কাইলা, হারুন ঘোষ সহ আরো কয়েকজন মিলে রুবেল হোসেন তার মা হাসিনা বেগম ও তার ভাতিজা রাজন কে বে ধরক মারপিট করে জখম করে। হাসিনা বেগম ও ও রাজেনকে দৌলতপুরে হাসছো কমপ্লেসে গত ২৯ এপ্রিল তারিখ ভর্তি করা হয়। সচেতন এলাকাবাসী এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

আল্লার দর্গায় ইসলামিয়া মেডিকেল শিশু মাতৃসেবা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আল্লার দর্গায় ইসলামিয়া মেডিকেল শিশু মাতৃসেরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বাজারের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গত শনিবার সকাল ১১ টায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মৌলানা শামসুল হক, ইদ্রিস আলী বিশ্বাস ইসলামিয়া মাদ্রাসা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আলহাজ্ব নুরুল্লাহ হাবিবি রোকন, মোঃ মনিরুল ইসলাম, দৌলতপুর উপজেলা ক্লিনিক মালিক সমিতির সভাপতি আবুল হোসেন, সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম (শাহীন) আর.এম.পি সভাপতি, ডাক্তার সুমন আলী, পল্লী চিকিৎসক জমশেদ আলী মিন্টু, আল্লার দর্গা বাজার কমিটির সভাপতি মিন্টু লস্কর, লাভলু মাস্টার, খন্দকার আরিফুজ্জামান, সভাপতিত্ব করেন ইসলামিয়া মেডিকেল শিশু মাতৃ সেবা ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক, অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আল্লারদর্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি খন্দকার জালাল উদ্দীন। বক্তারা সুন্দরভাবে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করার জন্য তাদের চিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান শেষে দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

ঈদগাঁওতে ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ক্যাসিনো কান্ডের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি- ইউসিবি ঈদগাঁও বাজার উপশাখার ৩৮ লক্ষ টাকা আত্মসাতের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক তোলপাড় চলছে। ব্যাংকের গ্রাহকরা তাদের আমানত নিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছেন। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির ক্যাশ কর্মকর্তাকে পুলিশে দেয়া হয়েছে। আত্মসাকৃত টাকা থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সংগঠিত ঘটনায় দূর্নীতি দমন কমিশন- দুদক কক্সবাজার জেলা সমন্বিত কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নানা গড়িমসি করেন প্রতিষ্ঠানটির উপশাখা ইনচার্জ মোঃ আব্দুল্লাহ প্রাপ্ত তথ্যে প্রকাশ, এ ব্যাংকের ঈদগাঁও বাজার উপশাখায় কর্মরত ক্যাশ অফিসার ফরহাদ প্রতিষ্ঠানটির ৩৮ লক্ষ টাকা বিশেষ কৌশলে আত্মসাৎ করেছেন। এ টাকা প্রথমে তিনি তার বিকাশ একাউন্টে ট্রান্সফার করেন। পরে সেখান থেকে ক্যাসিনো একাউন্টে প্রদান করেন। আত্মসাৎকৃত টাকা তিনি গেম খেলায় ব্যয় করেছেন বলে জানান উপশাখা ইনচার্জ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। তবে এ ব্যাপারে ইনচার্জের কাছে বিস্তারিত জানতে চাইলে তিনি সংশ্লিষ্ট তথ্য দিতে নানা গড়িমসি করেন। তাকে দেশ, জাতি ও গ্রাহক সাধারণের আমানতের নিরাপত্তার বিষয়টি বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হলেও এটি অফিসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে এড়িয়ে যেতে থাকেন। প্রতিবেদক নাছোড় বান্দার মত স্পর্শকাতর এ বিষয়ে বারবার তথ্য চেয়েও প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাইনি। একপর্যায়ে তিনি আত্মসাতের বিষয়টি স্বীকার করেন। বলেন, হিসাব প্রতিবেদন পরীক্ষা কালে বিষয়টি তাদের নজরে আসে। সাথে সাথে তিনি ব্যাংকটির ঈদগাঁও শাখার ব্যবস্থাপককে বিষয়টি অবহিত করেন। ঈদগাঁও শাখার ব্যবস্থাপক এ ব্যাপারে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের লিগ্যাল উইংকে জানান বলে জানিয়েছেন উপশাখা ইনচার্জ। পরে তাদের পরামর্শ মত দূদকের কক্সবাজার জেলা কার্যালয়ে অভিযোগ দেন। অভিযুক্ত ক্যাশ কর্মকর্তাকে ঈদগাঁও থানা পুলিশের হেফাজতে দেয়া হয়েছে। খবর পেয়ে অভিযুক্তের পিতা ও মাতা পরদিন উপশাখা কার্যালয়ে আসেন।

সম্পাদকীয়

পরিবেশ বিধ্বংসী ইটভাটার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান জরুরি

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য তিন জেলা–এই অঞ্চলগুলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এবং পরিবেশগত দিক থেকে সংবেদনশীল। অথচ এসব এলাকার বুকে গজিয়ে উঠছে একের পর এক পরিবেশ বিধ্বংসী অবৈধ ইটভাটা। বনজ সম্পদ নিধন ও পরিবেশ দূষণের দায়ভার নিয়ে এই ভাটাগুলো যেন পরিণত হয়েছে এক নীরব দুর্যোগে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বিভাগের ১ হাজার ৬৩৬টি ইটভাটার মধ্যে ৯৭৬টিই অবৈধ। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী, বন, জলাভূমি, কৃষিজমি কিংবা পাহাড়ি অঞ্চলে ইটভাটা স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বছরের পর বছর চলছে দেদারসে বনের কাঠ পুড়িয়ে ইট তৈরি। পাহাড়ি এলাকা থেকে চোরাই পথে কাঠ কেটে তা ব্যবহার করা হচ্ছে এসব ভাটায় জ্বালানিরূপে। ফলে শুধু বনভূমিই নয়, হুমকির মুখে পড়ছে স্থানীয় পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং জনগণের স্বাস্থ্য। সাম্প্রতিক সময়ে গঠিত মনিটরিং কমিটি কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে–বেশ কিছু অভিযানে ২৫০টির বেশি ইটভাটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বন বিভাগের কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে ইটভাটাগুলোর ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরেছেন। মনিটরিং কমিটির পক্ষ থেকে বনের গা ঘেঁষা ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়–অভিযানের পর ভাটা আবারও চালু হয় কীভাবে? দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে এই দুর্নীতি ও অবহেলার চক্র কখনোই ভাঙবে না। পরিবেশ রক্ষায় আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর সমন্বয় এখন সময়ের দাবি। শুধু অভিযান নয়, প্রয়োজন প্রতিরোধ ও প্রতিকার উভয় কৌশলের। অবৈধ ভাটা চিহ্নিত হওয়ার পর তা পুনরায় চালু হলে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। একইসঙ্গে স্থানীয় জনগণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে পরিবেশ রক্ষায় সামাজিক প্রতিরোধ। আমরা আশা করি, সরকারের চলমান উদ্যোগ কার্যকর রূপ নেবে, এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এলাকাগুলো অবৈধ ইটভাটার ভয়াল থাবা থেকে মুক্ত হবে। নইলে অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয় জাতীয় পর্যায়ের দুর্যোগে রূপ নিতে সময় লাগবে না।

অবহেলার এক দশক–রাঙামাটি মেডিকেল কলেজের স্থবিরতা কার ব্যর্থতা?

দশটি বছর পেরিয়ে গেলেও আজও রাঙামাটি মেডিকেল কলেজের নিজস্ব ঠিকানা নেই। নেই স্থায়ী ভবন, নেই প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষ, নেই আধুনিক ল্যাব কিংবা আবাসন সুবিধা। অথচ এই মেডিকেল কলেজটি প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিল একটি মহৎ উদ্দেশ্য–পার্বত্য চট্টগ্রামের জনপদের মানুষের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং পিছিয়ে পড়া পাহাড়ি এলাকার শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথ সহজ করা। ২০১৪ সালে যখন রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের সিসিইউ ভবনে কলেজটির অস্থায়ী যাত্রা শুরু হয়, তখন হয়তো কেউ কল্পনাও করেনি, এক দশক পরেও তার শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ সংকটে বাইরে দাঁড়িয়ে ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করবে। যেখানে প্রয়োজন ১৬টি শ্রেণিকক্ষ, সেখানে আছে মাত্র পাঁচটি। নেই মানসম্পন্ন ল্যাব বা ছাত্রাবাস। শিক্ষক সংকটও প্রকট। শিক্ষার্থীরা মেধা দিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলেও, প্রতিষ্ঠানটির কাঠামোগত দীনতায় তাদের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আরও উদ্বেগজনক ব্যাপার হলো, প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও মাটি পরীক্ষা শেষে প্রকল্পের নকশা প্রস্তুত হলেও 'ডিপিপি' এখনও একনেকের অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়ে আছে। প্রশ্ন জাগে–একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যার সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার জড়িত, তা কেন এইভাবে আটকে থাকবে? এ অবস্থার দায় কার? কেন বছরের পর বছর পরিকল্পিত অবস্থায় পড়ে থাকবে একটি মেডিকেল কলেজের স্বপ্ন? কতটা উপেক্ষা করলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়? সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যখন বিস্ময়কর গতিতে এগোচ্ছে, তখন রাঙামাটি মেডিকেল কলেজের মতো একটি প্রতিষ্ঠান স্থায়ী রূপ না পাওয়া অত্যন্ত লজ্জার। পার্বত্য অঞ্চলের প্রতি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মনোযোগ কতটা সীমিত, এই উদাহরণ তার অন্যতম প্রমাণ। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন দ্রুত পদক্ষেপ নেবে। রাঙামাটি মেডিকেল কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাসের ডিপিপি যেন অবিলম্বে একনেক সভায় অনুমোদন পায়–এটাই এখন সময়ের দাবি। এটি কেবল একটি অবকাঠামো নির্মাণ নয়, এটি একটি অঞ্চলের মর্যাদা ও সমান সুযোগ দেওয়ার প্রতীক। রাঙামাটির ভবিষ্যৎ চিকিৎসকরা আর যেন 'অস্থায়ী' পরিচয়ে ক্লাস করতে না হয়–এই প্রত্যাশাই রইল।

গ্রীষ্মে লোডশেডিং–দায় শুধু তাপমাত্রার নয়, পরিকল্পনারও

গ্রীষ্ম এলেই বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সংকট যেন এক চিরচেনা দুর্যোগের নাম হয়ে ওঠে। চলতি এপ্রিল মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফের শুরু হয়েছে লোডশেডিং। বিদ্যুৎ চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে যে ফাঁক তৈরি হয়েছে, তার পেছনে কেবল তাপমাত্রা বা মৌসুম দায়ী নয়–এর গভীরে রয়েছে দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনার ঘাটতি এবং আর্থিক জটিলতা। সরকারি তথ্যানুযায়ী, গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চাহিদা ১৮ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অথচ উৎপাদন সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভারতের গোড্ডায় অবস্থিত আদানি গ্রুপের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারিগরি ত্রুটি। দুটি ইউনিটই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একসময় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ সরবরাহে বড় ঘাটতির মুখে পড়ে। যদিও এক ইউনিট পরে সচল হয়, তবু এমন বিদেশনির্ভর সরবরাহ ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এরই মধ্যে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে সরকারের কয়েক মাসের বিল বাকি রয়েছে। এতে তারা পুরো সক্ষমতায় উৎপাদন চালাতে পারছে না। অথচ এই মুহূর্তে তাদের সহযোগিতা ছাড়া বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবিলা সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় দায় এড়ানো নয়, বরং দায়িত্ব নিয়ে সমস্যার বাস্তব সমাধান খোঁজা জরুরি। একসময় শহরের মানুষকে খুশি রাখতে গ্রামীণ এলাকায় বৈষম্যমূলকভাবে বেশি লোডশেডিং দেওয়া হতো–সেই প্রথা থেকে সরে এসে এবার সরকার শহর-গ্রামভিত্তিক সমান লোডশেডিং বিতরণের কথা বলছে। এটি এক ধরনের ন্যায্যতার বার্তা হলেও, বিদ্যুৎ সংকট ব্যবস্থাপনায় মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত–লোডশেডিং না দেওয়ার মতো সক্ষমতা তৈরি করা। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টার মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, সরকারি পর্যায়ে কিছু প্রস্তুতি সত্ত্বেও এবারের গ্রীষ্মে বিদ্যুৎ সরবরাহে গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। সেই প্রেক্ষাপটে জনগণের জন্য এ এক অনিশ্চয়তার বার্তা। ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট শুধু ভোগান্তি নয়, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আমরা যদি সত্যিই একটি কার্যকর ও টেকসই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চাই, তবে এখনই সময় আর্থিক দায় মেটানো, নির্ভরযোগ্য জ্বালানি উৎস নিশ্চিত করা এবং ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা আনা। প্রতি বছর গ্রীষ্ম এলেই বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে হতাশার গল্প যেন আর না লিখতে হয়–সেই চেষ্টাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

সরকারি তথ্যানু-যায়ী, গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চাহিদা ১৮ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অথচ উৎপাদন সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভারতের গোড্ডায় অবস্থিত আদানি গ্রুপের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারিগরি ত্রুটি। দুটি ইউনিটই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একসময়

দেশে সাংবাদিকতাই শ্রেষ্ঠ পেশা হবে কবে?

মো: হায়দার আলী

দেশের উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহর থেকে প্রকাশিত ৪৫৬টি স্থানীয় সংবাদপত্রের মধ্যে ২৭৫টি (৬০.৩১%) সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। অনিয়মিত অর্থাৎ বিজ্ঞাপন পেলে অথবা অর্থসংস্থান হলে ১৮টি (৩.৯৫%) সংবাদপত্র প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিস্টস নেটওয়ার্ক (বিআইজেএন) এর এক জরিপ এ তথ্য উঠে এসেছে। গত শনিবার ওই জরিপের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। জরিপের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, মার্চের করোনা সংক্রমণ শুরুর পর থেকে প্রায় সব স্থানীয় সংবাদপত্র পুরোপুরি কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে এসব কাগজের মধ্য থেকে উল্লিখিত সংখ্যক সংবাদপত্র নিয়মিত এবং অনিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। কমপক্ষে ছয়টি জেলায় কোনো সংবাদপত্র আর প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। সব মিলিয়ে এই জরিপে স্থানীয় সংবাদপত্র বন্ধে আর্থিক সংকটকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে বিআইজেএন। জরিপে রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও ঢাকা বিভাগের ৩৪টি জেলার ৪৫৬টি স্থানীয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার উপরে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মিডিয়াভুক্ত সংবাদপত্রগুলোর তালিকার ভিত্তিতে নয়, স্থানীয়ভাবে যে-সব সংবাদপত্র করোনাকালের আগে প্রকাশিত হতো- সেগুলো জরিপের আওতায় আনা হয়। জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল ২৩ জুন থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত। প্রাথমিকভাবে 'উদ্দেশ্যভিত্তিক দৈবচয়ন নমুনায়ন' পদ্ধতিতে জেলা নির্বাচন করা হয়। এখানে মূল নির্ণায়ক ছিল ঢাকা শহরের বাইরে স্থানীয় পত্রিকাগুলোকে গবেষণার আওতায় নিয়ে আসা। এরপরে দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্র নির্বাচন করা হয় প্রচার, পাঠকের কাছে পৌঁছানো এবং নিয়মিত প্রকাশের ধরনের ভিত্তিতে। স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো সম্পর্কে ধারণা নেওয়া ছিল এই জরিপের মূল লক্ষ্য। সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ে জানতে স্থানীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ মানুষ মিলিয়ে ২৮৭ জনের মতামত সংগ্রহ করে বিআইজেএন। তাদের মধ্যে ৮৬.৪১ শতাংশ মনে করেন স্থানীয় পর্যায়ের সংবাদপত্র ওই স্থানের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে থেকে কখনো কখনো ব্যক্তি ও গোষ্ঠীপর্যায়ের দুর্নীতি, অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার, অতিব্যবহার, নানাবিধ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইন বহির্ভূত ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম কানুন ভঙ্গের খবর প্রচারের এক-একটি মাধ্যম ছিল। যদিও এতে ব্যাপক মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী পর্যায়ে নানাবিধ বাধা বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টাও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, ওসব খবরগুলো কোনো না কোনোভাবে এক বা একাধিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো। এসব পত্রিকা চালু থাকলে করোনাকালে নানা খবরাখবর ও তথ্য প্রকাশিত হতো। এদের কেউ কেউ মনে করেন, স্থানীয়রা খুব সহজে এসব সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের কাছে যেতে পারতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব খবর কোনো না কোনো স্থানীয় কাগজে ছাপা হতো। স্থানীয় কাগজে যে সব খবরাখবর পাওয়া যায় তার অধিকাংশই জাতীয় সংবাদমাধ্যমে স্থান পায় না। কিছু জাতীয় পত্রিকায় এই ধরনের খবরগুলো সামান্য ছাপা হলেও বিস্তারিত পাওয়া যায় না। ৮৬.৪১ শতাংশের একটি অংশ জানান, স্থানীয় প্রশাসন বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং তাদের অনুসারীরা স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের কারণে কিছুটা হলেও চাপের মধ্যে থাকতো। ৮.৭২ শতাংশ আবার কিছুটা ভিন্ন মতামত দেন। তাদের মতে, এসব সংবাদপত্রের মাধ্যমে নানা ধরনের সাংবাদিকতা বহির্ভূত অপকর্ম করা হতো। সাংবাদিক নাম ভাঙিয়ে তারা নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক পক্ষের সঙ্গে অবৈধভাবে যুক্ত ছিল। এর বাইরে ৪.৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী সংবাদপত্র বন্ধ নিয়ে কোনো ধরনের মতামত জানাননি। ওই জরিপে বিআইজেএন তাদের কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে। এগুলো হলো- স্থানীয় পর্যায়ে বিশাল সংখ্যক সংবাদপত্র বন্ধ ও অনিয়মিত হওয়ার ফলে জনগণের সংবাদ প্রাপ্তির বিষয়টি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় নানা পর্যায়ের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে, নানামাত্রিক কর্তৃত্বপরায়ণতা বৃদ্ধির ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। প্রশাসনের এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্তরকেন্দ্রিক খবর প্রাপ্তির দূরত্ব বেড়েছে। তৃণমূলের সঙ্গে খবর প্রাপ্তিতে একক কেন্দ্রিকতার সৃষ্টি হতে পারে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার এবং সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপরে সংবাদপত্র বন্ধের কারণে একটি বড় মাত্রার দুর্বলতা দেখা দেবে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্রমাগত দুর্বলতা আরও সংকীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়বে। যা পুরো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কাঠামোর জন্য একটি বড় ধরনের ক্ষতি। স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও মুক্ত সংবাদমাধ্যমে পেশাদার সাংবাদিকতায় আগ্রহীদের সংখ্যা কমে যাবে। সংবাদপত্রের অবস্থা সারাবিশ্বে কোথাও ভালো নেই। চলমান করোনাকালে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়েছে। সংবাদপত্রের ইতিহাসে এমন অবস্থা অতীতে আর কখনো হয়নি। করোনা কারণে বিশ্ব একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা অভূতপূর্ব। সব দেশের অর্থনীতিই ভেঙ্গে পড়েছে। বিশ্ব অর্থনীতি সর্বকালের সবচেয়ে ভয়াবহ মন্দার সম্মুখীন। অর্থনীতির অবর্ণনীয় দুর্দশায় প্রতিটি দেশের এমন কোনো খাত নেই যা, আক্রান্ত ও বিপন্ন দশায় উপনীত না হয়েছে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। করোনার ধাক্কা সব ক্ষেত্রে লেগেছে। সবচেয়ে বেশি লেগেছে সংবাদপত্র, ব্যাপক অর্থে মিডিয়ায়। সংবাদপত্রের আয়ের উৎস সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন। করোনাকালে এ দু'টি উৎসই অতিশয় ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। লকডাউনের সময় সংবাদপত্র দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় তো পরের কথা, জেলা শহরেও পাঠানো সম্ভব হয়নি। লকডাউন উঠে যাওয়ার পর সার্কুলেশন সামান্য বেড়েছে। তবে এখনো সাবেক অবস্থায় যেতে অনেক বাকী। আদৌ সাবেক অবস্থায় যাবে কিনা তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। বিজ্ঞাপন কমেছে বললে ভুল হবে, নেই বললেই চলে। এমতাবস্থায়, সংবাদপত্রগুলো চরম আর্থিক সংকটে পতিত হয়েছে। এর ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ধ্বংসোন্মুখ সংবাদপত্র রক্ষায় কর্তৃপক্ষীয় তরফে নানা রকম পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে। কোনো কর্তৃপক্ষ বেতন কমিয়ে দিয়েছে সাংবাদিক ও কর্মচারীদের, কোনো কর্তৃপক্ষ কর্মী ছাঁটাইয়ের পথ বেছে নিয়েছে, কোনো কর্তৃপক্ষ আবার অনেককে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়ে দিয়েছে বিনা বেতনে। সাধারণভাবে সব সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষই পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা, প্রচার সংখ্যা ও রঙিন পৃষ্ঠা কমিয়ে দিয়েছে। এভাবে ব্যয় কমিয়ে, খরচ বাঁচিয়ে সংবাদপত্র রক্ষা করা যাবে কিনা, সে ব্যাপারে সকলে একমত নয়। এখন পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকটি সংবাদপত্রে বেতন হচ্ছে। আর সব অনিয়মিত বেতনের বৃত্তে ঢুকে পড়েছে। আগেও অনেক সংবাদপত্রে অনিয়মিত বেতন হতো। এখন এক বেতন থেকে আরেক বেতনের মধ্যে গ্যাপ আরো বেড়েছে। এই দুঃসময়ে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের কর্মীরাই সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও অসহায় হয়ে পড়েছে। পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা ভবিষ্যতে টিকে থাকবে কিনা সে ব্যাপারেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সংবাদপত্রের এই মারাত্মক অস্তিত্ব সংকটের সময়ে সরকারের সহযোগিতা অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হলেও এখন পর্যন্ত সরকারের তরফে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। সরকার সকল খাতেই প্রণোদনা দিয়েছে, সহায়তা দিয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ছাড় দিয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম সংবাদপত্র, যাকে কোনো কিছুই দেয়া হয়নি। সংবাদপত্র মালিক সমিতি বিভিন্ন সময়ে সরকারের নানা পর্যায়ে দেনদরবার, আলাপ-আলোচনা করেছে। প্রস্তাব ও দাবিনামা পেশ করেছে। এসব কোনো কিছুই এখন পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। এ ব্যাপারে সংবাদপত্র মালিক সমিতির বক্তব্য: সংবাদপত্র সেবাশিল্প হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কোনো সুবিধা পাচ্ছে না। যেমন তৈরি পোশাক শিল্প মুনাফা অর্জনকারী শিল্প হওয়া সত্ত্বেও এর করপোরেট ট্যাক্স ১০ থেকে ১২ শতাংশ। সংবাদপত্র সেবাশিল্প হওয়া সত্ত্বেও করপোরেট ট্যাক্স ৩৫ শতাংশ। এবারের বাজেটে সব শিল্পের জন্য ২ দশমিক ৫ শতাংশ করপোরেট ট্যাক্স কমানো হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্রের করপোরেট ট্যাক্স ১০ থেকে ১৫ শতাংশ করা জরুরি ছিল। আয়কর অধ্যাদেশ অনুসারে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন-আয়ের ওপর টিডিএস ৪ শতাংশ এবং উৎসস্থলে কাঁচা মালের ওপর এআইটি ৫ শতাংশ-সহ মোট ৯ শতাংশ। অধিকাংশ সংবাদপত্রের মোট আয়ে ৯ শতাংশ লভ্যাংশই থাকে না। এই প্রেক্ষিতে টিডিএস ৪ থেকে ২ শতাংশ ও এআইটি শূন্য হওয়া উচিত। অপর পক্ষে মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইনে সংবাদপত্র ভ্যাট থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিল্পের তালিকাভুক্ত। এ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল নিউজপ্রিন্ট, যা খরচের অর্ধেকের বেশি। অথচ সংবাদপত্রকে ভ্যাট দিতে হচ্ছে ১৫ শতাংশ। সংবাদপত্র মালিক সমিতির মতে, নিউজপ্রিন্ট আমদানির ক্ষেত্রে সংবাদপত্রকে সম্পূর্ণ ভ্যাটমুক্ত করতে হবে, কিংবা সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ ভ্যাট নির্ধারণ করতে হবে। করোনাকাল সংবাদপত্রকে যে গভীর সংকটে নিক্ষিপ্ত করেছে, তাতে মালিক কর্তৃপক্ষের সামনে আয় বাড়ানোর কোনো সুযোগ খোলা নেই। আগে অস্তিত্ব রক্ষা, পরে অন্য কিছু। এজন্য প্রণোদনা ও সহযোগিতা দরকার। সেটা দিতে পারে সরকার। সংবাদপত্র মালিক সমিতি তার এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে প্রণোদনা, সহজ শর্তে ঋণ এবং সরকারের কাছে বিজ্ঞাপনের বিল বাবদ পাওনা টাকা প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে। সব শিল্প ও খাত যদি প্রণোদনা ও সরকারি সহায়তা পায় তবে শিল্প হিসাবে বিশেষ করে সেবাশিল্প হিসাবে সংবাদপত্র কেন পাবে না, সেটা অবশ্যই যৌক্তিক প্রশ্ন। ঋণ সুবিধা পাওয়া সব শিল্পেরই অধিকার। অন্য শিল্প পেলে সংবাদপত্র পাবে না কেন? সেবাশিল্প হিসেবে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার অধিকার নিশ্চয় সংবাদপত্রের আছে। এই মুহূর্তে যখন ব্যাপক আর্থিক সংকটে, তখন সরকারের কাছে পাওনা বিজ্ঞাপনের বিলের টাকা পেলে সংবাদপত্রগুলো শ্বাস নিতে পারে, সাংবাদিক ও কর্মীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য খরচ নির্বাহ করা সম্ভবপর হতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না, কোনো সংবাদপত্র টিকিয়ে রাখা ও আয় বাড়ানোর দায়িত্ব এর উদ্যোক্তা বা মালিকের। এ ব্যাপারে তাকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আগেই বলা হয়েছে, সংবাদপত্রের আয়ের উৎস সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন। সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সেদিকে সার্বক্ষণিক নজর নিয়োজিত রাখতে হবে। যেহেতু সংবাদপত্র একটি পণ্যও বটে, সুতরাং সেই পণ্যটি যারা কিনবে সেই ক্রেতা-পাঠাকের পছন্দের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। সততা, বিশ্বা যোগ্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তার অপরিহার্য শর্ত। আর জনপ্রিয়তা সার্কুলেশন বাড়ার প্রধান কারণ। বিজ্ঞাপন বাড়ার ক্ষেত্রে বর্ধিত সার্কুলেশন নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায় থেকেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়। আমাদের দেশে সরকারি বিজ্ঞাপনই বিজ্ঞাপনের প্রধান প্রবাহ। বেসরকারি বিজ্ঞাপনের প্রবাহ এখনো ক্ষীণ। সরকারের বিজ্ঞাপনের একটা নীতিমালা আছে। তবে সে নীতিমালা অনেক সময় মান্য হতে দেখা যায় না। বিজ্ঞাপনের জন্য সরকারের বাজেট সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আবার বিজ্ঞাপন বণ্টনের ক্ষেত্রেও সরকারের ইচ্ছাই আসল। সরকারবিরোধী সংবাদপত্র সব সময় সব সরকারের আমলেই বঞ্চিত হয়। নানাভাবে সরকার সংবাদপত্রগুলোকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। এজন্য বিজ্ঞাপনকে হাতিয়ার হিসাবে কখনো কখনো ব্যবহার হতে দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের পাওনা বিলের টাকা যথাসময়েই পরিশোধ করার কথা। এ টাকা আটকে রাখার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে না। বিজ্ঞাপন বিলের টাকা সময়মতো পাওয়া গেলে সংবাদপত্রের আর্থিক সংগতি বাড়ে এবং এর সুফল সংশ্লিষ্ট সকলেই পেতে পারে। সংবাদপত্রশিল্প আর পাঁচটা শিল্পের মতো নয়। সেবাশিল্পের মধ্যেও সংবাদপত্র আলাদা। সংবাদপত্র তথ্যের বাহন। দেশবিদেশের বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয় সংবাদপত্র। শুধু তথ্য নয়, মতামত, মতবাদ, জ্ঞানের নানা বিষয় পাঠককে উপহার দেয়। সংবাদপত্র সব সময় সত্য, ন্যায় ও মানবতার পক্ষে ভূমিকা পালন করে। বস্তুনিষ্ঠতাই তার চালিকাশক্তি। সংবাদপত্র মতামত গঠন, প্রচার ও প্রসারে অবদান রাখে। যেকোনো বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের অবদান অগ্রবর্তী। সংবাদপত্র জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করে। জনমত তুলে ধরে, জন ইচ্ছা বিজ্ঞাপিত করে সরকারকে সহযোগিতা করে। অন্যদিকে জনস্বার্থে গৃহীত সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম, তার ভালো-মন্দ ইত্যাদি তুলে ধরে তথ্য ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে জনগণকে ক্ষমতায়িত করে। সংবাদপত্র একটি দেশের হুইপের কাজ করে, সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলে। পার্লামেন্ট না থাকলে পার্লামেন্টের কাজ করে। সংবাদপত্র ছাড়া আজকে কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের কথাই কল্পনা করা যায় না। সংবাদপত্রকে বলা হয় ফোর্থ স্টেট। সুতরাং এই ফোর্থ স্টেটকে তার ভূমিকা ও অবদানের কথা মাথায় রেখেই সরকারের উচিত সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা। এ কথা কে না জানে, এ দেশে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনে সংবাদপত্র পতাকাবাহীর ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় বিবেকের কণ্ঠস্বর হিসেবে ভূমিকা রেখেছে সাংবাদিকরা। তারা তাদের অত্যুজ্জ্বল মেধা, মনন ও সৃজনশীলতা দিয়ে আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছে। ভয় ছিল, শঙ্কা ছিল, কিন্তু দায়িত্ব পালনে তা কখনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সাহসিকতা কিংবদন্তি তুল্য। অন্যান্য মিডিয়ার বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও তার সংবাদকর্মীরাও এই একই ভূমিকা রাখছে। তাদের অবস্থাও সংবাদপত্রের চেয়ে ভালো নয়। সরকারের অনেকেই গর্ব করে বলে থাকেন, বর্তমান সরকার সংবাদপত্র ও মিডিয়াবান্ধব। দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, এই সরকারের আমলে যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যত টিভি চ্যানেল সম্প্রচারে এসেছে অতীতে কোনো সরকারের আমলেই সেটা দেখা যায়নি। তাদের এ কথায় দ্বিমত পোষণের সুযোগ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এত সংবাদপত্র, এত টিভি চ্যানেলের দরকার কি ছিল, যদি সেসব টিকেই না থাকে? বর্তমানে দেশে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা এক হাজার ২৭৭টি। এরমধ্যে জাতীয় বাংলা দৈনিক ২১৮টি, আঞ্চলিক বাংলা দৈনিক ২৯৩টি এবং ইংরেজি দৈনিক ৪০টি। মন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, লাখের ওপরে প্রচার সংখ্যার বাংলা দৈনিকের মধ্যে রয়েছে, ভোরের কাগজ, আমাদের নতুন সময়, মানবকণ্ঠ, প্রতিদিনের সংবাদ, ইনকিলাব, বাংলাদেশের খবর, আমার সংবাদ, আমাদের অর্থনীতি, মানবজমিন, ভোরের ডাক, আমার বার্তা, আলোকিত বাংলাদেশ, ভোরের পাতা, নবচেতনা, ঢাকা প্রতিদিন, বর্তমান, মুক্ত খবর, আজকালের খবর, আজকের বিজনেস বাংলাদেশ, বণিক বার্তা, জনতা, খোলা কাগজ, গণকণ্ঠ, জনবাণী, সকালের সময়, হাজারিকা প্রতিদিন, স্বাধীন বাংলা, সংবাদ প্রতিদিন, ভোরের দর্পণ, সময়ের আলো, যায়যায়দিন, আমার সময়, লাখো কণ্ঠ, গণমুক্তি, বাংলাদেশের আলো, শেয়ার বিজ কড়চা, খবর ও সমাজ সংবাদ। আঞ্চলিক দৈনিকের মধ্যে প্রচার সংখ্যায় শীর্ষে রয়েছে বরিশালের আজকের বার্তা (৮০ হাজার ৫০)।

এছাড়া ৫০ হাজারের বেশি প্রচার সংখ্যার আঞ্চলিক পত্রিকার মধ্যে আছে বগুড়ার করতোয়া, চট্টগ্রামের পূর্বকোণ ও আজাদী, বগুড়ার চাঁদনীবাজার এবং বরিশালের আজকের পরিবর্তন। প্রচার সংখ্যায় শীর্ষ দশে থাকা ইংরেজি দৈনিকের মধ্যে রয়েছে ডেইলি স্টার, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ঢাকা ট্রিবিউন, ইনডিপেনডেন্ট, অবজারভার, বাংলাদেশ পোস্ট, এশিয়ান এজ, ডেইলি ট্রাইব্যুনাল ও বাংলাদেশ টুডে। পরিশেষে বলবো, সংবাদপত্রের যে সংকট, তা মালিক কর্তৃপক্ষের একার পক্ষে সামাল দেয়া সম্ভব নয়। এজন্য সরকারকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সংবাদপত্র মালিক সমিতি যে-সব দাবি ও প্রস্তাব দিয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব তা বাস্তবায়ন করতে হবে। সংবাদপত্রের সুরক্ষাই কেবল নয়, সাংবাদিকদের সুরক্ষায়ও পদক্ষেপ নিতে হবে। সংবাদপত্র মালিক সমিতি, সম্পাদক পরিষদ, সাংবাদিক ইউনিয়ন ও সরকার পক্ষকে একসঙ্গে বসে একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সংবাদপত্রকে তার স্বাধীন নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ সাহসী ভূমিকা অব্যাহত রাখার কোনো বিকল্প নেই। কেননা, যেকোনো সভ্য ও সম্ভাবনাময় জাতির অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য এটা অপরিহার্য। এজন্য বিজ্ঞজনেরা সংবাদপত্রকে রাষ্ট্রের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ-অর্থাৎ আইন বিভাগ (প্রশাসন বিচার প্রতিরক্ষা (উবভবহপব)-রাষ্ট্রের এ গুরুত্বপূর্ণ চার স্তম্ভের পরে পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন। রাষ্ট্রের অন্যান্য স্তম্ভ যখন অদক্ষতা, নিষ্ক্রিয়তা ও অযোগ্যতার পরিচয় দেয়, তখন এ পঞ্চম স্তম্ভ সেগুলোকে যথাযথভাবে সক্রিয় রাখার ক্ষেত্রে উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। তাই জাতীয় উন্নয়নে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সৎ, মেধাবী, যোগ্য, তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা এখন সংবাদপত্রে ঢুকছে। পরিস্থিতি একদিন পাল্টাবেই। তখন বাংলাদেশে বসে আমিই মার্কেসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলব, সাংবাদিকতাই হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পেশা। আমরা নিঃস্বের কাতারে নেই, আমরাই শ্রেষ্ঠ। প্রধান উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্টদের প্রচারমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ব্যাপারে সুদৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে সচেতন মহল মনে করেন।

লেখক: মো: হায়দার আলী; শিক্ষক, সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিষ্ট

বাসযোগ্যতা সূচকে ঢাকা কেন এত পিছিয়ে

আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার

বিশ্বজুড়ে ১৭৩টি শহরের বাসযোগ্যতা সূচকে প্রকাশ করে আসছে লন্ডন ভিত্তিক ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। প্রতিবেদনটি ২০১৫ সাল থেকে পাঁচটি মানদন্ডে এই জীবন মানের মূল্যায়ন করে আসছে, যেমন স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ, শিক্ষা এবং অবকাঠামো। গ্লোবাল লিভেবিলিটি ইনডেক্সে মোট ১০০ পয়েন্ট রয়েছে। এর মধ্যে যে শহর যত বেশি পয়েন্ট পায়, তালিকায় সেটির অবস্থান তত উপরে থাকে। ২০২৪ সালের বাসযোগ্যতা সূচকে ঢাকা শেষদিক থেকে ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করছে, যা বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য উদ্বেগের বিষয়। অপরদিকে, বিশ্বে বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় এবার নিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে ইউরোপের দেশ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা (৯৮.৪) এরপরেই রয়েছে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেন (৯৮) এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ (৯৭.১)। বসবাসযোগ্য ১৭৩টি শহরের মধ্যে ঢাকার চেয়েও পিছিয়ে রয়েছে ৫টি শহর। এগুলো হচ্ছে– সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক (৩০.৭), লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি (৪০.১), আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স (৪২), নাইজেরিয়ার লাগোস (৪২.২) ও পাকিস্তানের করাচি (৪২.৭)। তালিকায় ২০২১ সাল থেকে অব্যাহত ক্ষেপণাস্ত্র আর ড্রোন হামলায় বিধ্বস্ত ইউক্রেনের রাজধানী শহর কিয়েভ (৪৪.৫) বাংলাদেশের ঢাকার তুলনায় তিন ধাপ ওপরে আছে। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধরত দেশটির এই রাজধানী বাসযোগ্য শহরের তালিকায় এই বছর ১৬৫তম অবস্থানে রয়েছে।২০২৪ সালের বাসযোগ্যতার সূচকে দেখা গেছে, বিশ্বে বসবাসের যোগ্য শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান গত বছরের তুলনায় দুই ধাপ পিছিয়েছে। আগের বছর ১৬৬তম অবস্থানে থাকলেও এবার ১৬৮ নম্বরে নেমে এসেছে। উক্ত সূচকে ঢাকা স্থিতিশীলতায় ৫০, স্বাস্থ্যসেবায় ৪১.৭, সংস্কৃতি ও পরিবেশে ৪০.৫, শিক্ষায় ৬৬.৭ এবং অবকাঠামোতে ২৬.৮ পয়েন্ট পেয়েছে। বাসযোগ্যতার সূচকে বিগত বেশ কয়েক বছরের সমীক্ষা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই, এই বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে ঢাকার দুই ধাপ পিছিয়ে যাওয়ার পেছনে মূল কারণে রয়েছে নাগরিকদের শিক্ষার পরিবেশ ও গুণগত মানের পতন। অর্থাৎ ২০২৩ সালে যেখানে শিক্ষা খাতে আমাদের নম্বর ছিল ৭৫ তা ২০২৪ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৬৬.৭-এ। অন্য মানদ-গুলোতে আমাদের অবস্থান একই থাকলেও শুধু শিক্ষা খাতে মানদ-ের অবনতির কারণে মূলত এই বছর আমরা দুই ধাপ পিছিয়ে গেছি। শিক্ষা খাতে আমাদের এই অবনতির পেছনে পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আমরা চিহ্নিত করতে পারি, বিগত কয়েক দশকে ঢাকায় ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নটর ডেম কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ, মাইলস্টোন কলেজ, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের মতো মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আর হতে দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজের মতো নতুন মানসম্মত সরকারি চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব অনুভব করছি। যদিও অসংখ্য বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে, তবে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়া যেমন ব্যয়বহুল একই সঙ্গে পড়ার মানও আশানুরূপ নয়। পর্যাপ্ত চিকিৎসা শিক্ষার পাশাপাশি আমাদের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবারও ঘাটতি রয়েছে, যার কারণে আমরা এই সূচকে এখনও স্বাস্থ্যসেবায় পঞ্চাশও অতিক্রম করতে পারিনি। এই খাতে আমাদের স্কোর এখনো ৪১.৭, যা গত বছরও একই ছিল এবং পূর্ববর্তী বছরে আরো নিম্ন (২৯.২) ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মহামারীর সময় আমরা আমাদের স্বাস্থ্যসেবায় ঘাটতি প্রতিনিয়তই বুঝতে পারি। ঢাকায় এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য অপর্যাপ্ত সরকারি স্বাস্থ্যসেবা এবং ব্যয়বহুল বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা উভয়ে আমাদের স্বাস্থ্য খাতে পিছিয়ে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ঢাকা শহরের স্থিতিশীলতা গ্লোবাল লাইভেবিলিটি ইনডেক্সে সব সময় একটি চ্যালেঞ্জিং দিক হয়ে থাকে। ক্রাইম রেট, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সন্ত্রাসবাদের হুমকি এই স্থিতিশীলতার মানকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। ঢাকায় অপরাধের হার তুলনামূলকভাবে বেশি, যা স্থিতিশীলতার স্কোরকে কমিয়ে দেয়। হরতাল, বিক্ষোভ, শ্রমিকদের আন্দোলন শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ঢাকার স্থিতিশীলতার মানকে প্রভাবিত করে। এসব ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটলে ঢাকার স্থিতিশীলতা গ্লোবাল লাইভেবিলিটি ইনডেক্সে উন্নত হতে পারে।সংস্কৃতি ও পরিবেশ খাতেও বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল। বিগত তিন বছর ধরেই আমরা এই খাতে একই নম্বর (৪০.৫) পেয়ে আসছি। ঢাকা এখন সবচেয়ে জনবহুল শহরের মধ্যে একটি। শহরটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, দ্রুত নগরায়ণ, অপরিকল্পিত উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এই শহরকে দুর্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। ঢাকায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪৫ হাজার মানুষের বাস। ম্যাক্রোট্রেন্ডসের মেট্রো এরিয়া র‍্যাঙ্কিং-২০২৩ অনুযায়ী, ঢাকা পৃথিবীর চতুর্থ ঘনবসতিপূর্ণ শহর। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঢাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতার সমস্যা ক্রমাগত বাড়ছে। বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়। বিশেষ করে বর্ষাকালে ঢাকার নিচু এলাকাগুলো জলাবদ্ধতায় ভোগে। ঢাকার চারপাশে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদী এই চারটি নদী থাকার পরও বেপরোয়া নদী দখল, অপ-পরিকল্পনা ও অব্যবস্থাপনার ফলে এমন অসম্ভব দুর্যোগের কবলে নিপতিত আমাদের রাজধানী। জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি প্রভাব হলো ঢাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি। বায়ুম-লীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস)-এর গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ২০২৪ সালের

> **বাসযোগ্য শহরে গণপরিবহন অপরিহার্য। গত এক দশকে ঢাকায় যানবাহন বেড়েছে ৩০০ শতাংশ। কিন্তু সড়ক নেটওয়ার্ক বাড়েনি। সরকার অবকাঠামো খাতে গুরুত্ব দিলেও গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনতে পারেনি। সরকার বাসমালিকদের কাছে জিম্মি। বুয়েটের এক গবেষণায় দেখা গেছে, রাজধানী ঢাকার সড়কে পিক-টাইমে চলাচল করা যানবাহনের গড় গতি হচ্ছে ৪.৮ কিলোমিটার, যা একজন সাধারণ মানুষের হাঁটার গতির (৫ কি.মি.) চেয়েও কম। বুয়েটের অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এআরআই) এক প্রতিবেদনে বলা হয়।**

সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় উত্তরা সেক্টর-১৩ এলাকায় এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় নয়াপল্টনে।তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য জলবায়ু পরিবর্তন যতটা দায়ী তারচেয়ে অনেক বেশি দায়ী অপরিকল্পিত নগরায়ণ, নগরে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। ঢাকায় তাপমাত্রার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বায়ুদূষণ। 'ওয়ার্ল্ড এয়ার কোয়ালিটি রিপোর্ট-২০২৩' প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বায়ুদূষণে ২০২৩ সালে শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ আর নগর হিসেবে বিশ্বে বায়ুদূষণে দ্বিতীয় স্থানে ছিল ঢাকা। ক্যাপস (সেন্টার ফর অ্যাটমস্ফিয়ারিক পলুশন স্টাডিস)-এর গবেষণা থেকে পাওয়া যায় যে, রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ও নির্মাণকাজ থেকে ৩০ শতাংশ, ইটভাটা ও শিল্প কারখানা থেকে ২৯ শতাংশ, যানবাহন থেকে ১৫ শতাংশ, আন্তঃদেশীয় বায়ুদূষণ থেকে ৯.৫ শতাংশ, গৃহস্থালি বা রান্নার চুলার কাজের থেকে ৮.৫ শতাংশ এবং বর্জ্য পোড়ানো থেকে ৮ শতাংশ বায়ুদূষণ ঘটে। বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ৪৩। এর মধ্যে অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশ ১০০-তে পেয়েছে ২৬.৮। ২০১৯ সালেও বাংলাদেশ অবকাঠামো খাতে ২৬.৮ পেয়েছিল। অন্যান্য সূচকে কিছুটা কমবেশি হলেও অবকাঠামো সূচকে ধারাবাহিকভাবে একই নম্বর পাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্লেষকদের মতে, সূচকের একই অবস্থানে থাকাও অবনতির সামিল। অথচ বসবাস যোগ্যতার দিক থেকে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে থাকা পাকিস্তানের করাচি অবকাঠামো সূচকে পেয়েছে ৫১.৮ পয়েন্ট। ঢাকায় সেবা দেওয়ার সঙ্গে জড়িত সংস্থাগুলোর নজরদারি ও জবাবদিহি দুর্বল। ব্যয়বহুল উন্নয়ন প্রকল্প করা হলেও বাসযোগ্যতায় ঢাকা পিছিয়েই থাকছে। আগামী সময়েও বাসযোগ্যতার সূচকে ঢাকার অগ্রগতির সম্ভাবনা কম। ঢাকায় নাগরিক সুবিধা ও জনঘনত্বের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। ঢাকার অবাসযোগ্যতা ও অস্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কর্মকা- সারাদেশের জন্যই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকার বিশদ অঞ্চলেই পরিকল্পনা ও অন্যান্য আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে। ঢাকায় যেসব অবকাঠামো গড়া হচ্ছে, সেগুলোও পরিকল্পনার মানদ- যথেষ্ট না। বাসযোগ্য শহরে গণপরিবহন অপরিহার্য। গত এক দশকে ঢাকায় যানবাহন বেড়েছে ৩০০ শতাংশ। কিন্তু সড়ক নেটওয়ার্ক বাড়েনি। সরকার অবকাঠামো খাতে গুরুত্ব দিলেও গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনতে পারেনি। সরকার বাসমালিকদের কাছে জিম্মি। বুয়েটের এক গবেষণায় দেখা গেছে, রাজধানী ঢাকার সড়কে পিক-টাইমে চলাচল করা যানবাহনের গড় গতি হচ্ছে ৪.৮ কিলোমিটার, যা একজন সাধারণ মানুষের হাঁটার গতির (৫ কি.মি.) চেয়েও কম। বুয়েটের অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এআরআই) এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ঢাকা শহরে যানজটের কারণে প্রতিদিন প্রায় ৫০ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়, যার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ৩৭ হাজার কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ২০ ভাগের এক ভাগ। এই শহরকে বাঁচাতে হলে উন্নতমানের গণপরিবহন চালু করতে হবে। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের মেগা প্রকল্পে আগ্রহ বেশি। ফলে ঢাকায় টেকসই গণপরিবহন ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। ঢাকায় সেবা দেয়ার সঙ্গে যেসব সংস্থা জড়িত, তাদের দায়বদ্ধ করা যাচ্ছে না। আমরা কেন পিছিয়ে যাচ্ছি, সেটার জবাব তারা দেয় না। অবকাঠামো খাতে চরমভাবে খারাপ করছে বাংলাদেশ। শহরে গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, বাসগুলো যাত্রীর জন্য মারামারি করে এটাকে গণপরিবহন বলা যায় না। যে পরিস্থিতি তাতে ভবিষ্যতেও বাসযোগ্যতায় খুব বেশি উন্নতি হবে না। ঢাকার বাসযোগ্যতায় পিছিয়ে থাকার পেছনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর মধ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষসহ (ওয়াসা) প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রকট সমন্বয়হীনতা অনেকাংশে দায়ী। তাছাড়া নগর সংস্থায় দুর্নীতি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা দুর্বল এবং নিজেদের নাগরিক অধিকারের জন্য যে শহরে আন্দোলন করতে হয়, সেখানে বাসযোগ্যতা কম থাকবেই। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে শহরকে বাইপাস করে যাওয়ার কথা, সেটি শহরকে ধ্বংস করতে করতে যাচ্ছে। শাহবাগ শিশুপার্ক বছরের পর বছর বন্ধ। সুশাসন না থাকলে শুধু অবকাঠামো দিয়ে বাসযোগ্যতায় উন্নতি হবে না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারলে বাসযোগ্যতায় কিছুটা উন্নতি সম্ভব। বিশ্বে বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় এবার নিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে ইউরোপের দেশ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা।

১০০-তে দেশটির স্কোর ৯৮.৪। ঢাকার অবস্থান রাতারাতি ভিয়েনার মতো করা সম্ভব হবে না। তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, ঢাকামুখী অভিগমনের হার কমানো এবং বাসযোগ্যতায় ঢাকার অবস্থান নিচের দিকে থাকার কারণ নির্ধারণ করে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও টেকসই উন্নয়ন কর্মকা-ের মাধ্যমে সূচকে উন্নতি করা সম্ভব। ঢাকার বাসযোগ্যতা সূচক উন্নয়নের জন্য কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে; যেমন- সড়ক অবকাঠামো উন্নত করা এবং কার্যকর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা, শিল্প কারখানা এবং যানবাহনের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, সবুজায়ন বৃদ্ধি করা, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, সরকারি হাসপাতালগুলোর সেবার মান উন্নত করা এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার খরচ কমানো, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ঢাকার বাসযোগ্যতা সূচক উন্নয়নের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ, নাগরিকদের সচেতনতা এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে ঢাকা একটি বাসযোগ্য শহর হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের গ্লোবাল লাইভেবিলিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকার অবস্থান উন্নয়নের জন্যই নয় বরং নিজেদের জন্যই ঢাকাকে একটি বসবাসযোগ্য সুন্দর শহরে পরিণত করতে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

[লেখক : ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ; অধ্যাপক, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ]

ফিলিপাইনে বাস দুর্ঘটনায় নিহত ১০, আহত ৩০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিপাইনের উত্তরাঞ্চলের একটি ব্যস্ত টোল গেটে বাসের ধাক্কায় ১০ জন নিহত ও ৩০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, বাসচালক গাড়ি চালানোর সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নিহতদের মধ্যে চার শিশুও রয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। পরিবারগুলো ভ্রমণরত অবস্থায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রায় ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সুবিক-ক্লার্ক-তার্লাক এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে ম্যানিলা ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলোর মধ্যে শ্রমিকরা নিয়মিত চলাচল করেন। দুর্ঘটনায় জড়িত বাসটি পরিচালনাকারী কোম্পানি সলিড নর্থ বাসের অপারেশন স্থগিত করেছে ফিলিপাইনের পরিবহন মন্ত্রণালয়। পুলিশ জানিয়েছে, বাসচালককে অবহেলাজনিত অসতর্কতার কারণে একাধিক হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হতে পারে। বাস কন্ডাক্টরকেও আটক করা হয়েছে। ফিলিপাইন রেড ক্রস জানিয়েছে, এ দুর্ঘটনায় তিনটি এসইউভি ও একটি কন্টেইনার ট্রাকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংস্থাটি গত বুধবার এক ফেসবুক পোস্টে জানায়, তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা দিচ্ছে। ফিলিপাইনে প্রাণঘাতী বাস দুর্ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। সম্প্রতি বাসচালকদের মাদকসেবনের খবর শিরোনাম হয়েছে, যদিও বৃহস্পতিবারের দুর্ঘটনায় এটি কোনও কারণ কি না, তা স্পষ্ট নয়। এপ্রিলে ৮৪ জন চালকের মাদক পরীক্ষা পজিটিভ আসার পর বেশ কিছু গণ পরিবহন কোম্পানিকে (বাস, জিপনি ও ট্রাইসাইকেল) অপারেশন স্থগিতের মুখে পড়তে হয়েছিল। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, পরিবহন সচিব ভিন্স ডিজন গতকাল শুক্রবার ৩০টি বাস কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তিনি স্থানীয় সম্প্রচারমাধ্যম জিএমএ নেটওয়ার্ককে বলেন, চালক যদি ঘুমিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের দেখতে হবে তিনি কতক্ষণ কাজ করছিলেন। হতে পারে বাস কোম্পানি তাকে দীর্ঘ সময় কাজ করতে বাধ্য করেছিল। আমাদের সবদিক বিবেচনা করতে হবে, শুধু অস্থায়ী সমাধান নয়। ২০২৩ সালে ফিলিপাইনের মধ্যাঞ্চলে এক বাসের ব্রেক বিকল হয়ে ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। স্থানীয়দের কাছে 'কিলার কার্ভ' নামে পরিচিত পাহাড়ি পথে ওই বাস খাদে পড়ে ১৭ যাত্রী নিহত হয়েছিলেন।

অ্যামাজনের আয় বাড়লেও শেয়ারদর কমেছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অ্যামাজন কর্তৃপক্ষ গ প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে মার্কিন-চীন বাণিজ্য যুদ্ধের সম্ভাব্য প্রভাব বিনিয়োগকারীদের বিচলিত করায় এর পূর্বাভাস প্রত্যাশার চেয়ে কম হয়েছে। সান ফ্রান্সিসকো থেকে এএফপি এ খবর জানিয়েছে। অনলাইন খুচরা বিক্রেতার সংস্থা অ্যামাজন জানিয়েছে, জানুয়ারি থেকে মার্চ সময়ের মধ্যে বিক্রয় ১৫৫.৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। তবে ওয়াল স্ট্রিটে ট্রেডিং আওয়ার শেষ হওয়ার পর তাদের শেয়ারের দাম চার শতাংশেরও বেশি কমেছে। কারণ, অ্যামাজনের সফল ব্যবসা অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস (এডাব্লিউএস) এর বিক্রি ১৭ শতাংশ বেড়ে ২৯.৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছালেও এটি বিশ্লেষকদের প্রত্যাশার চেয়ে সামান্য কম ছিল। অ্যামাজনের প্রধান নির্বাহী অ্যান্ডি জ্যাসি বলেছেন, নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সেবা ও উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা ২০২৫ সালের শুরুতে সন্তুষ্ট। প্রতিষ্ঠানটি এআই ও স্যাটেলাইট প্রকল্পে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে ভবিষ্যতের আয়ে শঙ্কা রয়েছে। কারণ, ট্রাম্প প্রশাসনের চীনের পণ্যে নতুন ট্যারিফ অ্যামাজনের খরচ বাড়াতে পারে। যদিও ইলেকট্রনিকসসহ কিছু পণ্য আপাতত ছাড় পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, এই প্রান্তিকে তারা একাধিক এআই প্রকল্প চালু করেছে। এরমধ্যে রয়েছে অ্যামাজন নোভা জেনারেটিভ এআই মডেল এবং ইলন মাস্কের স্টারলিংকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের প্রজেক্ট কুইপার স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ। ভবিষ্যতের জন্য অ্যামাজন পূর্বাভাস দিয়েছে, দ্বিতীয় প্রান্তিকে তাদের নিট বিক্রি ১৫৯ বিলিয়ন থেকে ১৬৪ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে হবে, যা ৭ থেকে ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে তা বিশ্লেষকদের প্রত্যাশার নিচে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই পূর্বাভাস বিনিয়োগকারীদের জন্য স্পর্শকাতর কারণ, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন ঘোষিত উচ্চ ট্যারিফগুলোর প্রভাব অ্যামাজনের ব্যবসার ওপর কীভাবে পড়বে, তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা রয়েছে। ট্রাম্প চীন থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ১৪৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন, যদিও আপাতত ইলেকট্রনিকসসহ কিছু পণ্য এই তালিকার বাইরে রয়েছে। এছাড়াও, শুল্ক ভোক্তাদের ব্যয় কমিয়ে দেবে কি-না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা আছে। কারণ, বছরের প্রথম প্রান্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। জ্যাসি বলেছেন, 'ট্রাম্প এক মাস আগে ট্যারিফ ঘোষণা করার পর এখনো আমরা চাহিদা কমার কোনো লক্ষণ দেখিনি বরং মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় কিছু বিভাগে আগাম কেনাকাটা বেড়েছে।' তবে তিনি জানান, অ্যামাজনে বেশিরভাগ বিক্রেতা এখন পর্যন্ত দাম বাড়ায়নি। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, যে অ্যামাজন চীনের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল নয়। এই সপ্তাহের শুরুতে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, অ্যামাজন তাদের প্ল্যাটফর্মে গ্রাহকদের জন্য অতিরিক্ত শুল্ক খরচ প্রদর্শন করতে চায়, এতে হোয়াইট হাউস থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। অ্যামাজনের নির্বাহী চেয়ারম্যান জেফ বেজোস ট্রাম্পকে ফোন করে পরিস্থিতি সামাল দেন এবং কোম্পানি জানিয়ে দেয়, তারা এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে না।

জনমত জরিপে শীর্ষে উঠে আসা দলকে 'চরমপন্থী গোষ্ঠী'র তকমা দিল জার্মানি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জার্মানির অতি-ডানপন্থী 'অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি' (এএফডি) দলকে 'প্রমাণিত চরমপন্থী গোষ্ঠী' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে দেশটির অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা। গতকাল শুক্রবার ঘোষিত এই তকমা দলটিকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে বিতর্ককে নতুন করে উস্কে দিতে পারে। সাম্প্রতিক জনমত জরিপে অল্টারনেটিভ ফর জার্মানির প্রতি সমর্থন রেকর্ড ২৬% এ পৌঁছেছে। ফেব্রুয়ারির আগাম নির্বাচনের পর থেকে অভিবাসন বিরোধী এই দলটি পাঁচ শতাংশ পয়েন্ট লাভ করেছে, যা প্রথমবারের মতো জার্মানির সবচেয়ে শক্তিশালী দলে পরিণত হয়েছে। গত মঙ্গলবার প্রকাশিত ফোর্সার সর্বশেষ জরিপে চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্জের সিডিইউ/সিএসইউ ২৪% সমর্থন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে এসেছে। ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের জয়ের তুলনায় ৪.৫ শতাংশ পয়েন্ট কম তাদের। এছাড়া তাদের জোটের অংশীদার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস (এসপিডি) ১৪% পয়েন্টে নেমে এসেছে, যা তাদের নির্বাচনের ফলাফলের তুলনায় ২ শতাংশেরও বেশি পয়েন্ট কম। এ অবস্থায় জার্মান ফেডারেল অফিস ফর দ্য প্রোটেকশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন (ইভঠ) ঘোষণা করেছে, তাদের বিস্তৃত তদন্তে দেখা গেছে যে, 'এএফডি' দলটি একটি অতি-ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী এবং চরমপন্থী এজেন্ডা অনুসরণ করছে, যা জার্মানির গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে সক্রিয়ভাবে ক্ষুণ্ণ করছে। এএফডি কিছু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে অভিযোগ করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, জাতিগত ও বংশধরদের ওপর ভিত্তি করে মানুষের সম্পর্কে দলের ধারণাগুলো স্বাধীন গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দলটি জার্মান জনগণকে কেবল জাতিগত দিক থেকে সংজ্ঞায়িত করে। নতুন এই তকমার ফলে নিরাপত্তা পরিষেবাগুলো 'এএফডি' দলের কার্যকলাপের ওপর নজরদারি করার জন্য শক্তিশালী গোয়েন্দা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারবে। যেমন: যোগাযোগ নজরদারি এবং দলীয় শাখাগুলোর সন্দেহজনক কার্যকলাপ এবং নিষিদ্ধ গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে তাদের যোগসূত্র পর্যবেক্ষণ। আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদন অনুসারে, অভিবাসন-বিরোধী অবস্থানের জন্য পরিচিত এএফডি দলটিকে ২০১৯ সালে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল।

ভারত সামরিক পদক্ষেপ নিলে কঠোর জবাব দেবে পাকিস্তান : সেনাপ্রধান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নিলে তার কঠোর জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল অসিম মুনির। সেনাদের মহড়া পরিদর্শনের সময় তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন। একটি ট্যাংকের ওপর দাঁড়িয়ে মুনির বলেন, 'এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই। ভারতের যেকোনো সামরিক দুঃসাহসের দৃঢ়, দ্রুত ও কঠোর জবাব দেওয়া হবে। পাকিস্তান আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় আমাদের প্রস্তুতি এবং সংকল্প অত্যন্ত দৃঢ়।' পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) বরাতে সংবাদমাধ্যম 'দ্য ডন' জানিয়েছে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মংলা স্ট্রাইক কর্পস পাঞ্জাবের ঝিলামে 'হ্যামার স্ট্রাইক মহড়া' চালিয়েছে। সেনাপ্রধান মুনির সেখানে গিয়েছিলেন। এ সময় তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করার পাশাপাশি সেনাদের মনোবল ও প্রস্তুতির প্রশংসা করেন। এদিকে, গত বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার জানান, পাকিস্তান আগে থেকে যুদ্ধে জড়াবে না। তবে ভারত যদি যুদ্ধ শুরু করে, তাহলে তার কঠোর জবাব দেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'বিশ্ব নেতারা সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানাচ্ছেন। সরকার ও জাতির পক্ষ থেকে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, পাকিস্তান প্রথমে কোনো ধরনের উত্তেজনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেবে না, যুদ্ধ শুরু করবে না। তবে ভারতীয় পক্ষ থেকে যদি কোনো কিছু ঘটে, তবে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে তার জবাব দেব।' গত ২২ এপ্রিল ভারত-শাসিত জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে ভয়াবহ বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে। নয়াদিল্লি অভিযোগ করেছে, এই হামলার সঙ্গে পরোক্ষভাবে পাকিস্তান জড়িত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তান অভিযোগ করেছে, ভারত এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করছে।

পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীরে দুই মাসের জন্য খাদ্য মজুদের নির্দেশনা জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের সঙ্গে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান-শাসিত আজাদ কাশ্মীরের জনগণকে খাদ্য মজুদ করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। স্থানীয় সংসদে আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে আজাদ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী আনোয়ার উল হক বলেন, 'দুই মাসের জন্য খাদ্য সরবরাহ মজুদ করার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।' গত ২২ এপ্রিল ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সশস্ত্র হামলার পর দুই পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশীর মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। নয়াদিল্লি এই হামলার সঙ্গে ইসলামাবাদের জড়িত থাকার অভিযোগ করেছে এবং ইসলামাবাদ কোনোভাবে এতে জড়িত নয় বলে জানিয়েছে। একই সঙ্গে পাকিস্তান এ ঘটনার আন্তর্জাতিক তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে। আজাদ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদি দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়, তাহলে এই অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার চূড়ান্ত ক্ষমতা মন্ত্রিসভার রয়েছে।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম আরও কমেছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম আরও কমেছে। মূলত চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান বাণিজ্য উত্তেজনা কমার ইঙ্গিত এবং ওপেক প্লাসের বৈঠককে সামনে রেখে তেলের দাম পতনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা আশাবাদ রয়েছে। তবে লক্ষণগুলো অস্থায়ী। এর আগে গত বুধবার ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ৭৫ সেন্ট বা ১ দশমিক ১৭ শতাংশ কমে ৬৩ দশমিক ৫০ ডলারে দাঁড়ায়।

দিকে। গতকাল শুক্রবার ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ৪২ সেন্ট বা শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ কমে ৬১ দশমিক ৭১ ডলারে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের দাম ৪৬ সেন্ট বা শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ কমে ৫৮ দশমিক ৭৮ ডলার হয়েছে। চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গতকাল শুক্রবার জানিয়েছে, বেইজিং ওয়াশিংটনের দেওয়া আলোচনার প্রস্তাব মূল্যায়ন করছে। এতে চলমান বাণিজ্য উত্তেজনা কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। অনিক্স ক্যাপিটাল গ্রুপের গবেষণা বিভাগের প্রধান হ্যারি টিচিলিংগুইরিয়ান বলেন, মার্কিন-চীন ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের দাম (ডব্লিউটিআই) ৭৯ সেন্ট বা ১ দশমিক ৩১ শতাংশ কমে ৫৯ দশমিক ৬৩ ডলার হয়। এপ্রিলে ব্রেন্ট ও ডব্লিউটিআই যথাক্রমে ১৫ ও ১৭ শতাংশ কমে, যা ২০২১ সালের নভেম্বরের পর থেকে সবচেয়ে বড় পতন। রয়টার্সের এক জরিপে দেখা গেছে, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের ফলে এই বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার আশঙ্কা রয়েছে। অন্য এক জরিপে দেখা গেছে, এপ্রিল মাসে চীনের কারখানার কার্যক্রম ১৬ মাসের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে সংকুচিত হয়েছে। সূত্র: রয়টার্স

বিশ্বব্যাপী কতো আয় করলো 'জংলি'?

বিনোদন ডেস্ক : দেশের মাল্টিপ্লেক্স, সিনেমা হলগুলো থেকে তো বটেই, বিদেশের থিয়েটার থেকেও সুখবর পাওয়া যাচ্ছে সিয়াম আহমেদের 'জংলি' সিনেমাটি নিয়ে। এম রাহিম পরিচালিত সিনেমাটি টোটাল ওয়ার্ল্ডওয়াইড গ্রস সেল ৫ কোটি ২ লক্ষ টাকা। এমন দাবি করেছে সিনেমাটির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান টাইগার মিডিয়া। পাশাপাশি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সিনেমাটিকে সুপারহিট দাবি করে ব্লকবাস্টার হিটে পথেও বলে দাবি করছে। টাইগার মিডিয়ার কর্ণধার জাহিদ হাসান অভি জানিয়েছেন, 'জংলি' আমাদের গোটা টিমের প্রচণ্ড প্যাশন প্রজেক্ট। আমরা খুব কনশাসলি এই প্রজেক্টটা রেডি করেছিলাম যেন মার্কেট থেকে লগ্নিকৃত অর্থ তুলতে পারি পাশাপাশি এই ভগ্নপ্রায় ইন্ডাস্ট্রি থেকে প্রফিট করে আরও মানুষকে অনুপ্রেরণা দিতে পারি। প্রযোজকরা যেন স্বপ্ন দেখার সাহস পায়, এটাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। জংলির বাজেট আড়াই কোটি টাকা, রিলিজের আগেই আমরা প্রপার ব্র?্যান্ড প্লেসমেন্ট, টিভি রাইটস থেকে বেশ ভালো একটা অংক ফেরত পেয়েছি। এদিকে সিনেমাহল থেকেও দেশে-বিদেশে দারুণ সাড়া পাচ্ছি। এখন পর্যন্ত দেশের সিনেমাহল থেকে জংলি ৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা গ্রস সেল করেছে ও বাইরের দেশ থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা গ্রস সেল করেছে। জংলির টোটাল ওয়ার্ল্ডওয়াইড গ্রস সেল ৫ কোটি ২ লক্ষ টাকা। অভি বলেন, 'জংলি'কে এখনও যেভাবে ভালোবাসা দিচ্ছেন আপনারা, তাতে করে আমি আমার এক যুগের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি 'জংলি' নিশ্চিতভাবেই ব্লকবাস্টার হতে যাচ্ছে।' জানা গেছে, জনি থেকে জংলি হয়ে ওঠা চরিত্রে অভিনয় করেছেন সিয়াম আহমেদ। সিনেমার প্রথমার্ধে সিয়ামকে সেই চিরায়ত 'চকলেট বয়' লুকে দেখা গেলেও পরে তার লুক ও অভিনয় ছিল আগের কাজগুলোর চেয়ে একেবারেই আলাদা। পর্দায় এবার তিনি পাশের বাড়ির ছেলে নন; বরং বখে যাওয়া এক জংলি। পর্দায় তিনি সত্যিই জংলি হয়ে উঠেছিলেন। এ সিনেমাতে সিয়ামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে গেছে ছোট্ট নৈঋতা। পাখি নামের ছোট্ট মেয়ের চরিত্রে সে ছিল সাবলীল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে খাবার কুড়িয়ে খাওয়া, জংলির ঘরে গিয়ে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসা।

জানা গেলো কবে মুক্তি পাচ্ছে 'জয়া আর শারমিন'

বিনোদন ডেস্ক : প্রায় পাঁচ বছর আগে সিনেমাটির কাজ করেছিলেন দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। তখন চলছিল করোনাকালীন ঘরবন্দী সময়। সেই অসময়ে ঘরে আটকে পড়া মানুষের জীবনযাপনের চিত্রটাই ফুটিয়ে তোলার মানসে সিনেমাটির কাজ হাতে নেন তিনি। সিনেমার নাম ঠিক করেন 'জয়া আর শারমিন'। এটি পরিচালনা করছেন বিজ্ঞাপন নির্মাতা পিপলু আর খান। চলতি মাসের ১৬ তারিখ প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি মুক্তি পাচ্ছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 'জয়া আর শারমিন' সিনেমাটিতে অভিনয়ের পাশাপাশি পিপলুর সঙ্গে যৌথ প্রযোজক হিসেবেও যুক্ত হন জয়া আহসান। এতে শারমিন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মহসিনা আক্তার। দীর্ঘদিন পর সিনেমাটি আলোচনায় এসেছে মুক্তি দেওয়াকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি সিনেমাটির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। সিনেমাটি প্রসঙ্গে জয়া আহসান বললেন, 'দুজন নারীর অচেনা ভুবনের সিনেমা। আমাদের অন্তর্জগতের ঘাত-প্রতিঘাত আর অনুক্ত, অব্যক্ত অনুভূতির ডকুমেন্টেশন। একটা অদ্ভুত সময়ে অসাধারণ অভিজ্ঞতায় শুট করা ছোট্ট একটা সিনেমা; কিন্তু আশা করি, দর্শকের অনুভূতিকে নাড়া দেবে।' নির্মাতা পিপলু আর খান বললেন, ছোট্ট পরিসরে, গভীর আবেগ নিয়ে তৈরি হওয়া সিনেমাটি অবশেষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য প্রস্তুত। এরই মধ্যে সিনেমাটি সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। গল্প প্রসঙ্গে পরিচালক জানালেন, জয়া ও তার সহকারী শারমিনের সম্পর্কের উত্থান-পতনের গল্প। কোভিডের সময়ে, এক বাড়িতে আটকে পড়া দুই নারী নিজেদের জন্য তৈরি করে নেন এক ছোট্ট ভুবন। কিন্তু বাইরের ভীতিকর বাস্তবতায় তা ধীরে ধীরে ফিকে হতে থাকে, ফাটল ধরতে শুরু করে তাদের ভেতরকার সম্পর্ক। বন্ধুত্ব, ভয়, সাহস আর হারানোর অনুভূতির মধ্যে গড়ে ওঠা এক আন্তরিক আখ্যান এ সিনেমা। মাত্র ১৫ দিনে, মহামারির কঠিন সময়ের মধ্যে সীমিত একটি দল নিয়ে সিনেমাটি তৈরি হয়েছে। এতে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান, মোহসিনা আক্তার ও তানজিম সাইয়ারা তটিনী। যৌথভাবে এর গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন পিপলু আর খান ও নুসরাত ইসলাম।

গণমাধ্যমের মুখোমুখি হলেন যশ ও নুসরাত

বিনোদন ডেস্ক : টালিউডে আসছে নতুন ছবি 'আড়ি'। সেখানে অভিনয় করছেন ওপার বাংলার অভিনেতা যশ দাসগুপ্ত ও অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। মূলত মা-ছেলের আদরের সম্পর্ক নিয়ে ছবির গল্প। তাই তো এখনকার সময়ের এই দুই অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে পর্দা ভাগ করছেন ভারতের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মৌসুমি চ্যাটার্জি। একটা সময় মৌসুমি চ্যাটার্জি মানেই ছিল যেন বাংলা ছবির 'নস্ট্যালজিয়া'। একটা সময় নায়িকা হিসেবে পর্দায় তাক লাগিয়েছেন তিনি। এবারও আসছেন দর্শক মাতাতে, তবে নায়িকা নয়- একজন মায়ের চরিত্রে; 'আড়ি' সিনেমায় যশের মায়ের চরিত্রে থাকবেন তিনি। এমন আদুরে গল্পের এক সিনেমা নিয়ে সদ্যই ভারতীয় গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন যশ ও নুসরাত। এ সময় পর্দার ও পর্দার বাইরের নানা কথাই হয় আলোচনায়। বর্তমানে যশ-নুসরাত দুজনেই নেট পোকা। সামাজিক মাধ্যমে তাদের অবাধ বিচরণ। নিয়ম করে আপডেট কিংবা ছবি পোস্ট কিংবা এই 'আড়ি' নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব আপডেট দেন তারা। কিন্তু এসবের মাঝে মন্তব্য ঘরে ধেয়ে আসে গালাগালি, কুমন্তব্য। যশ-নুসরাত যে ছবি সম্প্রতি করলেন, তা মা-ছেলের সম্পর্ক নিয়ে। ভালোবাসার সম্পর্ক। আদরের। যদি খানিক তলিয়ে দেখা যায়, বোঝা যাবে, এই তাদের পোস্টে যে সমস্ত কুমন্তব্য ঘোরাফেরা করে, তার বেশিরভাগই 'মা'-এর নাম তুলে অশ্লীল মন্তব্য। এ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন যশ-নুসরাত। স্ক্রল করতে করতে যখন এমন মন্তব্য দেখে কী মনে করেন তারা, তা নিয়ে মুখ খুললেন দুজনেই। নুসরত বলেন, 'যারা মা-বাবা তুলে গালি দেয়, তাদের বাবা-মায়েরা জানেন না, তারা এটা করছে। যদি জানত তাহলে তারা এটা করতো না।' যশ বলে ওঠেন, 'কোনো মা-বাবা এমন শিক্ষা দিতে পারেন না। যারা এটা করছে, তাদের সাহায্য দরকার। তারা জিম করতে পারে, ওজন তুলতে পারে। ঘাম ঝরবে, ফ্রাসট্রেশন কেটে যাবে।' নুসরাত বললেন, 'যারা মা তুলে গালি দেয়, তারা ফ্রাস্ট্রেটেড'।

এবার ভারতের সেনা হয়ে চীনের সাথে লড়বেন সালমান!

বিনোদন ডেস্ক : প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা তো অনেক পরের কথা, বরং দ্বন্দ্ব বা সংঘাতে জড়িয়ে বেশ কয়েকধাপ এগিয়ে আছে ভারত। ইতোমধ্যে পাকিস্তান ও চীন সীমান্তে সে দেশগুলোর সঙ্গে বেশ কয়েকবার সংঘাতে জড়িয়েছে দেশটি। তাতে কমবেশি ক্ষতি হয়েছে দুই পক্ষেরই। তবে এসব যুদ্ধ, সংঘাত কিংবা দ্বন্দ্বের পরিণাম যেমনই হোক, এসব প্রেক্ষাপটে বলিউডে নির্মাণ করা হয়েছে বহু সিনেমা, যেখানে দেখানো হয়েছে ভারতীয় সেনাদের মুন্সিয়ানা। সীমান্তে উত্তেজনা কিংবা কোনো হামলা, তা সিনেমার পর্দায় আনতে খুব বেশি সময় অপেক্ষা করে না ভারত। বলিউডের এসব যুদ্ধ ঘরানার সিনেমা দেখে ভারতীয় দর্শকের মাঝে তৈরি হয় একটা দাপুটে মনোভাবও। বলা বাহুল্য, পর্দায় যুদ্ধে জেতার ভারতের কথিত এই গৌরব দেখে রীতিমতো হাসি ঠাট্টায় মেতে ওঠে তাদের পাশের দেশগুলোর দর্শক-নেটিজেনরা। তাদের অধিকাংশের মত এমন যে- ভারতের যুদ্ধ শুধু সিনেমার পর্দাতেই সীমাবদ্ধ! এবারও ভারতের সঙ্গে ঘটা সাম্প্রতিক একটি সংঘাত নিয়ে নতুন সিনেমা আনছে বলিউড। শোনা যাচ্ছে, ২০২০ সালে গালওয়ান ভ্যালির ভারত-চীন সংঘাতের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হচ্ছে নতুন সিনেমা।

বন্যপ্রাণীর মাংস খেয়ে বিপদে অভিনেত্রী

বিনোদন ডেস্ক : ১৯৯৯ সাল। রাজস্থানের জোধপুরে বলিউড সিনেমা 'হাম সাথ সাথ হ্যাঁয়'-এর শুটিং চলাকালীন সময় উঠেছিল বড়সড় এক অভিযোগ–বিরল প্রজাতির কৃষ্ণসার হরিণ শিকার করেছেন অভিনেতা সালমান খান। এ অভিযোগের পর থেকেই শুরু হয় বলিউড সুপারস্টারকে ঘিরে এক দীর্ঘ ও জটিল আইনি অধ্যায়ের। ২০১৮ সালে এ মামলায় চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে জোধপুর আদালত। সালমান খানকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়, যদিও পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান।

এ বার তিন ধরনের বিরল বন্যপ্রাণী খেয়ে ফেললেন 'লাপতা লেডিস' খ্যাত অভিনেত্রী ছায়া কদম। মারাঠি এই অভিনেত্রীর সিনেমা 'অল ইউ ইমাজিন অ্যাজ লাইট' কান চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি নাকি নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি ইগুয়ানা, কচ্ছপ ও হরিণের মাংস খেয়েছেন।

সমালোচনা নিয়ে মুখ খুললেন ফারিয়া

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী ফারিয়া শাহরিনের শোবিজাঙ্গনে পথচলার শুরু অনেক বছর আগে থেকেই। দীর্ঘ সময়ের এই ক্যারিয়ারে কাজ করেছেন বেশকিছু নাটক ও বিজ্ঞাপনে। তবে তার পরিচিতি সর্বমহলে পৌঁছেছে কাজল আরেফিন অমির 'ব্যাচেলর পয়েন্ট' নাটকে 'অন্তরা' চরিত্রে অভিনয় করে। তাই তো ফারিয়ার চেয়ে এখন অন্তরা নামেই তাকে বেশি চেনে দর্শকেরা। বিগত কয়েক বছরে দর্শকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে 'ব্যাচেলর পয়েন্ট' ফ্র্যাঞ্চাইজি। ইতোমধ্যে ৪ টি ধারাবাহিক দেখে ফেলেছে দর্শকেরা, এবার আসছে এর সিজন ফাইভ। আর সেখানেও এবার দেখা যাবে অভিনেত্রী শাহরিনকে। সম্প্রতি গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন ফারিয়া শাহরিন। সেখানে ক্যারিয়ার, কাজ, শুটিং, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসহ নানা কিছু নিয়ে কথা বলেন অভিনেত্রী। জানালেন, খুব তাড়াতাড়িই ব্যাচেলর ফাইভের শুটিংয়ে যোগ দেবেন তিনি। এর বাইরে মিডিয়াতে অভিনেত্রীদের নিয়ে ওঠা নানা বিতর্ক নিয়েও মুখ খোলেন তিনি, বিশেষ করে অভিনেত্রীদের আয়ের উৎস নিয়ে ওঠে নানান কথা। সে বিষয়ে ফারিয়া বোঝাতে চাইলেন, অন্যদের মতো তার নিজের এখনও গাড়ি-বাড়ি নেই। ফারিয়া শাহরিন বলেন, 'মিডিয়াতে থাকলে আসলে টাকা কামানো যায়, এটা ভেরি ট্রু। কিন্তু বাংলো, গাড়ি বাড়ি- আমার আসলে এসব কিছুই নেই। আমার মতো যারা কম কাজ করেছে, বা খুব সততার সঙ্গে কাজ করেছে তাদের পক্ষে আসলে এত টাকা কামানো সম্ভব না, যদি না সুগার ড্যাডি থাকে।' ফারিয়া শাহরিন আরও বলেন, 'তাই আমার ক্ষেত্রে এ জন্য কোনো টাকা পয়সা নেই। আমার কোনো গাড়ি নেই, সারাজীবন বাপের গাড়িতে চড়েছি, আমার নিজের কোনো বাড়ি নেই। আর ভবিষ্যতেও কোনো সুগার ড্যাডি হওয়ার সম্ভাবনা একশো ভাগও নেই।'

হানিয়ার পোস্ট নিয়ে উত্তেজনা চরমে

বিনোদন ডেস্ক : কাশ্মিরের পেহেলগামে হামলার ইস্যুতে ভারতের চোখের বিষ পাকিস্তানি তারকারা। সম্প্রতি হানিয়া আমিরসহ বেশ কয়েকজন তারকার ওপর ভারতে নিষেধাজ্ঞাসহ তাদের ইনস্টাগ্রাম ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। আর সে থেকে আলোচনায় হানিয়া। হানিয়ার অনুরাগীর সংখ্যা ভারতে একেবারে কমও নয়। এছাড়াও ভারতের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে এই তারকার। এরই মধ্যে হানিয়ার একটি পোস্ট ভাইরাল হয়েছে, যা নিয়ে নিজ দেশ পাকিস্তান ও প্রতিবেশী দেশ ভারত- দুই দেশেই উত্তেজনা চরমে। যদিও হানিয়া পরে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। হানিয়ার নামে ভাইরাল সেই পোস্টে উল্লেখ ছিল, নিজ দেশের সেনাপ্রধানকে ষড়যন্ত্রকারী বলেছেন হানিয়া, এমনকি তিনি সাহায্য চেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে। আর এ নিয়েই ব্যাপক বিতর্কে জড়ালেন হানিয়া। এরপরই হানিয়া এই বিতর্কের জবাবে বলেন, 'সম্প্রতি, আমার নামে মিথ্যাচার করে একটি বিবৃতি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিবৃতি আমার দেওয়া নয়। এবং এই পোস্টে যা যা লেখা, এরকম কোনো শব্দ আমি ব্যবহার করি না। এরকম মনোভাবও আমি সমর্থন করি না। এটি সম্পূর্ণ ভুয়া।' এদিকে হানিয়ার সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধের পাশাপাশি পাকিস্তানের ইউটিউব চ্যানেলগুলোও বন্ধ করা হয়েছে ভারতে। ফলে তাদের ফ্যানবেজ গুলো পাকিস্তানি ধারাবাহিক ও ড্রামা টাইপের কনটেন্ট সংকটে পড়েছে। সেখানে হানিয়ার কিছু কনটেন্ট- ধারাবাহিকও দেখা যেত। কিন্তু এখন আর তা দেখতে পাচ্ছে না ভারতীয়রা। ফলে তার সুযোগ নিয়েছে সেখানকার এক অসাধু চক্র। হানিয়া আমিরের জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে শুরু হয় এই অভিনব জালিয়াতি। ভারতের নেটমাধ্যমে হানিয়ার সিনেমা কিংবা ধারাবাহিক বিক্রি হচ্ছে ২৫ টাকা করে! এক নেটিজেন ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লেখেন, যারা হানিয়া আমিরের ধারাবাহিক দেখতে চান, তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এপিসোড পিছু দিতে হবে ২৫ টাকা। এই নিয়ে ইতোমধ্যেই হাসাহাসি শুরু হয়েছে নেটমাধ্যমে। তবে অনেকে এতে সায়ও দিয়েছেন। হানিয়ার ধারাবাহিক দেখতে আগ্রহী অনেক ভারতীয়ও। বলে রাখা ভালো, 'মেরে হমসফর', 'মুঝে পেয়ার হুয়া থা'-র মতো পাকিস্তানি ধারাবাহিকে অভিনয় করে জনপ্রিয় হানিয়া।

ধান কেটে শুকানোর পর আঁটি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন এক পাহাড়ি তরুণ। সাপছড়ি, রাঙামাটি।

স্মৃতি ধুসর চাঁদশীর তিন জমিদার বাড়ি

বরিশাল প্রতিবেদক : কালের স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে বরিশালের গৌরনদী উপজেলার চাঁদশী গ্রামের জমিদার অন্নিকা চরন গুহ, কেদারনাথ বসু ও অন্যদা বসুর সকল ঐতিহাসিক নির্দশন। দখলকারীরা ক্রমেই নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে জমিদারদের পুরনো সব ঐতিহ্যকে। প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে আলাপকালে একই গ্রামের তিন জমিদারের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা শোনা গেলেও তাদের অসংখ্য স্মৃতি আজ বিলীন হয়ে গেছে। দখল হয়ে গেছে তাদের বসত বাড়ি, দালান-কোঠাসহ যাবতীয় সহয় সম্পত্তি। চাঁদশী গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে আলাপকালে জানা গেছে, ১৯৪৮ সালে দেশ বিভক্তির পর জমিদাররা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান। পরবর্তীতে তারা আর ফিরে আসেননি। এ সুযোগে স্থানীয় কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি জাল কাগজপত্র তৈরি করে জমিদারদের সহায় সম্পত্তি দখল করে নিয়েছেন। তারা নিজেদের স্বার্থে জমিদার বাড়ির পূজা মন্ডপ, সমাধী মন্দির ও দালান কোঠা ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। একইসাথে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে জমিদার বাড়ির সকল ঐতিহাসিক নিদর্শন। জমিদার অম্বিকা চরন গুহ ॥ উত্তর চাঁদশী গ্রামের প্রয়াত জমিদার অম্বিকা চরন গুহের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, জমিদারের সমাধীর নিচের অংশটি দখলদাররা ভেঙ্গে ফেলেছে। সমাধীর ইট-খোয়া দিয়েই মাত্র ৪/৫ গজ দুরত্বে তৈরি করা হয়েছে একটি শৌচাগার। শ্বেত পাথরের তৈরি কারুকার্য খচিত পঞ্চরত্ন নামে এ সমাধীটি নির্মিত হয়েছিলো বাংলা ১৩১৮ সালে। প্রায় ৩৫ ফুট সু-উচ্চ এ সমাধী মন্দিরের উপরিভাগে রয়েছে চারটি গম্বুজ। ১৩০১ সালে জমিদার অম্বিকা চরন গুহ মৃত্যুবরন করেন। তিনি বাড়ির সম্মুখভাবে খনন করিয়েছিলেন বিশাল দীঘি। ওই দীঘিটি গুহ বাড়ির দীঘি নামে এলাকায় ব্যাপক পরিচিত। দীঘির উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে রয়েছে বিশাল শান বাঁধানো ঘাটলা।

কালীগঞ্জে সড়কে শৃংখলা ফেরাতে রাস্তায় নামলেন ওসি

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরের প্রবেশপথ যানজটমুক্ত ও ঝিনাইদ - যশোর মহা সড়কে শৃংখলা ফেরাতে জনসচেতনতা মূলক অভিযান চালিয়েছে কালীগঞ্জ থানা পুলিশ। শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ডে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহিদুল ইসলাম হাওলাদার। অভিযান পরিচালনার সময় রাস্তার উপর অবৈধ ভাবে যত্রতত্র পার্কিং করে রাখা বাস, ট্রাক, পিকআপ, ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক রিক্সা, ভ্যান সরিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় ভবিষ্যতে রাস্তার উপর গাড়ি রেখে স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে কঠোর আইন প্রয়োগ করা হবে বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে পুলিশ। ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কে ৬ লেনে উন্নীত করণের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কালীগঞ্জ মেইন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় উড়ন্ত সেতু নির্মাণ কাজ চলছে। ব্যস্ততম এই বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সড়ক সমুহ নিরাপদে ব্যবহার করার জন্য পৌর কর্তৃপক্ষকে সচেতন তামূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহন করতে দেখা না গেলেও কালীগঞ্জ থানা পুলিশের পক্ষ থেকে ওসির এ ধরনের উদ্যোগকে স্থানীয়রা সাধুবাদ জানিয়েছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি এবং নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক শিপলু জামান, গণমাধ্যম কর্মী এবং কালীগঞ্জ থানার একাধিক কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যগণ। কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহিদুল ইসলাম হাওলাদার বলেন, সড়কে শৃংখলা ফেরাতে থানা পুলিশের পক্ষ থেকে সচেতনতা মূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। জননিরাপত্তার জন্য এধরনের অভিযান চলমান থাকবে বলেও তিনি যোগ করেন।

চিতলমারীতে প্রভাতে বসে 'মানুষ বিক্রির হাট'

চিতলমারী, বাগেরহাট প্রতিনিধি : নিজেকে বিকিয়ে দেন অপরের তরে। প্রভাতে চোখে-মুখে ঘুম ঘুম দৃশ্যপট ; নিম্ন আয়ের মানুষেরা চলে আসেন "মানুষ বিক্রির হাটে"। গৃহস্ত বা মহাজনদের সাথে দাম-দরে সম্মতি হলে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিভিন্ন কাজ কামে ব্যস্ত সময় পার করেন এ সকল শ্রমজীবি মানুষগুলো। বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার দূর্গাপুর মঠের কাছে এ দৃশ্য প্রতি দিন ভোর বেলার। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে দেখা যায় কাস্তে, কোদাল, ঝুড়ি, আবার কেউ খালি হাতে হাজির হন সম্ভাব্য কর্মের আশায়। তারা এই হাটে পণ্যের মতো দর-কষাকষির মুখোমুখি হন, ভাগ্যবানরা পেয়ে যান দিনের কাজ, কেউ ফিরে যান খালি হাতে। বর্তমান চিতলমারী উপজেলায় বোরো ধান কাটার মৌসুম। শ্রমিকের বেশ চাহিদা রয়েছে এখানে। সে কারনে জেলা ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিভিন্ন জেলার কয়েক শত শ্রমীক জড়োহন এখানে। গৃহস্ত এবং আগত বেশ কজন শ্রমীকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বর্তমান সর্ব নিম্নে ১০০০ এবং সর্বউর্দ্ধে ১৫০০ টাকায় একজন শ্রমীক বিকি-কিনি চলছে। এছাড়া কর্মস্থলে যাতায়ত এবং সকালের নাস্তা ও দুপুরের খাবার গৃহস্ত বহন করেন। সু দুর রাজশাহী বিভাগের চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা থেকে আগত ১০জন শ্রমীকের মধ্যে মোঃ জমির মিঞা ও হাকিম মিয়ার সাথে কথা হলে তারা জানান, ৪দিন হল চিতলমারী সদর এলাকায় আসছেন। গত বৃহস্পতিবার 'ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে এখানে আসছেন। ১ঘন্টা হয়েছে বিক্রি হতে পারেন নি। তারা ধান কাটার কাজে বিক্রি হবেন। দেপাড়া এলাকার আফসার উদ্দীন জানান, অনেক ভোরে এখানে এসছেন বিক্রি হতে পারেননি। তিনি বলেন ভাগ্যে কি আছে জানিনা। চরবানিয়ারির সুবল বালা জানান, কাজের জন্য আসছি কাজ পেলে টাকা, না পেলে খালি হাতে ফিরতে হবে।

আর কয়েক দিন পরই মানিকগঞ্জে বোরো ধান কাটা শুরু হবে। এ সময়ে কাস্তের চাহিদা বেড়ে যায়। ফুটপাতে বসে কাস্তে বিক্রি করছেন এক ব্যক্তি। বাসস্ট্যান্ড, মানিকগঞ্জ।

চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্রীকে ধর্ষণ চেষ্টা, হাতেনাতে আটক

বরিশাল প্রতিবেদক : সদর উপজেলার চরমোনাই ইউনিয়নের রাজারচর গ্রামে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া এক ছাত্রীকে ধর্ষণ চেষ্টার সময় তপন কুমার নামের এক লম্পটকে স্থানীয়রা হাতেনাতে আটক করে থানা পুলিশের কাছে সোর্পদ করেছেন। তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে কোতয়ালী মডেল থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় মামলা দায়েরের পর আটককৃতকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পহেলা মে বেলা বারোটার দিকে ১০ বছরের ওই ছাত্রী একটি দোকান থেকে পান ক্রয় করে বাড়িতে ফিরছিলো। পথিমধ্যে ওই স্কুল ছাত্রীর মুখ চেঁপে ধরে নদীর পাড়ের নির্জনস্থানে নিয়ে একই এলাকার লম্পট তপন জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে। এসময় স্কুল ছাত্রীর চিৎকারে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে এসে হাতেনাতে তপনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

অসুস্থ বুনোহাতিকে দেয়া হলো চিকিৎসাসেবা

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুর গারো পাহাড়ে ১০/১২ বছরের একটি অসুস্থ মাদি বুনোহাতিকে চিকিৎসাসেবা দিয়েছে বন বিভাগ। গত বৃহস্পতিবার নালিতাবাড়ী উপজেলার নয়াবিল ইউনিয়নের দাওধারা কাটাবাড়ি পাড়া এলাকার অভ্যন্তরে ওই চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়। বন বিভাগ সুত্র জানায়, গারো পাহাড় এলাকায় প্রায় শতাধিক বুনোহাতি কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হয়ে আনাগোনা করছিল। এসব হাতি খাদ্যের সন্ধানে কখনো ধানক্ষেতে কখনোবা লোকালয়ে হামলা করে আসছে। ফসল ও বসতবাড়ি রক্ষা করতে গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলে। আবার কেউ কেউ ধানক্ষেতে জেনারেটর বা বৈদ্যুতিক তার দিয়ে ফাঁদ পেতে ক্ষুধার্ত হাতিগুলোকে নিভৃত করতে চেষ্টা করে। এদিকে, বুনোহাতি আক্রান্ত এলাকায় বাইরে থেকে দলে দলে লোকজন তামাশা দেখতে আসেন। এসময় স্থানীয়দের সাথে তারাও হাতি তাড়াতে যোগ দেন। তারা মাঝে মধ্যেই বুনোহাতিকে পাথর ছুড়ে মারেন। কিংবা দেশীয় কোনো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। নালিতাবাড়ী উপজেলার দাওধারা কাটাবাড়ি পাহাড়ে নির্মানাধীন নতুন পর্যটন এলাকার পাশে এমনই এক আঘাতপ্রাপ্ত বুনোহাতিকে দেখতে পান স্থানীয় অধিবাসীরা। এ বিষয়ে তারা বন বিভাগের লোকজনকে খবর দেন। পরে বন বিভাগের কর্মকর্তারা ও মেডিকেল টিমের সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত ওই বুনোহাতিকে চিকিৎসাসেবা দেন। মেডিকেল টিমের প্রধান চিকিৎসক গাজীপুর সাফারি পার্কের ভেটেরিনারি সার্জন ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমান জানান, প্রায় ৩/৪ মাস আগে বল্লম জাতীয় দেশীয় অস্ত্র দিয়ে ওই হাতিকে আঘাত করা হয়েছিল। ৩/৪ ইঞ্চি দৈর্ঘের ওই আঘাতের গভীরতা প্রায় ৬ ইঞ্চির মতো। আঘাতের কারনে হাতিটি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার দেহের মেজর টিস্যু ডেমেজ হয়ে যায়। আমরা পাহাড়ে এসে ওই হাতির আঘাতপ্রাপ্ত স্থান ড্রেসিং করে তার দেহে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে চিকিৎসাসেবা দিয়ে বনে ছেড়ে দিয়েছি। আশা করছি খুব দ্রুতই হাতিটি সুস্থ হয়ে উঠবে।

ধান কেটে মহিষের গাড়িতে করে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন কৃষক। চণ্ডীভোগ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।

মহেশপুরে ভারতীয় রুপি-টাকা রিয়েলসহ ভারতীয় যুবক আটক

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : নারী ও শিশু পাচারের অভিযোগে শংকর অধিকারী (৩৯) নামে ভারতীয় এক নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি। মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এ তথ্য জানান। শংকর অধিকারী ভারতের দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাগদা থানার পূর্বহুদা গ্রামের নুকুল অধিকারীর ছেলে। মহেশপুর উপজেলার সীমান্ত এলাকা থেকে শংকর অধিকারীকে আটক করে। তিনি দুই নারী ও এক শিশুকে সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচার করার চেষ্টা করছিলেন। এসময় বিজিবির টহল দল তাকে আটক করে। তার কাছ থেকে নগদ ৫০ হাজার ১১০ টাকা, ৮৫০ ভারতীয় রুপী এবং ৭ রিয়েল উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়াদের বরাতে বিজিবি জানিয়ে, ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে কৌশলে পাচারের জন্য দুই নারী ও এক শিশুকে সীমান্ত এলাকায় নিয়ে আসেন শংকর অধিকারী। সীমান্ত এলাকায় পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত ভিকটিম নারী ও শিশুরা শংকরের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি। মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, শংকর অধিকারীর বিরুদ্ধে মানব পাচার আইনে মামলা হয়েছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মরণ ব্যাধি ক্যান্সারে ভূগছে দুর্গাপুরের কলেজ ছাত্র জুলহাস

দুর্গাপুর, নেত্রকোনা প্রতিনিধি : সবেমাত্র কলেজ জীবনের ইন্টার গণ্ডি পেরিয়ে ডিগ্রিতে যাত্রা শুরু। স্বপ্ন ছিল পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাবার সংসারের হাল ধরবে। কিন্তু সেই স্বপ্ন পুরণের আগেই মাত্র ২১ বছর বয়সে তার শরীরে বাসা বেঁধেছে ক্যান্সার নামীয় এক মরণ ব্যাধি। নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার কাকৈরগড়া ইউনিয়নের ইন্দ্রপুর গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তান জুলহাস মিয়া। তাকে ঘিরে বাবা মায়ের ছিল অনেক স্বপ্ন কিন্তু দেড় বছর আগে ছেলের মলদ্বারে ক্যান্সারে সব কিছুই যেন উলট-পালট হয়ে যায়। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, একা-একা চলাফেরা করতে পারে না জুলহাস। গোসল কিংবা খাবার খাওয়া সব কিছু চলে মা-বাবার সহযোগীতায়। কখনও খেতে পারে কখনও না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে দিয়ে থমকে আছে তার জীবন। মরণব্যাধি ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ, ঢাকা চিকিৎসার ইতি টেনেছেন। পেটে পানি চলে আসায় হয়নি অপারেশনও। এখন শয্যাশায়ী, দিন-রাত কাটে বিছানায় জুলহাসের। বাঁচার আকুতি তার, সুসং সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ডিগ্রি ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী সে। সুস্থ হয়ে যেতে চায় কলেজেও। নিজের অসুস্থতার কথা ভেবে বার-বার কান্নায় ভেঙেপড়ে সে। জুলহাস মিয়া বলেন, বাবা-মা আমাকে নিয়ে অনেক কষ্ট করতেছে। যা ছিল সব কিছুই বিক্রি করে আমার চিকিৎসার পিছনে খরচ করেছে। আমি সবার কাছে দোয়া ও সহযোগিতা চাই। আমি সুস্থ হলে প্রতিবছরই একবার চিল্লাতে যাবো আর পড়াশোনাও শুরু করে কলেজে যেতে চাই। জুলহাসের বাবা কমল মিয়া বলেন, যা ছিল নিজের সবকিছুই বিক্রি করে খরচ করেছেন চিকিৎসায়। এখন অটো চালিয়ে দিন-রাত পরিশ্রম করে যা পাই তাতেই কোনোভাবে চালাচ্ছি চিকিৎসা।

গোপালপুরে এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টু প্রিতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ভুঞাপুর, টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইলের গোপালপুরে সদ্য কারামুক্ত সাবেক মন্ত্রী এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টু প্রিতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গোপালপুর উপজেলার নারুচি স্টেডিয়ামে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করে সোনালী লাইফ একাদশ টাঙ্গাইল বনাম হেমনগর ইউনিয়ন একাদশ। খেলাটিতে উভ পক্ষ তিনটি করে গোল করে। পরে ম্যাচটি তিন তিন গোলে ড্র ঘোষনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, হেমনগর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম রোশ তালুকদার, হেমনগর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম খান, গোপালপুর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোঃ নুরুল ইসলাম, জেলা ছাত্র দলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক খন্দকার হাসানুজ্জামান ইমু প্রমুখ। খেলাটির আয়োজন করেন হেমনগর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সোনালী লাইফ ইন্সুরেন্সের টাঙ্গাইল ব্রান্স ম্যানেজার, মীর নাজমুল হক জামিল।

গোমস্তাপুরে শিলাবৃষ্টিতে পাকাধানসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার পার্বতীপুর ইউনিয়নসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় শিলাবৃষ্টিতে বোরো ধান, আমসহ বিভিন্ন সবজির ক্ষেত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝড়ো হাওয়া সঙ্গে শিলাবৃষ্টি শুরু হয়। ১৫ থেকে ২০ মিনিটের শিলাবৃষ্টিতে চাষিদের স্বপ্ন মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে। এতে ওই এলাকার পাকাধানসহ বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় কৃষকরা জানান, শিলার আঘাতে ধান ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাকা ধানের শিষ থেকে ধান ঝরে পড়ে গেছে মাঠজুড়ে। এছাড়া আম ও লিচু গাছে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পার্বতীপুর ইউনিয়নের মিজানুর রহমান নামে এক কৃষক জানায় দুপুরের পর থেকে হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়। প্রথম দিকে হালকা বাতাস শুরু হয় কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয় ব্যাপক ঝড় এর সাথে শিলাবৃষ্টি। এতে আমাদের গাছপালা সহ ফসলাদির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। একই ইউনিয়নের ফিরোজ নামের এক কৃষক জানায় অনেকের পাকা ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে আবার অনেকের পাকা ধান এখনো কাটা হয়নি। আমারও কিছু ধান কাটা বাকি রয়েছে আজ হঠাৎ শিলা বৃষ্টির কারণে ধান ঝরে কাদা ও পানিযুক্ত জমিতে পড়ে গেছে এতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। সোহেল হোসেন নামে আরেক কৃষক জানান, তার দুই বিঘা জমিতে কিছুদিন আগে বিভি-ন্ন ধরনের সবজি চাষ করে বিক্রি শুরু করেছি। এই শিলাবৃষ্টি তার ফসলি জমি নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট সবজি চারা আর ভালো হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আমচাষী ফয়সাল কবির জানান তার বাগানে শতাধিক গাছের আম ঝড়ে গেছে। এছাড়া বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিষয়ে উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা তানভীর আহমেদ সরকার বলেন, মাত্র কয়েক মিনিটের শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে। তবে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এখনও সম্ভব হয়নি।

পাংশায় ফার্নিচার কারখানায় আগুন ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

পাংসা, রাজবাড়ি প্রতিনিধি : পাংশায় ফার্নিচার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ১৫ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। পৌরসভার বারেক মোড় এলাকার আনোয়ার কবি মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডে ফাতেমা ফার্নিচারের কারখানা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে এবং পাশের আয়াশ রেস্টুরেন্টের রান্নাঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা যায়, রাত সাড়ে ১০ টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মুহূর্তেই আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয় স্থানীয়রা। স্থানীয় লোকজনের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং পাংশা ও কালুখালী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ৩ টি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফাতেমা ফার্নিচারের মালিক মো: হারুনার রশিদ বলেন, রাতে কারখানা বন্ধ করে আমি বাড়ি চলে যাই। পরে খবর পাই কারখানায় আগুন লেগেছে। দ্রুত এসে দেখতে পাই আমার কারখানায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নেভানোর পরে দেখি কারখানায় প্রস্তুত করে রাখা ফার্নিচার ও দামী কাঠ সব পুড়ে গেছে। এতে আমার ১৫ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এখন আমি নিঃস্ব প্রায়।

সৈয়দপুরে বিমান বাংলাদেশ চালু করলো শাটল বাস সার্ভিস

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দরে যাত্রীদের সুবিধার্থে চালু করা হল শাটল বাস সার্ভিস। যাত্রী সেবার মান বাড়াতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যানবাহন বিভাগ দুটি অত্যাধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুপরিসর শাটল বাস সার্ভিস চালু করে। এর ফলে বিমান যাত্রীরা সৈয়দপুর বিমানবন্দরে আসা-যাওয়া করতে সুবিধা পাবেন। বাংলাদেশ বিমানের সৈয়দপুর জেলা ব্যবস্থাপক আব্দুল লতিফ মন্ডল জানান, ১ মে থেকে সৈয়দপুর বিমানবন্দর হতে রংপুর ও দিনাজপুর রুটে বর্হিগামী ও আগমনী ফ্লাইটের ক্ষেত্রে ফ্রি শাটল বাস সার্ভিস সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। দিনাজপুরের মতিয়ার রহমান পাম্প ও রংপুরের পর্যটন মোড় থেকে যাত্রী সেবা দেবে বাস দুটি।

গজারিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় পিকআপ চালক নিহত

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া অংশের আনারপুরা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক পিকআপ চালক নিহত হয়েছে। গজারিয়া ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া অংশের আনারপুর এলাকায় ঢাকাগামী লেনে অজ্ঞাতনামা একটি গাড়ির পেছনে ধাক্কা দেয় পিকআপটি। এতে পিকআপটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। এই ঘটনায় মারা যায় পিকআপ চালক সজল। নিহত পিকআপ চালকের নাম সজল (৪৫)। সে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার নজরুল ইসলামের ছেলে বলে জানা গেছে। বিষয়টি সম্পর্কে গজারিয়া ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. শওকত হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। লাশ ও পিকআপটি বর্তমানে পুলিশ ফাঁড়িতে রয়েছে। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ভারতীয় চিনি, মদ ও গাজাসহ আটক ৫

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের নালিতাবাড়ী থানা পুলিশ পৃথক অভিযান পরিচালনা করে ভারতীয় চিনি, মদ ও গাজাসহ ৫ জনকে আটক করেছে। আটককৃতদের গত বৃহস্পতিবার দুপুরে শেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এর আগে উপজেলার ৩টি এলাকা থেকে পৃথক অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে আটক করা হয়। পুলিশ জানায়, গত বুধবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে অভিযান চালিয়ে উপজেলার কাকরকান্দি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সামনে থেকে ইজিবাইক ভর্তি ৫০০ কেজি (১০ বস্তা) ভারতীয় চিনি উদ্ধারসহ পাশ্ববর্তী হালুয়াঘাট উপজেলার বেতকুড়ি গ্রামের জালাল উদ্দীনের ছেলে রাজু মিয়াকে (২০) আটক করা হয়। একই দিন রাত দশটার দিকে অভিযান চালিয়ে উপজেলার শিমুলতলা মহাখালী নামক এলাকায় অনুপ বিশ্বাসের কাঠের দোকানের সামনে নাকুগাঁও স্থলবন্দরের মহাসড়ক থেকে ২৪ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।

যবি প্রবিতে গুচ্ছ পদ্ধতির 'বি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

যশোর প্রতিনিধি : সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে গুচ্ছ পদ্ধতিতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি পঞ্চম বারের মতো যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও (যবিপ্রবি) স্নাতক প্রথম বর্ষের 'বি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'বি' ইউনিটে যবিপ্রবি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো ৫৮৩৯ জন। এরমধ্যে ৯৫ দশমিক ৯২ শতাংশ শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়েছেন। 'বি' ইউনিটে মানবিক বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৯ মে 'এ' ইউনিটে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের বেলা ১১টা-১২টা পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, উক্তদিনে আর্কিটেকচার ব্যবহারিক (ড্রয়িং) পরীক্ষাটি বিকেল ৩টা হতে ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষা বিষয়ে যবিপ্রবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মজিদ বলেন, অত্যন্ত সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে যবিপ্রবি কেন্দ্রে জিএসটির 'বি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য যা করার প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা প্রদান করেছে। ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি যবিপ্রবির সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। যবিপ্রবি কেন্দ্রের বি ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর ড. মো. মুনিবুর রহমানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, 'বি' ইউনিটের শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে ডিজিটাল ব্যানারে রোল নম্বর, কেন্দ্র এবং ভবন নির্দেশক দেওয়া হয়। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের সহায়তা দেওয়ার জন্য সকল ভবনের প্রবেশমুখে নিরাপত্তা উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ, যবিপ্রবি সাংবাদিক সমিতি, বিএনসিসি, রোভার স্কাউটসহ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণ দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে গুচ্ছ পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যবিপ্রবিতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

ভর্তি পরীক্ষার সময় যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়াতে ও পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত পরিমাণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োজিত ছিলেন। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর যবিপ্রবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসেন আল মামুনকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষার হল পরিদর্শন করেন। পরীক্ষার হল পরিদর্শন শেষে পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দের সাথে যবিপ্রবির উপাচার্য কুশল বিনিময় করেন।

নিজের গাছের কাঁচা আম প্রতি কেজি ৪০ টাকায় বিক্রি করছেন কৃষক আলী আশরাফ। মলয় বাজার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

বাংলাদেশ সফরে আছে প্রোটিয়া ইমার্জিং দল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : চলতি মে মাসে বাংলাদেশ সফরে আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং দল। বাংলাদেশ ইমার্জিং দলের বিপক্ষে ৩ ওয়ানডে এবং ২টি চার দিনের ম্যাচ খেলবে প্রোটিয়া ইমার্জিং দল। সিরিজকে সামনে রেখে সূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকাশ করা হয়েছে দুই দলের স্কোয়াডও। আগামী ৭ মে ঢাকায় পা রাখবে প্রোটিয়া ইমার্জিং দল। সেদিনই চলে যাবে রাজশাহী। সিরিজের প্রথম ওয়ানডে ম্যাচ মাঠে গড়াবে ১২ মে, রাজশাহীর বিভাগীয় স্টেডিয়ামে। ১৪ এবং ১৬ মে পরের দুই ওয়ানডেও একই স্টেডিয়ামে। ওয়ানডে সিরিজ শেষে চট্টগ্রামে চলে যাবে দুই দল। প্রথম চার দিনের ম্যাচ মাঠে গড়াবে ২০ মে, চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফট্যানেন্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। সেই ম্যাচ শেষে ঢাকায় ফিরবে দুই দল। ২৭ মে দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচ মাঠে গড়াবে মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। সিরিজ শেষে ৩১ মে বাংলাদেশ ছেড়ে দেশে ফিরে যাবে প্রোটিয়ারা। সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ ইমার্জিং স্কোয়াড দিয়েছে বিসিবি। দলের নেতৃত্বে আছেন আকবর আলী। তাছাড়া জিসান আলম, আরিফুল ইসলাম, মাহফুজুর রহমান রাব্বির মত উদীয়মান ক্রিকেটারদের রাখা হয়েছে স্কোয়াডে। স্কোয়াড দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাও। প্রোটিয়াদের নেতৃত্বে আছেন জর্জ মার্থিনাস ভ্যান হীরডেন। **বাংলাদেশ ইমার্জিং দল :** আকবর আলী (অধিনায়ক), মোঃ মাহফিজুল ইসলাম, জিসান আলম, রায়হান রাফসান রহমান, আরিফুল ইসলাম, আহরার আমিন, প্রীতম কুমার, মাহফুজুর রহমান রাব্বি, তোফায়েল আহমেদ রায়হান, ওয়াসি সিদ্দিকী, রাকিবুল হাসান। শেখ পারভেজ জীবন, মারুফ মৃধা, রিপন মন্ডল, আসাদুজ্জামান **দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং দল :** জর্জ মার্থিনাস ভ্যান হীরডেন (অধিনায়ক), এম্মিকা-এল প্রিন্স, ডিয়ান ফরেস্ট, মুহাম্মদ মান্যাক, সেসোনা সেপো এনডওয়ানডওয়া, এনকোবানি হ্যান্ডসাম মোকোয়েনা, অনকমোডিৎসে রিচার্ড সেলেটসোয়ানে, সেপো ইনোসেন্ট এনটুলি, এনটানদোয়েনকোসি জিমিলে জুমা, কনর বয়েড এসটারহুইজেন, তিয়ান মাইকেল ভ্যান ভুরেন, আন্দিলে ওস্টিন সিমেলানে, আন্দিলে চার্লস মোগাকানে, রোমাশান-সোমা পিল্লাই, ডেওয়ান মারাইস।

বাংলাদেশ সফরে আসছেনা ভারত

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের মতোই অবনতি হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে। এর জেরে বাংলাদেশ সফর থেকে বিরত থাকতে পারে ভারত- এমন খবর প্রকাশ করেছে ভারতীয় গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া। এছাড়া এশিয়া কাপের ভবিষ্যৎ নিয়েও সংশয় প্রকাশ করে ভারতের গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে- না-ও হতে পারে এবারের এশিয়া কাপ। চূড়ান্ত সূচি অনুযায়ী, আগামী আগস্টে ভারত জাতীয় দলের আসার কথা বাংলাদেশ সফরে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে খেলার কথা তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি। তবে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের পর ভারতের সাথে সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় নিশ্চিত নয়, বিসিসিআই বা ভারত সরকার দল বাংলাদেশে পাঠাবে কি না। ভারতের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়াকে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্কের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করা সাপেক্ষে এক সুত্র জানিয়েছে, 'এই সফর সূচির অংশ। তবে এখনও কিছু চূড়ান্ত নয়। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে ভারতের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফর না করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।' সম্প্রতি কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বেড়েছে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে। ক্রমশ অবনতি হচ্ছে সম্পর্কের। এদিকে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সাবেক একজন সেনা কর্মকর্তা চীনের সাথে যৌথ সামরিক ব্যবস্থার পরামর্শ দেন। এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে। খবরে দাবি করা হয়েছে, পেহেলগামের ঘটনার পর এশিয়া কাপ না হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়েছে। ভারত-পাকিস্তান এখন দ্বিপাক্ষিক সিরিজ না খেললেও এশিয়া কাপ হলে এই দুই দেশকে খেলতে হবে পরস্পরের বিপক্ষে। তার ওপর এশিয়া কাপের আয়োজক ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের ম্যাচ নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আয়োজনের সময়কার চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানের ম্যাচগুলো ভারতকে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আয়োজন করতে হবে। তবে ভারতের অনড় অবস্থানের কারণে বিষয়টি এখন অনেকটা অকল্পনীয়। এতে এশিয়া কাপই ভেস্তে যেতে পারে। শেষপর্যন্ত কী আছে এশিয়া কাপের ভাগ্যে? রোহিত-কোহলিরা কি পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশ সফর থেকে বিরত থেকে নিজেদের ক্রিকেটীয় পরাশক্তি তকমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন? উত্তরটা এখন সময়ের হাতে।

মেসিকে নিয়েই এশিয়া-আফ্রিকা সফরে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা দল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক প্রস্তুতি পর্ব জোরালো করছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। দলটি এবার ছুটছে এশিয়া ও আফ্রিকার পথে–আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলার লক্ষ্যে। এই সফরে দলের প্রাণভোমরা লিওনেল মেসিও অংশ নেবেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আর্জেন্টিনার ক্রীড়ামাধ্যম 'ওলে' ও 'টিওয়াইসি স্পোর্টস'-এর বরাতে জানা গেছে, আগামী অক্টোবর মাসে ফিফার আন্তর্জাতিক সূচির ফাঁকে চীন সফরে যাবে আর্জেন্টিনা দল। সেখানে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের, যদিও এখনও নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষ চূড়ান্ত হয়নি। সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হিসেবে চীন ছাড়াও আরও একটি আমন্ত্রিত দলের কথা বিবেচনায় রয়েছে। চীনে ম্যাচ শেষে নভেম্বরে দলের পরবর্তী গন্তব্য আফ্রিকা। অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ১১ নভেম্বর দেশটির বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টাইনরা। এই প্রীতি ম্যাচটি ঘিরে সম্প্রতি আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) এবং অ্যাঙ্গোলা ফুটবল ফেডারেশনের (এফএএফ) কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই আলোচনায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন এএফএ সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া। তিনি ফোনে কথা বলেন লিওনেল মেসির সঙ্গেও। মেসি স্মরণ করেন, ২০০৬ সালে ইতালির মাটিতে অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে তাঁর প্রথম ম্যাচের কথা, যেখানে আর্জেন্টিনা জয় পেয়েছিল ২-০ গোলে। অ্যাঙ্গোলার ম্যাচ শেষেই দলের পরবর্তী গন্তব্য কাতার–সেই মাঠ, যেখানে ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ট্রফি উঁচিয়ে ধরেছিল আর্জেন্টিনা। কাতার সফরেও একটি প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে, যদিও প্রতিপক্ষ এখনও নিশ্চিত নয়।

আনচেলত্তিকে সময়সীমা বেঁধে দিলো ব্রাজিল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : কার্লো আনচেলত্তিকে কোচ হিসেবে পেতে বহুবার চেষ্টা করেছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। তবে একবারও সফল হতে পারেনি। এবার সিবিএফের সামনে দারুণ সুযোগ। সেটি কাজে লাগাতে প্রাথমিক আলোচনাও হয়ে গেছে। তবে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে আনচেলত্তির আর্থিক লেনদেনে জটিলতা তৈরি হওয়ায় চুক্তির অগ্রগতি থমকে গেছে। কিন্তু আনচেলত্তির পিছু ছাড়তে রাজি নয় সিবিএফ। দেশটি হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা ব্যাপারটির শেষ দিকে দেখেই ছাড়বে। যে কারণে নতুন কোচ নিয়োগের সময়সীমাও বাড়িয়েছে সিবিএফ। ফুটবল-বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন নিজস্ব সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার আনচেলত্তির জাতীয় দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়েছে সিবিএফ। লা লিগার চলতি মৌসুমে রিয়ালের শিরোপা দৌড়ে ভাগ্য নির্ধারিত হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে ইচ্ছুক। লা লিগায় বর্তমানে বার্সেলোনার চেয়ে ৪ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে রিয়াল। মৌসুমে উভয় দলেরই এখনো পাঁচটি করে ম্যাচ বাকি। এর মধ্যে ১১ মে মৌসুমের শেষ এল ক্লাসিকো খেলবে রিয়াল-বার্সা। লা লিগায় রিয়ালের শেষ ম্যাচ রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে। সেটি ২৪ বা ২৫ মে ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যু অনুষ্ঠিত হতে পারে। সিবিএফের নতুন সময়সীমা অনুযায়ী, এই ম্যাচ শেষ করেও ব্রাজিল যেতে পারবেন আনচেলত্তি। অর্থাৎ আনচেলত্তিতে পেতে আগামী ২৬ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ব্রাজিল। এদিকে ইএসপিএন সূত্র জানিয়েছে, আনচেলত্তি এবং রিয়ালের মধ্যে ক্লাব ছাড়ার পদ্ধতি ও সময় নিয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। যা সমাধান না হলে তিনি ব্রাজিলের চাকরি গ্রহণ করতে পারবেন না। রিয়ালের সঙ্গে আনচেলত্তির চুক্তি ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত। তার আগেই যদি আনচেলত্তি স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেন, তাহলে চুক্তির বাকি অংকের বেতন পাবেন না বা পাওনার পরিমাণ অনেক কমে যেতে পারে ইতালিয়ান মাস্টারমাইন্ডের। সেক্ষেত্রে সিবিএফের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে রিয়াল। সূত্র জানিয়েছে, রিয়াল সাধারণত যেকোনো কোচকে বরখাস্ত করলে ছয় মাসের বেতন পরিশোধ করে, চুক্তির মেয়াদ যতই বাকি থাকুক না কেন। আরও একটি সূত্র জানিয়েছে, সম্ভাব্য সমঝোতা হতে পারে যে, আনচেলত্তিকে তার বাকি বেতনের একটি অংশ পরিশোধ করবে রিয়াল এবং বাকি অংশ সিবিএফ দেবে। ব্রাজিল চায় ২৬ মে র মধ্যে নতুন কোচ নিয়োগ করতে। কারণ জুনে হতে যাওয়া ইকুয়েডর এবং প্যারাগুয়ের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচের জন্য ওইদিন ব্রাজিলের স্কোয়াড ঘোষণা করা হবে। ইএসপিএন এই সপ্তাহের শুরুতে জানিয়েছিল, আনচেলত্তি এবং রিয়াল প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ এই অচলাবস্থা নিয়ে শিগগিরই একটি বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও আনচেলত্তি সিবিএফের পছন্দের কোচ, তাকে এই বিষয়ে অবহিতও করা হয়েছে। তবুও বিকল্প হিসেবে আল হিলালের জর্জ জেসুস এবং পালমেইরাসের আবেল ফেরেইরার নামও বিবেচনা করছে সিবিএফ।

পাকিস্তানের আগে আরব আমিরাত সফরে যাবে টাইগাররা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : পরবর্তী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও এশিয়া কাপের আগে যত বেশি সম্ভব টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার চেষ্টা করছে বিসিবি। এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান সফরে গিয়ে ওয়ানডে সিরিজের বদলে বাড়তি দুটি টি-টোয়েন্টি খেলবে টাইগাররা। তবে পাঁচ ম্যাচের সেই সিরিজের আগে বাংলাদেশ দল যাবে আরব আমিরাতে, সেখানে খেলবে আরও দুটি টি-টোয়েন্টি। গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ দলের সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের সূচি প্রকাশ করেছে ইউএই ক্রিকেট। সেই সূচি অনুযায়ী, সিরিজের প্রথম ম্যাচ অনুস্থিত হবে ১৭ মে এবং দ্বিতীয় ম্যাচ ১৯ মে। দুটি ম্যাচের ভেন্যু শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়াম। গালফ মান সময় অনুযায়ী স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটায়, অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় রাত নয়টায় শুরু হবে ম্যাচ দুটি। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার আরব আমিরাত সফরে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এর আগে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে মরুদেশটিতে গিয়ে তাদের জাতীয় দলের বিপক্ষে খেলেছিল বাংলাদেশ। সেই সিরিজে সফরকারীরা জিতেছিল সিরিজের দুটি ম্যাচেই। আরব আমিরাতের ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী সুবহান আহমেদ বলেন, 'আরও একটি দ্বিপাক্ষিক টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দলকে আতিথেয়তা দিতে পেরে আমি খুশি।

বোর্ড সবসময়ই মানসম্পন্ন দলের বিপক্ষে জাতীয় দলের খেলা আয়োজনের চেষ্টা করছে।' বাংলাদেশ ছাড়াও ইতিপূর্বে নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আফগানিস্তানকে নিজেদের জাতীয় দলের বিপক্ষে সিরিজের জন্য আতিথেয়তা দিয়েছে বোর্ডটি। আরব আমিরাত সফর শেষ করেই বাংলাদেশ দল উড়াল দেবে পাকিস্তানে। সেখানে খেলবে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি। সিরিজের ম্যাচগুলো হবে ফয়সালাবাদ ও লাহোরে। প্রথম দুটি ম্যাচের ভেন্যু ফয়সালাবাদ, শেষ তিন ম্যাচের ভেন্যু লাহোর। এই সিরিজ দিয়ে ১৭ বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরবে ফয়সালাবাদে। ২৫ মে প্রথম ও ২৭ মে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে দুই দল পাড়ি জমাবে লাহোরে। সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ হবে ৩০ মে। শেষ দুই ম্যাচ ১ ও ৩ জুন। এফটিপি অনুযায়ী তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি হওয়ার কথা থাকলেও দুই বোর্ডের আলোচনায় পাঁচটি টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়াচ্ছে। এ বছর এশিয়া কাপ হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। কারণ আগামী বছর রয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

লাইফস্টাইল

তরমুজের বীজ খাওয়ার ৫ উপকারিতা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মিষ্টি এবং রসালো তরমুজ খেতে কে না পছন্দ করে! রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে এটি একটি সেরা হাইড্রেটিং খাবার। কিন্তু সত্যি বলতে, এর বীজ কিছুটা বিরক্তিকর হতে পারে। আমরা সাধারণত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তরমুজের বীজগুলো বাদ দিতে চাই। কিন্তু আপনি কি জানেন যে এই ছোট কালো বীজ আসলে আপনার জন্য ভালো হতে পারে? হ্যাঁ, তরমুজের বীজ প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং পুষ্টিতে ভরপুর যা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য অনেক পরিবর্তন আনতে পারে। ভাবছেন, এর উপকারিতা কী? চলুন জেনে নেওয়া যাক- ১. প্রয়োজনীয় পুষ্টির ভালো উৎস, ডায়েটিশিয়ানদের মতে, তরমুজের বীজ ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন এবং জিঙ্কের মতো প্রয়োজনীয় খনিজের একটি ভালো উৎস। এটি স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং প্রোটিনেরও ভালো উৎস। এই সমস্ত কারণ একত্রিত হয়ে তরমুজের বীজকে আমাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী করে তোলে। একবার নিয়মিত এই বীজ খাওয়া শুরু করলে, লক্ষ্য করবেন যে তা আপনার স্বাস্থ্যের কীভাবে পরিবর্তন আনে। ২. শক্তি বৃদ্ধিকারী, আপনার কি প্রায়ই শক্তির অভাব বোধ হয়? যদি তাই হয়, তাহলে তরমুজের বীজ খান। এটি শক্তির মাত্রা পুনরায় পূরণ করতে সাহায্য করতে পারে। যেহেতু এই বীজ প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে সমৃদ্ধ, তাই এটি স্বাভাবিকভাবেই শক্তি বৃদ্ধি করে। তরমুজের বীজ খেলে তা শরীরকে সারাদিন ধরে জ্বালানি বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। ৩. মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, আপনি কি জানেন তরমুজের বীজ মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যেরও সহায়তা করতে পারে? হ্যাঁ, আপনি ঠিক পড়েছেন! মেডটিগো জার্নাল নেটওয়ার্কে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুসারে, তরমুজের বীজের নির্যাস চিকিৎসা করা ইঁদুরের ওপর সংশোধনমূলক এবং স্নায়ু সুরক্ষামূলক প্রভাব ফেলে। ৪. হৃদযন্ত্রে জন্য ভালো, সুস্থ হৃদযন্ত্রের জন্, আপনার খাদ্যকে স্বাস্থ্যকর চর্বি দিয়ে সমৃদ্ধ

করা উচিত। এটি তরমুজের বীজে প্রচুর পরিমাণে থাকে! নিয়মিত তরমুজের বীজ খেলে তা হৃদযন্ত্রকে ভালোভাবে পাম্প করতে সাহায্য করতে পারে এবং করোনারি ধমনী রোগ এবং এমনকি হার্ট ফেইলিওরের মতো বিভিন্ন হৃদরোগজনিত সমস্যা প্রতিরোধ করতে পারে। ৫. হজমে সহায়তা, তরমুজের বীজে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা হজমের স্বাস্থ্যের জন্য দুর্দান্ত। এটি আপনাকে দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরাতে সাহায্য করতে পারে, ফলে নির্দিষ্ট সময়ে অতিরিক্ত খাওয়া রোধ করে এবং ওজন কমাতে সহায়তা করে। তবে খুব বেশি পরিমাণে খাবেন করবেন না, অন্যথায় হজমে অস্বস্তি হতে পারে।

হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচতে সঙ্গে যা রাখতে পারেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকিও। গরমে দিনের বেলায় কোনো কাজ ছাড়া সাধ করে কেউ বাইরে বের হতে চায় না, বিশেষ করে সূর্য যখন একেবারে মাথার ওপর থাকে। কিন্তু কতক্ষণ আর ঘরে বসে থাকা যায়? বাইরে তো বের হতেই হয়। আর তখনই হিট স্ট্রোকের ভয়টা থেকেই যায়। প্রচণ্ড গরম এবং তাপপ্রবাহ থেকে নিজেকে রক্ষা জন্য সচেষ্ট হতে হবে আপনাকেই। এই গরমে হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচার জন্য বাইরে বের হলে সঙ্গে রাখতে পারেন এই জিনিসগুলো- সুতির কাপড় বা গামছা, শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও এটি বেশ কার্যকরী। বাইরে বের হওয়ার সময় ব্যাগে রাখুন একটি বড় সুতির গামছা বা তোয়ালে। এটি প্রচণ্ড রোদে আপনাকে সতেজ থাকতে সাহায্য করবে। কীভাবে? যেখানে বেশি রোদ, সেখানে এই সুতির কাপড় দিয়ে মাথা, হাত, মুখ ইত্যাদি ঢেকে রাখবেন। এতে রোদের তাপ সরাসরি আপনার শরীরে পরবে না। সানগ্লাস, সানগ্লাস কেবল ফ্যাশনের জন্য নয়। বরং এটি সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে আপনাকে রক্ষা করতে বেশ কার্যকরী। কারণ রোদের প্রচণ্ড তাপ আমাদের চোখের ওপর বেশ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অতিবেগুনী রশ্মি এবং গরম বাতাসের কারণে চোখ শুষ্ক হয়ে যেতে পারে এবং সেইসঙ্গে হতে পারে জ্বালাপোড়াও। তাই রোদ থেকে চোখ বাঁচাতে সানগ্লাস ব্যবহার করুন। খাবার স্যালাইন, গরমে বাইরে বের হলে খাবার পানির বোতল তো সঙ্গে রাখবেনই, সেইসঙ্গে রাখুন স্যালাইনের বোতলও। কারণ গরমে সৃষ্ট তাপের ফলে ঘামের মাধ্যমে অনেকটা পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

সকালের নাস্তায় ফল খাওয়া কি ভালো?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : গ্রীষ্মকাল মানেই বাজারে রসালো আম, লিচু, জাম এবং তরমুজের সমাহার। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসব রসালো ফল খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়। ফল হালকা, সতেজ এবং স্বাভাবিকভাবেই মিষ্টি। কিন্তু সকালের নাস্তায় ফল খাওয়া কি সত্যিই সেরা কাজ? অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, এক বাটি ফল দিয়ে দিন শুরু করা স্বাস্থ্যকর। কিন্তু সত্যিই কি তাই? চলুন জেনে নেওয়া যাক- সকালের নাস্তায় ফল খাওয়া কি উচিত? সকালে নাস্তায় ফল খাওয়া কি আসলেই ঠিক নয়। আপনি কী খান শুধু তাই নয়, কখন সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। হজমের আগুনকে সাহায্য করে এমন যেকোনো কিছুকে ভালো খাবার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সকাল ৬:০০ টা থেকে ১০:০০ টা পর্যন্ত সময়ে শরীর ঠান্ডা এবং ভারী থাকে। এই সময় হজমশক্তি উষ্ণ থাকে। তখন ফলের মতো ঠান্ডা খাবার খেলে হজমশক্তি দুর্বল হয়ে যেতে পারে, যা হজমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এর ফলে পেট ফাঁপা, হঠাৎ রক্তে শর্করা বৃদ্ধি, শক্তি হ্রাস, এমনকী ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন। এরপর কী হবে? এর পরেই আপনি ক্ষুধার্ত বোধ করতে পারেন। ফল খাওয়ার সেরা সময় কখন? ফল খাওয়ার সেরা সময় হলো সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত। খাবারের মধ্যে ফল হলো সেরা খাবার, এতে ক্যালোরি কম এবং সোডিয়াম এবং পটাসিয়ামের মতো খনিজ পদার্থ বেশি থাকে।

এটি আপনাকে তীব্র ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই করতে সাহায্য করে। ফল এবং প্রধান খাবারের মধ্যে কমপক্ষে ৩০ মিনিটের ব্যবধান বজায় রাখা উচিৎ। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষজ্ঞরা খাবারের পর দুই ঘণ্টা এবং খাবারের এক ঘণ্টা আগে ব্যবধান বজায় রাখতে পরামর্শ দেন। ওয়ার্কআউটের আগে বা পরে ফল খাওয়ার আরেকটি দুর্দান্ত সময়। ওয়ার্কআউটের আগে ফল খেলে তা তাৎক্ষণিকভাবে শক্তি বৃদ্ধি করে এবং ব্যায়ামের পরে শক্তি পুনরায় পূরণ করে। যদি আপনি ব্যায়াম করতে আগ্রহী হন, তাহলে ওয়ার্কআউটের আগে বা পরে একটি কলা বা আম খাওয়া ভালো। এটি প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চার করে এবং ইলেক্ট্রোলাইট হিসেবেও কাজ করে।

আখের রস বেশি খেলে কী হয়?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : গরমের সময়ে এক গ্লাস আখের রস আপনাকে শুধু তৃপ্তিই দেয় না, বরং এটি সতেজতা ও শক্তিও এনে দেয়। কিন্তু গ্লাসের পর গ্লাস পান করা যতই লোভনীয় হোক না কেন, এটি কি আসলে ভালো? হ্যাঁ, আখের রসের কিছু সুবিধা আছে, তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি অতিরিক্ত খেলে তা শরীরের জন্য উপকারের চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে। তবে প্রথমে চলুন জেনে নেওয়া যাক, আখের রস আসলে শরীরের কী উপকার করে- ১. অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর, আখ এবং এর থেকে তৈরি যেকোনো খাবারই নানাভাবে উপকারিতা দিয়ে থাকে। এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইবার এবং ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিশালী খনিজ পদার্থে ভরপুর। তাই আখের রস খেলে তা সতেজ ও সজীব থাকতে সাহায্য করে। ২. ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য উন্নত করে, আখের রসে আলফা হাইড্রোক্সি অ্যাসিড এবং অঐঅ থাকে, যা ত্বককে মসৃণ করতে এবং ব্রণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। এটি খুশকি দূর করতেও সাহায্য করে এবং চুল সুস্থ রাখে। ৩. উদ্যমী রাখে, আপনি কি জানেন যে আখের রস একটি প্রাকৃতিক মূত্রবর্ধক? এটি পেট ফাঁপা এবং ক্লান্তি কমাতে সাহায্য করে, যার কারণে এটি পান করার পরে আপনি সতেজ এবং হালকা বোধ করেন। ৪. হাইড্রেশনে সাহায্য করে, এটি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে এবং তরল ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, বিশেষ করে যখন গরমের দিনে কেবল সাধারণ পানি খাওয়ার ইচ্ছা থাকে না, বরং সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর কিছু খেতে মন চায়।

গরমে কি আপনার খুব বেশি আখের রস পান করা উচিত? অবশ্যই না। অতিরিক্ত আখের রস পান করলে ক্ষতি হতে পারে। এক গ্লাস আখের রসে প্রায় ৫ থেকে ৭ চা চামচ চিনি থাকতে পারে। এটা অনেক। আর সত্যি বলতে, এটি প্রতিদিনের খাবারে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি যোগ করে, কিন্তু হজম এবং ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য শরীরের প্রয়োজনীয় ফাইবার সরবরাহ করে না। আখের রস কি আপনার লিভারকে ডিটক্স করে? না, এটি এভাবে কাজ করে না। আখের রস স্বাস্থ্যকর হতে পারে, কিন্তু এটি চিনি এবং ক্যালোরিতে পূর্ণ, যা লিভারকে মোটেও সাহায্য করে না। আরও ভালো বিকল্প? শাক-সবজি খাওয়া এবং সুষম খাদ্য গ্রহণ করা বাড়াতে হবে। এটিই আসলে আপনার লিভার, কিডনি এবং অগ্ন্যাশয়কে ভালো রাখতে কাজ করবে। আখের রস মজাদার এবং সুস্বাদু, তবে অল্প পরিমাণে পান করাই উত্তম।

মা হওয়ার পর চুল পড়া বেড়েছে? জেনে নিন কী খাবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মা হওয়ার পর চুল পড়ার প্রধান কারণ হলো শরীরে হরমোন এবং পুষ্টির মাত্রার পরিবর্তন। গর্ভাবস্থায় নারীর শরীরে আয়রন, ভিটামিন ডি, ওমেগা-৩ এর ভান্ডার কমে যায়। পাশাপাশি প্রসবের পরে শরীরে প্রোটিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। শরীরে এই সমস্ত পুষ্টির ভারসাম্যহীনতা প্রসবোত্তর চুল পড়ার পেছনে একটি গোপন কিন্তু শক্তিশালী কারণ হিসেবে কাজ করে। প্রসবের পর মানসিক চাপ এবং ঘুমের অভাব স্বাভাবিকভাবেই শরীরে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা হ্রাস করে, যা প্রসবোত্তর চুল পড়ার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক এর সমাধান- ১. প্রোটিন, প্রোটিন হলো চুলের গঠন উপাদান। পর্যাপ্ত প্রোটিন ছাড়া চুল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ঝরে পড়ার প্রবণতা বেশি থাকে। অনেক নতুন মা পর্যাপ্ত প্রোটিন পান না। শক্তিশালী, স্বাস্থ্যকর চুলের জন্য প্রতিদিন ৮০-১০০ গ্রাম প্রোটিন খাওয়ার লক্ষ্য রাখুন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যে কারণে আলাদা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : কোলাহলে ভরা এই পৃথিবীতে গভীর চিন্তাশীলরা আলাদা হয়ে ওঠেন। চ্যালেঞ্জ বা মানুষের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে এ ধরনের মানুষেরা ভেবে-চিন্তে কথা বলতে পছন্দ করে। তারা চিন্তা করে, বিশ্লেষণ করে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের কর্মকাণ্ড বেছে নেয় যার ফলে জীবনে বুদ্ধিদীপ্ত এবং বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কোন অভ্যাসগুলো বুদ্ধিমান মানুষ এবং গভীর চিন্তাশীলদের অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে? চলুন জেনে নেওয়া যাক- নির্জনতাকে আলিঙ্গন, গভীর চিন্তাশীলরা ভুল লোকেদের সাথে থাকার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব সঙ্গ পছন্দ করে। নির্জনতা তাদের বিরতি, প্রতিফলন এবং আত্মবিশ্লেষণের জন্য সময় দেয়। এই অভ্যাস সৃজনশীলতা এবং মানসিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে এবং জীবনে ভালো সিদ্ধান্ত নিতেও সাহায্য করে। আপনি প্রতিদিন প্রযুক্তি-মুক্ত মুহূর্ত কাটানোর মাধ্যমে এই অভ্যাসটি

গ্রহণ করতে পারেন - হতে পারে সকালের হাঁটা, জার্নাল সেশন অথবা কেবল নীরবে বসে থাকা। এই মুহূর্তগুলো আপনার মস্তিষ্ককে গভীরভাবে তথ্য প্রক্রিয়া করতে সাহায্য করবে, যা জীবনে আরও ভালোভাবে সমস্যা সমাধান এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সাহায্য করবে। চিন্তা-উদ্দীপক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, গভীর চিন্তাশীলরা সৃজনশীল এবং কৌতূহলী। তারা জানতে আগ্রহী থাকে এবং অর্থপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যা তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং গভীর বোধগম্যতার দিকে নিয়ে যায়।

এই দক্ষতা বিকাশের জন্য গঠনমূলক প্রশ্ন করতে শিখুন, নিজস্ব বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করুন এবং বিভিন্ন উপায়ে চিন্তা করার জন্য একটি মুক্ত মন রাখুন। ক্ষুধার্ত পাঠক, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা প্রচুর পরিমাণে পড়েন- এটি তাদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করে, জ্ঞান দেয় এবং একজন ব্যক্তি হিসাবে তাদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। তারা নিজেদেরকে একটি ধারা বা বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না। তারা ইতিহাস, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, কল্পকাহিনী এবং দর্শন অন্বেষণ করে।